বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মাস্টার প্রশিক্ষকদের জন্য টুলকিট

মাস্টার প্রশিক্ষকদের সহায়িকা

মডিউল 6: শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

শিক্ষার অধিকার
সর্বশিক্ষা অভিযান
সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

শিক্ষা আনে সভ্যতা
সভ্যতা আনে মানবিকতা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মাস্টার প্রশিক্ষকদের জন্য টুলকিট

মাস্টার প্রশিক্ষকদের সহায়িকা

মডিউল 6: শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাজ্যের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহায়তার স্বার্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য মুখ্য প্রশিক্ষকমণ্ডলীর সহায়ক পুস্তিকা ছ'টি পর্বে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পুস্তিকা তৈরিতে আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে। এই পুস্তিকা প্রকাশিত করায় প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা ইউনিসেফ (UNICEF)-কে।

রূপরেখা

টার্গেট গ্রুপ: ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (DIET), স্টেট কাউন্সিল অন এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT) এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি (NGO) থেকে মাস্টার প্রশিক্ষক—যারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কৌশল গ্রহণের দিকে শিক্ষকদের আরো বেশি সক্ষম করে তুলতে, তাদের ক্যাসকেড মডেলে প্রশিক্ষণ দেবেন।

সূচীপত্র

ইউনিট	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট 1	শিখন প্রতিবন্ধকতাকে বোঝা	7-15
ইউনিট 2	বৈশিষ্ট্য, কারণ এবং শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকারভেদ	16-37
ইউনিট 3	বিভিন্ন রকমের শিখন প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিতকরণ	38-51
ইউনিট 4	পদক্ষেপ নেবার ভিত্তি	52-71
ইউনিট 5	শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রী (টি.এল.এস এবং টি.এল.এম)	72-91
ইউনিট 6	শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রী-II	92-101
ইউনিট 7	সহায়ক পদক্ষেপ	102-122
ইউনিট 8	দক্ষতা বৃদ্ধি করা	123-137
ইউনিট 9	সচেতনতা ও সম্পদ সমাবেশীকরণ	138-148
ইউনিট 10	শিখন প্রতিবন্ধকতা এবং রেফারেল এজেন্সি সহ শিশুদের জন্য এসএসএ সংস্থানের ব্যবহার	149-162

ইউনিট 1 শিখন প্রতিবন্ধকতাকে বোঝা

গঠন

1.1- ভূমিকা

1.2- উদ্দেশ্য

1.3- শিখনের অসুবিধা বনাম শিখন প্রতিবন্ধকতা

1.3.1- শিখন কাকে বলে

1.3.2- শিখনের অসুবিধা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা

1.4- শিখন প্রতিবন্ধকতা

1.5- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

1.6- পরিভাষা

1.7- নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

1.8- করণীয় কাজ

1.9- রেফারেন্স

1.1 ভূমিকা

আপনারা নিশ্চয় এত বছরে নানা রকমের ছাত্র-ছাত্রীর সংস্পর্শে এসেছেন। কেউ কেউ হয়তো খুবই বুদ্ধিমান, কেউ মাঝারি রকমের বুদ্ধিসম্পন্ন, আবার কেউ বা খুব বেশী বুদ্ধিমান নয়। কেউ কেউ হয়তো অনেক খেটেও খুব ভালো ফল করতে পারছে না, অন্যদিকে কেউ হয়তো নিজের বুদ্ধির জোরে অনায়াসেই ভালো ফল করছে। আচ্ছা, কখনো কি মনে হয়েছে যে কেন এমন তফাৎ হয়? অনেকেই হয়তো ভেবেছেন, এবং যে সমস্ত শিশুদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন, তাদের সহায়তাও করেছেন। অনেকসময় দেখা গেছে শিক্ষকরা ক্লাসে সাহায্য বা সহায়তা করার ফলে শিশুটি আশানুরূপ ফল করে দেখাচ্ছে। কিন্তু এমন অনেক শিশু আছে যারা শিক্ষকদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েও ভাল ফল তো করেই না, বরং যত উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে, ততই তাদের পড়াশুনোর মান নেমে যেতে থাকে। এই সমস্ত শিশুদের শিখনের অসুবিধার পিছনে হয়তো আছে ''শিখন করার প্রতিবন্ধকতা।'' সোজা ভাষায় বলতে গেলে শিখনের প্রতিবন্ধকতা একটি স্নায়ুঘটিত অবস্থা, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় 10-12% মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তা যে কোন দেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় হোক না কেন।

যে শিশুটি পড়তে বা বানান করতে পারে না, যে শিশু লিখতে পারে না, যে শিশুটির নামতা মনে রাখতে সমস্যা হয়, যে ইংরাজী 'b' কে 'd' লেখে বা '12' কে '21' বা ইংরাজী শব্দ 'was' কে 'saw' লেখে, যে মৌখিক উত্তর সঠিকভাবে দিলেও লেখার সময় পারে না, সময়মতো ক্লাসের কাজ শেষ করতে পারে না, যে আপনার দেওয়া নির্দেশ বুঝতে পারে না, যে শিশুর হাতের লেখা দুর্বোধ্য—একেবারেই পড়া যায় না, যে শিশুটি এক্কেবারে একলা—যার কোন বন্ধু নেই, এদের প্রত্যেকের মধ্যেই শিখনের প্রতিবন্ধকতার কোন না কোন লক্ষণ আছে।

আপনারা কি নিজেদের ক্লাসে এই ধরনের সমস্যাযুক্ত শিশুদের দেখেছেন?

1.2 উদ্দেশ্য

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- শিখনের অসুবিধা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারবেন
- শিখনের অসুবিধা বলতে কি বোঝায় এবং ক্লাসে থাকা শিশুদের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বোঝাতে পারবেন।

এবং

- শিখন প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে, তার সংজ্ঞা কি, এই বিষয়গুলি বোঝাতে পারবেন।

1.3 শিখনের অসুবিধা বনাম শিখন প্রতিবন্ধকতা

শিখন প্রতিবন্ধকতা বোঝার আগে, আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, 'শিখন' বিষয়টিকে।

1.3.1 'শিখন' কাকে বলে?

এটি কি কোন পদ্ধতি?

এটি কি কোন ঘটনা?

এটি কি কোন পরিবর্তন?

এটি কি নতুন কোন দক্ষতা অর্জন করা?

এটি কি আরো জ্ঞান অর্জন করা?

যদি বলা যায় "শিখন উপরে উল্লেখ করা এগুলির সব কটিই" তাহলে খুব ভুল বলা হবে না। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা শিখন বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আসুন একবার দেখি, মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা কিভাবে একে ব্যাখ্যা করেছেন।

> "শিখন হল একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোন জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহারে পরিবর্তন আসে—এবং এই পরিবর্তন আসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে—" (ড্রিসকোল, 2000)
>
> "শিখন হল কর্মক্ষমতার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী একটি পরিবর্তন, যা শেখা যায় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।" (গুড অ্যান্ড ব্রফি, 1990)
>
> "শিখন হল একটি উপায়, যার মাধ্যমে মানুষ নতুন দক্ষতা, জ্ঞান, মনোভাব আর মূল্যবোধ অর্জন করে। শিখনের সরাসরি ফলাফল হল শিক্ষার্থীর কোন কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করা।" (গ্রেডলার 2001)
>
> "স্নায়ুবিজ্ঞানীরা শিখনকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে দুটি নিউরন যখন একে অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করে—" (স্প্রেনজার, 1999)

এটা জানা কথা এবং এটা কখনোই ধরে নেওয়া যায় না যে, একজন শিক্ষার্থী সবধরনের শিখন পদ্ধতিতে একইরকম মানসিক বা শারীরিকভাবে সাড়া দেবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আলাদা আলাদা রকমের শিখন পদ্ধতি আলাদা আলাদা রকমের *মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার* সমন্বয়ে তৈরি হতে পারে—আর তাই এদের

শেখানোর নিয়মও আলাদা হওয়া প্রয়োজন। সব শিক্ষার্থী যে একইভাবে শিখন করবে, এটা ভেবে নেওয়া শিক্ষকদের তরফে ভুল। ক্লাসের বিভিন্ন রকমের শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছনোই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও অবিলম্বে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শিক্ষকদেরও তাই উচিত ভিন্ন ভিন্ন শিখন প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে, সেই পদ্ধতি বা কৌশল বেছে নেওয়া যা সেই বিশেষ শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে।

শিখনের উদ্দেশ্যগুলি যাতে সফল হয় সেই কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক পরিকল্পনা যে তিনটি মূল বিভাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল ঃ-

- → জ্ঞান
- → দক্ষতা
- → মনোভাব এবং মূল্যবোধ

বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই শিখন প্রক্রিয়াকে এই তিনটি বিভাগ অনুযায়ী সহায়তা করার বিষয়ে একমত, এবং এটিকে তারা তাদের দায়িত্ব বলেই মনে করেন। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেদের সচেতন থাকতে হবে এবং সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে আমাদের ক্লাসে জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ এই সব কিছুই অর্জন করে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

1.3.2 শিখনের অসুবিধা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা

শিখনের বিষয়টি কি, সেটা বোঝার আগে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল শিখনের অসুবিধা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা এই দুইএর মধ্যেকার পার্থক্য বোঝা। এই দুটি শব্দকে অনেকসময় একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দুটি শব্দ কোথায় আলাদা সেই বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।

শিখনের অসুবিধা বলতে একটি শিশুর পড়াশুনোর ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল করতে না পারার পিছনে যে সমস্ত সমস্যা বা অসুবিধা লুকিয়ে থাকে, সেগুলিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ সহপাঠীরা যা যা করছে বা করতে পারছে সেগুলি করতে গিয়ে শিশুটিকে কোন না সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে যার ফলে তার পড়াশুনোর মান ক্লাস অনুপাতে কম হচ্ছে। শিখনের অসুবিধা আছে এমন অনেক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটা ছোট অংশ হয়তো এমন আছে যারা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বা যাদের আপাত কোন অস্বাভাবিকতা নেই, অথচ এদের ভাষা বা অঙ্ক শিখতে খুবই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এদের বলা হয় শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত, যাতে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শিখনে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের থেকে এদের আলাদা করে বোঝা যায়।

শিখনে অসুবিধা নানা কারণে বা নিচে উল্লেখ করা কারণগুলির যে কোন রকমের সমন্বয়ে হতে পারে (চ্যান, 1998 চেং 1998, ম্যাকমিলান এবং সিপারস্টেইন, 2002, ওয়েস্টউড, 2003)

1. অপর্যাপ্ত বা অনুপযুক্ত শিক্ষাদান
2. অনুপযুক্ত পাঠ্যক্রম
3. শ্রেণীকক্ষের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ
4. আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতা
5. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে খারাপ সম্পর্ক
6. বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত
7. স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা
8. অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে শেখা
9. আত্মবিশ্বাসের অভাব
10. মানসিক বা ব্যবহারিক সমস্যা
11. সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

12. স্নায়বিক সমস্যা
13. বিশেষ কোন তথ্য বুঝতে অসুবিধা

শিখন প্রতিবন্ধকতার অসুবিধার কারণ অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিশুর শিখন একেবারে প্রাথমিক স্তরে অপর্যাপ্ত অথবা অনুপযুক্ত শিক্ষাদান শিখনের অসুবিধার একটি কারণ হতে পারে। যে সমস্ত শিশুর বাড়ির পরিবেশ শিখনের সুযোগ দেবার অযোগ্য তারা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। শিশুদের নিজেদের গতিতে শিখতে দেওয়া উচিত কিন্তু এই দর্শন অনেক সময় অনেক শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় না, আর তারা শেখার বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে। তাদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান বা মনোভাব কোনটাই তারা অর্জন করতে পারে না বরং পিছিয়ে পড়া আর ব্যর্থ হবার অভিজ্ঞতার জন্য তারা আর বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। (স্লাভিন, 1994)

পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলোও অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। যে সব বিষয় পড়ানো হয়, সেগুলো কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত উচ্চস্তরের অথবা সেগুলো এত তাড়াতাড়ি পড়ানো হয় যে তারা নিতে পারে না। এটা উঁচু ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়—কারণ সেখানে পড়াশুনোর চাপ খুবই বেশি। পাঠ্যক্রমের আদান প্রদান পদ্ধতিতেও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ

শিখনের অসুবিধার অন্যতম কারণ হিসেবে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশকেও ধরা হয়। খুব উঁচু আওয়াজ আর মনসংযোগের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে এমন সমস্ত বিষয়ই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দেবার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ঘটাতে পারে। শ্রেণীকক্ষের মধ্যেকার সামাজিক মানসিক পরিবেশ যদি উপযুক্ত না হয়, তাহলেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিশুদের উপর।

আর্থ-সামাজিক অসুবিধা

গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং বিদ্যালয়ের ফলাফল সরাসরিভবে যুক্ত। যে শিক্ষার্থীরা উচ্চ সামাজিক অবস্থান থেকে আসে, তাদের পড়াশুনোর ফল যারা নিম্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসে তাদের তুলনায় ভালো হয়। নিম্ন সামাজিক অবস্থানের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে হাজিরাও অত্যন্ত অনিয়মিত। প্রথম সুযোগেই তারা বিদ্যালয়ছুট হয়ে যায়। শিক্ষকদের এইসব শিক্ষার্থীদের মন বুঝতে হবে আর তাদের এমনভাবে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তাদের ভেতরের গুণগুলো পুরোমাত্রায় বিকশিত হতে পারে। যদি শিশুরা কোনভাবে বুঝতে পারে যে শিক্ষকরা তাদের ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাহলে তারা খুবই দুঃখ পাবে আর তাদের মনোবল, উৎসাহ সবই নষ্ট হয়ে যাবে।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক

ন্যূনতম শিখনের জন্যেও শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই চায় যাতে শিক্ষক তাদের বিশ্বাস করেন বা তাদের প্রতি আস্থা রাখেন, তাদের যত্ন করেন, খেয়াল রাখেন। যদি শিক্ষার্থীরা কোন কারণে শিক্ষকদের প্রতি অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাহলে তারা সেই শিক্ষকের কাছ থেকে নিজে থেকে তো কোন সহায়তা চাইবেই না, এমনকি গ্রহণও করবে না। যদি সে কোনভাবে অনুভব করে যে, শিক্ষক তার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, তাহলে তার মনোবলও নষ্ট হয়ে যাবে, আর সে পড়ার প্রতি উৎসাহও হারিয়ে ফেলবে।

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি স্বাস্থ্যের কারণে বা বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ঘটতে পারে। ঘনঘন

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হলে শিখনে ছেদ পড়ে, বিশেষ করে অঙ্ক বা ওই জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে ধারণা আর দক্ষতা দুটোই শেখা অত্যন্ত জরুরী।

স্বাস্থ্য এবং শারীরিক অবস্থা

দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা (যেমন হাঁপানি বা মধুমেহ) বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি খুবই প্রচলিত কারণ। এইসব রোগ শিক্ষার্থীদের দুর্বল করে দেয় আর তার ফলে তাদের মনোযোগে ঘাটতি হয়। কিছু কিছু রোগ, যেমন মৃগী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওষুধ খেতেই হয় আর সেই কারণেও অনেক সময় তাদের পড়ায় মন দিতে অসুবিধা হয়। বিদ্যালয়ে শিখনে অসুবিধা হবার কারণে অনেকসময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ''ছদ্ম'' অসুস্থতা তৈরি হয়—তারা মাথাব্যথা বা পেটব্যথার কথা বলে অভিযোগ করে, যাতে বিদ্যালয়ে যেতে না হয়। অনেক সময় ঘুম পুরো না হবার জন্যও বিদ্যালয়ে শিখতে পারার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা যায়—কারণ এতে তাদের পড়ায় মনসংযোগ করতে অসুবিধা হয়।

অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে শেখা

যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ভেতরে বা বাইরে অন্য কোন ভাষার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না, তাদের শিখন করতে খুবই অসুবিধা হয়। তাদের বোধশক্তি, গ্রহণযোগ্যতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে শিখনও সমস্যাজনক হয়ে যায়।

নিজের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ—

টীকা:- ক) নীচে আপনার উত্তর লেখার জন্য জায়গা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে যে উত্তরমালা দেওয়া আছে, তার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

ই1. শিখনের অসুবিধা আর শিখন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

ই2. পাঠ্যক্রমের কারণে শিখনে যে অসুবিধা হয় তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির দিকে আলোকপাত করুন।

1.4 শিখন প্রতিবন্ধকতা বলতে কি বোঝায়

"**শিখন প্রতিবন্ধকতা**" একটি স্নায়ুঘটিত অবস্থা, যার কারণে কানে শোনা, কথা বলা, পড়া, বানান করা, লেখা এবং সংখ্যা-গণনা ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে "অক্ষমতা" দেখা যায়।

এর "প্রচলিত" সংজ্ঞাটি একবার দেখে নেওয়া যাক।

দ্য এন.জে.সি.এল.ডি প্রণীত (দ্য ন্যাশনাল জয়েন্ট কমিটি ফর লার্নিং ডিসএবিলিটি) সংজ্ঞাটি হল

শিখন প্রতিবন্ধকতা হল একটি সাধারণ পরিভাষা, যার মাধ্যমে কতগুলি ভিন্নধর্মী অসুবিধাকে একত্রিতভাবে বোঝানো হয় যেগুলো কানে শোনা, কথা বলা, পড়া, লেখা, যুক্তি দিয়ে বোঝা বা গাণিতিক ক্ষমতা শেখার আর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অসুবিধাগুলো প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষে আলাদা রকমের এবং এর কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় শরীরের কেন্দ্রীয় মূল স্নায়ুতন্ত্রের অকার্যকারিতা, যা সারাজীবন ধরেও ঠিক হয় না।

স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে বলা হয় যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক আদানপ্রদান শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে জড়িত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তারা নিজেরাই যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে—এমনটা নয়। এর প্রতিটা উপাদানকে আলাদা আলাদাভাবে দেখা যাক।

ভিন্নধর্মী অসুবিধা

শিখন প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী "ভিন্নধর্মী" কথাটি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে মেনে নেওয়া হয় যে, এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসলে কতকগুলি অসমান অবস্থা নিয়ে গঠিত, যা নানাভাবে প্রকাশ পায়। শিখন প্রতিবন্ধকতা মূল ছয়টি ক্ষেত্রে (শোনা, বলা, পড়া, লেখা, গণনা করা এবং যুক্তিসহ কাজ করা) যে কোন একটি বা সবকটিতেও হতে পারে—এটার মানে হল যে, শিখনে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষরা একটি বিভিন্নতায় ভরা গোষ্ঠী যাদের ক্ষমতা বা অসুবিধার রকমও বিবিধ। এমনকি, শিখনের ক্ষেত্রে একই প্রকারের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত একজন শিক্ষার্থী পড়তে গিয়ে যে কোন অচেনা শব্দ চেনার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। আবার, অন্যদিকে শব্দ চেনার দক্ষতা আছে এমন একজন শিক্ষার্থীর কাছে শব্দ চিনতে পারলেও সবসময় সেই পরিচিত শব্দগুলোর মানে বোঝার ক্ষমতা না-ই থাকতে পারে।

আশানুরূপ ফল করতে না পারা

সংজ্ঞা অনুযায়ী শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই ফল খারাপ করে। "ফল ভাল করতে না পারা" এই বিষয়টি আবার কিছু কিছু সংজ্ঞা "অসমান বা অসম অগ্রগতির বিষয়ে খুব দক্ষ, আর কোন কোন বিষয়ে নয়)। আশানুরূপ ফল করতে না পারার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেকার পার্থক্যগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে যাচাই বা পরীক্ষা করে তবেই নথিভুক্ত করা হয় (উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন হয়তো খুব ভাল পড়তে পারে, কিন্তু অঙ্ক বা গণনায় সে তুলনামূলকভাবে দুর্বল)।

অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি বলে যে, খারাপ ফল হবার কারণ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি থাকলেও খারাপ ফল হতে পারে। কোনো ব্যক্তি কোনো বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় (ইনটেলিজেন্স টেস্ট) যে বুদ্ধ্যাঙ্ক (ইনটেলিজেন্স কোশিয়েন্ট—IQ) পায়, তা দেখে সে কেমন ফল করতে পারে, তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। এইবার, কোনো পরীক্ষায় যদি কারুর ফল তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুদ্ধ্যাঙ্কের নীচে হয়, তাহলে সেটাকে "খারাপ ফলাফল"

বলে ধরে নেওয়া হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধ্যাঙ্কের বিচারে কোন শিক্ষার্থী ''বুদ্ধিমান'' হলেও পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে সবসময় তার বুদ্ধিমত্তা প্রতিফলিত না-ও হতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য

সংজ্ঞা অনুযায়ী, শিখন প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সঠিকভাবে কাজ না করা। শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে মস্তিষ্কের আঘাতের সরাসরি যোগাযোগ আছে, এ কথা গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রায় প্রত্যেকেই এই ধারণাটির সঙ্গে সহমত পোষণ করে। মস্তিষ্কের স্ক্যান প্রক্রিয়া আমাদের এই যোগাযোগের বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে। ডিসলেক্সিয়া (পড়ার অসুবিধা) যুক্ত শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের স্ক্যানের সাথে ডিসলেক্সিয়া নেই এমন মস্তিষ্কের স্ক্যানের তুলনা করে দেখা গেছে যে একই ধরনের উদ্দীপনায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে বা পারে না।

মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতায় ব্যাঘাত

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি কিছু কিছু তথ্যকে আর পাঁচজনের চেয়ে অন্যভাবে গ্রহণ এবং ব্যবহার করে, এবং আলাদা হওয়ার ফলেই এই প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো হতে পারে মনোযোগ, স্মৃতি, ভাবনাচিন্তা, যুক্তি বা অন্য কিছু সংক্রান্ত। এক কথায়, মানসিক ক্রিয়াজনিত যে কোন কিছুর সাথেই সম্পর্কিত হতে পারে।

জীবনকাল

সংজ্ঞা অনুযায়ী, শিখন প্রতিবন্ধকতা গোটা জীবনকাল ধরেই চলতে পারে—(শুধু যে শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—তা নয়)। যথা উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে এবং ওষুধপত্র ঠিকমতো না খেলে এই সমস্যা সারা জীবন ধরে থাকতে পারে।

অন্য কোন অবস্থার শর্তের কারণে নয়

যদিও শিখনে প্রতিবন্ধকতা অন্যান্য অনেক কারণের সাথে একযোগে ঘটতে পারে (যেমন, দৃষ্টিহীনতা, আবেগজনিত সমস্যা ইত্যাদি) কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে, শুধুমাত্র এই সমস্ত কারণের জন্যই হতে পারে না।

এটা অবশ্যই বোঝা দরকার যে, শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও থাকা সম্ভব (যেমন একাধিক প্রতিবন্ধকতা)। যেমন কানে শুনতে পায় না এমন একটি শিশুর শিখন প্রতিবন্ধকতা থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমটি হবে তার প্রাথমিক বা মুখ্য কারণ এবং দ্বিতীয়টি হবে গৌণ কারণ।

একাডেমিক সমস্যা

অনেক মানুষই পড়া, লেখা এবং অঙ্ক করা আয়ত্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। যদি এই ধরনের সমস্যা শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণে হয়, তাহলে এগুলিকে চিহ্নিত করা হয় যথাক্রমে ডিস্‌লেক্সিয়া, ডিস্‌গ্রাফিয়া বা ডিস্‌ক্যালকুলিয়া বলে। বর্তমানে এই প্রকারের সমস্যার নির্দিষ্ট পড়ার প্রতিবন্ধকতা, নির্দিষ্ট লেখার প্রতিবন্ধকতা অথবা নির্দিষ্ট গণনা করার প্রতিবন্ধকতা বলে চিহ্নিত বা অভিহিত করা হয়।

1.5 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টিতে শিখন এবং শিখনে অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করা হয়েছে। শিখনে অসুবিধা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা, এই দুটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ তাহলেই শিক্ষকরা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

শিশুদের শিখন বিষয়টিকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনভিত্তিক যথাযোগ্য পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করতে পারবেন। এই অধ্যায়টি শিখনে অসুবিধা আছে এমন শিশুদের বুঝতে আপনাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্রয়াস।

1.6 পরিভাষা

স্নায়ুঘটিত : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, যা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড দ্বারা গঠিত।

মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া : যে সমস্ত প্রক্রিয়াতে আমরা আমাদের মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করি, যেমন— স্মৃতি, মনোযোগ, ভাষা, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধকতা : প্রতিবন্ধকতা বা অস্বাভাবিকতা—যা শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক, বা দেহের গঠনজনিত হতে পারে।

মৃগী রোগ : স্নায়ুঘটিত একটি ব্যাধি, যাতে খিঁচুনি বা কাঁপুনি হয়। ছোট বাচ্চাদের মধ্যেই এই রোগ বিশেষভাবে দেখা যায়।

ছদ্ম : মিথ্যা—যা নয় তা হওয়ার ভান করা

গ্রহণযোগ্য : কোন কিছু গ্রহণ করতে সক্ষম

অভিব্যক্তিপূর্ণ : ভাবনাচিন্তা বা অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারার ক্ষমতা

উপলব্ধিমূলক : ইন্দ্রিয় যে সমস্ত কিছুকে শনাক্ত করছে, সেগুলো সচেতনভাবে বোঝা বা অনুভব করা।

ADD-Attention Deficit Disorder/ADHD-Attention Deficit Hypercity Disorder : স্নায়ু বা নার্ভ সম্পর্কিত ব্যবহারের অসামঞ্জস্য—যার ফলে মনসংযোগ করতে পারে না এবং অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ধারণ ক্ষমতা : মনে রাখার ক্ষমতা

স্মরণ করা : স্মৃতি থেকে মনে করে কোন কথা বলা বা কাজ করা

সক্রিয় কার্যকরী স্মৃতি/স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি : এই ধরনের স্মরণশক্তি আমাদের অল্প সময়ের জন্য কোন তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করে। এটা স্মৃতির সেই অংশ, যা আমাদের মনঃসংযোগ করতে, একত্রিত করতে, তথ্য মনে রাখতে/এবং মনে করতে সহায়তা করে।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি : এই স্মৃতি কিছুদিন থেকে শুরু করে বছরের পর বছর থাকতে পারে। বারবার স্মৃতিচারণা করে আমরা সক্রিয় স্মৃতি থেকে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে নিয়ে যেতে পারি।

ভিন্নধর্মী : অনেক কিছু দিয়ে তৈরি—নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ

অকৃতকার্য : ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা কাজ করা উচিত, তার চেয়ে কম কাজ করা

একযোগে ঘটা : একই সময় একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা

1.7 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

ই1. যে সমস্ত শিশুরা বয়স অনুপাতে উন্নতি করতে পারছে না, বিশেষতঃ ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক ইত্যাদি প্রাথমিক দক্ষতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে, তাদের শিখনের অসুবিধাযুক্ত বলে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

শিখনে অসুবিধাযুক্ত শিশুদের মধ্যে আবার কিছু সংখ্যক শিশু আছে যারা একেবারে প্রাথমিক সংখ্যাগণনা বা সাহিত্য, এগুলো শিখতে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই ধরনের অসুবিধাকে শিখন প্রতিবন্ধকতা বলে অভিহিত করা হয়।

ই2. পাঠ্যক্রমের কারণে শিখনে অসুবিধা হবার মূল কারণগুলো হল

- অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু
- বিষয়বস্তুকে যেভাবে শিশুদের সামনে উপস্থাপনা করা হয়, তার পদ্ধতি
- পাঠ্যক্রম আদানপ্রদান পদ্ধতি

1.8 করণীয় কাজ

কিউ1. আপনার শ্রেণীকক্ষে/বিদ্যালয়ে এমন কিছু শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন, যারা শ্রেণীকক্ষে/বিদ্যালয়ে ভাল ফল করছে না এবং ফল খারাপ হওয়ার পিছনের কারণগুলোও চিহ্নিত করুন।

কিউ2. এমন একটি শিশুকে চিহ্নিত করুন যার শিখনে অসুবিধা আছে এবং 4 সপ্তাহ ধরে তার ব্যবহার লক্ষ্য করে নথিভুক্ত করুন। আপনার পর্যবেক্ষণ অন্য একজন শিক্ষক, যিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তার সাথে মিলিয়ে দেখুন।

কিউ3. শিখন প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে? শিক্ষাকক্ষের উদাহরণের সাহায্যে এর সংজ্ঞার যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।

1.9 রেফারেন্স

1. Learning and Learning Difficulties – A Handbook for Teachers by Peter Westwood.

ইউনিট 2

বৈশিষ্ট্য, কারণ এবং শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকারভেদ

গঠন

2.1- ভূমিকা

2.2- উদ্দেশ্য

2.3- শিখন প্রতিবন্ধকতার বিশেষত্ব সমূহ

2.4- শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণ

- 2.4.1- উপলব্ধিমূলক
- 2.4.2- স্নায়বিক / স্নায়ুজনিত
- 2.4.3- বংশগত
- 2.4.4- প্রাকৃতিক
- 2.4.5- পরিবেশগত

2.5- শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকারভেদ

- 2.5.1- ডিসলেক্সিয়া
- 2.5.2- ডিসগ্রাফিয়া
- 2.5.3- ডিসক্যালকুলিয়া
- 2.5.4- ডিসপ্র্যাকসিয়া
- 2.5.5- অ-মৌখিক শিখন প্রতিবন্ধকতা (এন.ভি.এল.ডি)

2.6- সংশ্লিষ্ট বৈকল্য

- 2.6.1- মনোযোগের ঘাটতিজনিত অতিসক্রিয় বৈকল্য (এ.ডি.এইচ.ডি)
- 2.6.2- স্কোটোপিক সেনসিটিভিটি সিনড্রোম (এস.এস.এস)

2.7- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

2.8- পরিভাষা

2.9- নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

2.10- করণীয় কাজ

2.11- উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

2.1 ভূমিকা

শিখন প্রতিবন্ধকতা এক প্রকারের বৈকল্য যার কারণে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবান একটি শিশু বিদ্যালয় যতটা শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব, সেই অনুপাতে শিখতে পারে না। একটি শিশুর শিক্ষাগ্রহণ করতে না পারার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। সাধারণতঃ, শিশুদের শেখার জন্য যথেষ্ট সুযোগ থাকে। কিন্তু, দেখা যায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিবেশ থাকলেও অন্য কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে শিশুটি তার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। এই অধ্যায়ে আমরা শিখন প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করব, যাতে আপনাদের

পক্ষে এই ধরনের শিশুদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। এই প্রতিবন্ধকতার মূল কারণগুলি এখনো অজানা। কারণ হিসেবে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিকভাবে কাজ করা, বা বংশগত কারণ—যে কোন কিছুই হতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলি যেমন উপলব্ধিগত, স্নায়ুজনিত, বংশগত, প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত—ইত্যাদির বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকারভেদ এবং বিভিন্ন রকম সংশ্লিষ্ট বৈকল্য নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

2.2 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা

- শিখন প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তালিকাবদ্ধ করতে পারবেন
- শিখন প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন প্রকারগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন
- এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্ভাব্য কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ যে সব সংশ্লিষ্ট বৈকল্যগুলো লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির নাম এবং সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

2.3 শিখন প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু কিছু ধরনের প্রতিবন্ধকতার থাকা সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথাগত শিক্ষাক্রমের সাথে যুক্ত হবার প্রথম দিনটি থেকেই তাদের এই অসুবিধা শুরু হয়। পড়তে পারার জন্য যে প্রস্তুতির আর দক্ষতার দরকার, সেটা তারা আয়ত্ত করতে পারে না, আর তাই প্রথম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে তারা না পারে পড়তে, না পারে বানান শিখতে। সবকিছুই খুব কঠিন হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে। যত দিন যায়, এই শিশুদের ব্যবহার বা আবেগজনিত সমস্যা তৈরি হয়। কত ঘন ঘন এই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো তার ওপর নির্ভর করে:

1. মনোযোগঘটিত সমস্যা
2. সব ধরনের উপলব্ধিগত সমস্যা
3. হ্যাপটিক উপলব্ধি
4. অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়জনিত সমস্যা
5. স্মৃতি এবং চিন্তাভাবনার সমস্যা
6. পড়া, লেখা, গণিত এবং বানান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যা
7. ভাষাগত বৈকল্য
8. শোনার দিক থেকে সমস্যা
9. সামাজিক এবং আন্তর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. **মনোযোগঘটিত সমস্যা:** সাধারণতঃ শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের মনোযোগ খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়, এদের মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হয় এবং এরা সহজেই যে কোন বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমস্ত অমনোযোগী শিশুরাই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। তবে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় জড়িত থাকে, সেগুলো হলো অতিসক্রিয়তা বা স্বল্পসক্রিয়তা।

   - *অতিসক্রিয়তা :* যখন কোন শিশু ক্রমাগত কোন না কোন স্নায়ুসংক্রান্ত কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকে, ছটফট করে, সবসময় হাতের আঙুল বা পায়ের পাতা ঠুকতে থাকে, লাফালাফি করে বা বসার জায়গা

থেকে লাফ মেরে ওঠে অথবা একটা কাজ থেকে অন্য কাজে সরে যায়, তাকে অতিসক্রিয়তা বলে।

- ***স্বল্পসক্রিয়তা :*** অতিসক্রিয়তার বিপরীত। এক্ষেত্রে শিশু সবকিছুই খুব ধীরে ধীরে করে বা ধীরে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

2. **উপলব্ধিগত সমস্যা:** শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে দুর্বল উপলব্ধিমূলক ক্ষমতা সরাসরিভাবে জড়িত থাকার কারণে উপলব্ধি, স্নায়ুজনিত বা উপলব্ধিমূলক স্নায়ুজনিত ঘাটতি দেখা যায়। এই কারণে উপলব্ধিমূলক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হল—

দৃষ্টিসম্বন্ধীয় উপলব্ধিজনিত ঘাটতি

দৃষ্টিসম্বন্ধীয় উপলব্ধি বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যার সাহায্যে দর্শকের চোখে দৃষ্টিজনিত উদ্দীপনা অর্থপূর্ণভাবে ধরা দেয়। এই ধরনের ক্ষমতার কতগুলি উপবিভাগ আছে, যেগুলি নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

দৃষ্টিসম্বন্ধীয় বিভেদ: যে কোন দ্রব্য, অক্ষর বা সংখ্যার মধ্যেকার সূক্ষ্ম বিভেদগুলো দেখতে পাবার ক্ষমতাকে দৃষ্টিসম্বন্ধীয় বিভেদ বলা হয়। শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা এক রকম দেখতে অক্ষরগুলোর যেমন b এবং d, p এবং q ইত্যাদির তফাৎ করতে পারে না। দৃষ্টিসম্বন্ধীয় বিভেদ সাবলীলভাবে পড়তে পারার কাজে সহায়তা করে। তাই এই ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে পড়ার কাজ কঠিন হয়ে যায়।

সংখ্যার ক্ষেত্রে বিভেদ: এটি একটি ক্ষমতা, যার সাহায্যে অগ্রভাগ আর পশ্চাদভাগ এই দুইএর মধ্যে কি কি বিভেদ বা পার্থক্য আছে, তা বোঝা যায়, অর্থাৎ, যা প্রয়োজনীয়, তাতে মন দেওয়া আর যা অপ্রয়োজনীয়, তাকে উপেক্ষা করা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা পড়ার সময় লাইন বাদ দিয়ে পড়ে বা পড়তে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। অন্যান্য কাজে ক্ষেত্রেও, যেমন ছবি চিহ্নিত করা, বা ম্যাপে জায়গা খুঁজে বার করা এইসব করতেও তাদের অসুবিধা হতে পারে।

স্থানিক সম্পর্ক: স্থানিক সম্পর্ক হল মহাকাশে যে কোন বস্তুর অবস্থান। সমস্ত ধরনের শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হল এই স্থানিক সম্পর্ক। দিকনির্ণয় সংক্রান্ত ধারণা (যেমন বাঁদিক/ডানদিক, উপর/নীচ) সমস্ত কাজে মূল অংশ, যেমন কোন নকশা নকল করা, একটা বাক্যের মধ্যেকার শব্দ লেখা, বা যোগ-বিয়োগ করা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা দিকনির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগতে পারে, যা পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষাগত দক্ষতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

দৃষ্টি সম্বন্ধীয় অঙ্গ সঞ্চালনার সংমিশ্রণ: চোখ থেকে পাওয়া তথ্যের জবাবে বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাত-পা বা শরীরের অন্যান্য অংশ কিভাবে নড়াচড়া করবে বা কোনদিকে নড়াচড়া করবে, তার মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষমতাকেই বলা হয় দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অঙ্গসঞ্চালনার সংমিশ্রণ। এর জন্য দরকার দৃষ্টি এবং হাতের সমন্বয়, অস্থায়ী স্থানিক সংমিশ্রণ এবং ফর্ম উপলব্ধি। যে সমস্ত শিশুরা এই ক্ষেত্রে দুর্বল, তাদের জ্যামিতিক নকশা নকল করা, জামার বোতাম লাগানো, জুতোর ফিতে বাধা, জিনিসপত্র কাটা, আটকানো, লেখা এবং ব্ল্যাকবোর্ড থেকে দেখে দেখে লেখা ইত্যাদির সময় অসুবিধা হতে পারে। অনেক সময়, কোন কোন বস্তুর আকৃতি, মাপ আর অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রেও এদের বিভ্রান্তি হতে পারে।

অন্যান্য দৃষ্টি সম্বন্ধীয় উপলব্ধির ঘাটতি: এই ধরনের ঘাটতির মধ্যে *দৃষ্টি সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঘাটতিও* পড়ে—যেমন দৃষ্টিসম্বন্ধীয় বন্ধ অবস্থা অর্থাৎ কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ না দেখলে তাকে চিনতে না পারা, *দৃষ্টিসম্বন্ধীয় স্মৃতির অসুবিধা* অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি মনে রাখতে না পারা এবং দৃষ্টি

সম্বন্ধীয় পরম্পরা বুঝতে অসুবিধা অর্থাৎ দৃষ্টিজনিত উদ্দীপনা কোনটার পর কোনটা হবে তা মনে রাখার অসুবিধা যেমন—পরপর যদি কোন বানান থাকে, সেটা বোঝার সমস্যা।

শ্রবণ সংক্রান্ত উপলব্ধির সমস্যা

শ্রবণজনিত উপলব্ধি শারীরবৃত্তীয় শ্রবণশক্তি বা শ্রবণ তীক্ষ্ণতার থেকে সম্পূর্ণ তীক্ষ্ণতার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রবণজনিত উদ্দীপনাকে যখন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, কান যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য গ্রহণ করে, তখন শ্রবণজনিত উদ্দীপনার সাহায্যে কেন্দ্রীয়ভাবে সেটির প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং সেটিকে অর্থপূর্ণভাবে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কোন শিশু হয়তো ঠিকমত কানে শুনতে পায় কিন্তু তা সত্ত্বেও যা শুনছে, তাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। শ্রবণজনিত উপলব্ধির কতকগুলি উপবিভাগ আছে, যেগুলি নীচে ব্যাখ্যা করা হল।

শ্রবণ সংক্রান্ত বিভেদ: এক বা একাধিক শব্দের মধ্যে যে মিল আর অমিলগুলো আছে, এই দক্ষতার সাহায্যে তাদের আলাদা করা যায়। পড়ার শব্দগত দিকের এটি হল প্রাথমিক ধাপ। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা শব্দের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারে না।

শ্রবণ সংক্রান্ত মিশ্রণ: এটি এমন একটি ক্ষমতা, যার সাহায্যে ধ্বনির মিশ্রণ ঘটিয়ে শব্দ তৈরি করা হয়। এই ধরনের ক্ষমতা পড়ার জন্য খুবই জরুরি। অনেক ডিস্‌লেক্সিয়াযুক্ত শিশু শব্দ পড়ার সময় ভেঙে ভেঙে পড়ে। যুক্তাক্ষর পড়তে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয় আর এক ধরনের ধ্বনিযুক্ত দুটি অক্ষর (যেমন ch, gh, th) বা মিশ্র শব্দ (যেমন bt, sp, gr) পড়তে তাদের অসুবিধা হয়।

শ্রবণ সংক্রান্ত স্মৃতি: এই ক্ষমতার সাহায্যে ধ্বনিকে মনে করা যায় এবং যা শুনেছে, সেটার মানে বুঝতে পারা যায়। শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে এমন অনেক শিশুরই শব্দের বিষয়ে স্মৃতি খুবই দুর্বল আর তাই যখন কোন নির্দেশ মনে করতে হয়, বা শ্রবণজনিত কোন উদ্দীপনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়, তখন তাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

শ্রবণজনিত উপলব্ধির অন্যান্য ঘাটতিগুলোর মধ্যে আছে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের পথের ঘাটতি, অর্থাৎ আংশিকভাবে শোনা কথা বুঝতে না পারা, শুনতে পাওয়া কথার ক্রমবিন্যাস করা, অর্থাৎ শ্রবণের উদ্দীপনাগুলোকে পরপর মনে করতে পারা, যেমন কোন শব্দের মধ্যেকার বানান, বা বাক্যের ভেতরে সাজানো শব্দ অথবা একসাথে শোনা অনেকগুলো নির্দেশ ইত্যাদি।

3. **হ্যাপটিক উপলব্ধি:** এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে স্পর্শানুভূতি (স্পর্শের অনুভূতি) এবং Kinaeschetic (নড়াচড়া)র মাধ্যমে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। একটি শিশু তার চারপাশের জগৎটাকে চেনার চেষ্টা করে স্পর্শ করে জিনিসপত্র এদিক ওদিক সরিয়ে এবং বস্তুর জমি, তাপমাত্রা, চাপ এবং জ্যামিতিক গঠন থেকে পাওয়া তথ্য থেকে। যাইহোক, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা কিন্তু অনেক সময় স্পর্শ করেও অনেক কিছুর মানে বুঝতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি বৃত্তের আকার যে "গোল" হয়, বা শক্ত/নরম/মসৃণ বা গরম/ঠাণ্ডা এই রকমের ধারণাগুলো সহজে তাদের বোধগম্য হয় না।

4. **অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়জনিত সমস্যা:** অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতার মধ্যে স্থূল অঙ্গ সঞ্চালনাগত দক্ষতা, সূক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালনাগত দক্ষতা, ভারসাম্য, পার্শ্বসঞ্চালনা, দিকনির্দেশনা এবং শরীরের ছবি ইত্যাদি সবই অন্তর্গত।

স্থূল অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা: হাঁটা, লাফানো, আঁকড়ে ধরা, এরকম নানা ক্রিয়াকর্ম এর অন্তর্গত।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা খেলাধূলার সময় অপ্রস্তুত আর আনাড়ির মত ব্যবহার করে, পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁওয়ার মত সহজ শারীরিক কসরতও করতে পারে না। ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে এমন কাজ বা কসরত—যেমন পাটাতনের উপর হাঁটা বা এক পায়ে দাঁড়ান—এগুলো করতে তাদের খুবই অসুবিধা হয়।

সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা: এই ধরনের কাজের মধ্যে পড়ে চোখ আর হাতে নড়াচড়া যেমন কোন ছবি নকল করা বা সূঁচের কাজ, পুঁতির মালা গাঁথা, রং করা বা লেখা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা অনেক সময় এই দক্ষতা অর্জন করতে না পারার কারণে তাদের হাতের লেখা এবং আঁকার উপর এর প্রভাব পড়ে।

পার্শ্বসঞ্চালনা: এটি একটি সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত সঞ্চালনাগত সচেতনতা, যা শরীরের উভয় পার্শ্বেই থাকে। আমরা তখনই দিক নির্দেশনা মেনে চলতে পারি, যখন আমরা জানি বা বুঝি যে বস্তুটি আমাদের বাঁদিকে, ডানদিকে, সামনে, পিছনে, উপরে বা নীচে কোথায় অবস্থিত। যেসব শিশুদের এই বিষয়ে ঘাটতি আছে, তাদের যে কোন নির্দেশ বুঝতে অসুবিধা হয়। যেমন ''আমার ডানদিকের চেয়ারে বসো,'' বা ''এক পা এগিয়ে যাও'' বা ''এই শব্দটার তলায় দাগ দাও''—এই ধরনের নির্দেশ বোঝা তাদের পক্ষে খুবই সমস্যাজনক।

5. **স্মৃতির সমস্যা:** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্মৃতিশক্তি সাধারণতঃ দুর্বল হয়। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন মুখস্থ করার কৌশল বা কোন তথ্যকে অর্থপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কোন তথ্যকে গড়েপিটে নেবার অক্ষমতা স্মৃতিশক্তির ঘাটতির অন্যতম প্রধান উপাদান। এক্ষেত্রে কোথায় যে গণ্ডগোল হচ্ছে, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এক্ষেত্রে খুবই মুশকিল—তবে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় :-

- *যে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুকে চিনতে অসুবিধা (নকশা, বানান, বাক্যের মধ্যে শব্দের বিন্যাস ইত্যাদি)*
- *শ্রবণ সংক্রান্ত বিভেদ বা শ্রবণেন্দ্রিয় সংক্রান্ত বৈষম্য যেসব কাজের জন্য দরকার হয়, সেগুলিতে খারাপ ফল করা*
- *মৌখিক মহড়া/মুখস্থ বলার ক্ষেত্রে কোন কৌশল নিতে হবে, সে বিষয়ে সমস্যা হওয়া।*

6. **শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য:** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পড়তে, লিখতে, অঙ্ক কষতে অসুবিধা হতে পারে। তার মানে অবশ্য এমন নয় যে, যে শিশুটি বানানে কাঁচা, সে অঙ্কেও সমান দুর্বল হবে। স্কুলের কাজ করতে গেলে যে যে ধরনের অসুবিধা তৈরি হতে পারে, সেগুলো এক্কেবারে ছোট্ট বয়সেই তৈরি হয় আর পরবর্তী কালে, যেমন কৈশোরে বা যৌবনেও তা অব্যাহত থাকে যা চলতে থাকে।

পড়তে অসুবিধা (ডিসলেক্সিয়া): ডিসলেক্সিয়া আছে এমন শিশুরা খুব আস্তে আস্তে পড়ে, অনেক সময় অক্ষর, শব্দ এবং সংখ্যাগুলো উল্টোভাবে পড়ে। অনেক সময় শিশুরা পড়তে গিয়ে বইয়ে আছে এমন শব্দ বাদ দিয়ে যায়, আন্দাজ করে পড়ে বা বইয়ে নেই এমন সমস্ত শব্দ জুড়ে দেয়। এদের শব্দের ভাণ্ডার খুবই কম হয় আর বোধগম্যতা অত্যন্ত দুর্বল হয়। ডিসলেক্সিয়া যুক্ত শিশুরা নিজে থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন বস্তুকে উপলব্ধি এবং বিশ্লেষণ করতে পারে না, কোন গল্পের ক্রমবিন্যাস পরপর গুছিয়ে বলতে পারে না, যার ফলে তাদের বোধবুদ্ধি প্রভাবিত হয় আর শব্দের মানেও পুরোপুরি বোঝা যায় না।

লিখতে অসুবিধা (ডিসগ্রাফিয়া): অনেক শিশু, অনেক সময় অক্ষরগুলো সাজাতে অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারে এবং/বা তারা খুব ধীরগতিতে লিখতে পারে। তাদের হাতের লেখা অত্যন্ত অগোছালো হয়, অনেক সময় দুর্বোধ্যও। পড়ুয়াটির সামনের বোর্ড থেকে দেখে দেখে লিখতে, অথবা নিজের নোটবুক

থেকে দেখে লিখতেও অসুবিধা হয়। তারা শব্দগুলো বাদ দিয়ে যায় লেখার সময়, বানান বা উচ্চারণের দিকে প্রায় কোন মনোযোগই দেয় না। এর ফলে মোট শব্দসংখ্যা বা বাক্যের দৈর্ঘ্য অনেক সময়ই কমে যায়। শিশুটি কিছুতেই নিজের চিন্তাভাবনা কাগজে কলমে ফুটিয়ে তুলতে পারে না আর লিখতে অনীহা প্রকাশ করে।

সংখ্যা শেখা নিয়ে সমস্যা (ডিসক্যালকুলিয়া) : সংখ্যা শেখা নিয়ে অনেক শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর সমস্যা দেখা যায়। একদম প্রাথমিক স্তরে পরিমাণের সাথে সংখ্যার সম্পর্ক নির্ণয় করতে তাদের অসুবিধা হয়। সংখ্যাগুলোকে উল্টে লেখার প্রবণতা (যেমন 12কে 21)ও দেখা যায় তাদের মধ্যে। কোন সংখ্যা আগে আর কোনটা পরে, তাই নিয়েও গণ্ডগোল দেখা যায়। আকার, আকৃতি, সময়, ওজন ইত্যাদির বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে গেলে যে ধারণা আর ক্ষমতা দরকার, সেই বিষয়ে তারা দুর্বল। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সাধারণতঃ বাস্তব স্তরে কাজ করতে পারে, কিন্তু যে যে বিষয়ের মধ্যে বিমূর্ত যুক্তিবিচার সংক্রান্ত দক্ষতার প্রয়োজন, তাতে পিছিয়ে পড়ে। উঁচু ক্লাসে অঙ্কের সমাধান করতে এই দক্ষতা খুবই জরুরী।

7. **ভাষাগত বৈকল্য:** কথ্য ভাষা আর শিখন প্রতিবন্ধকতার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ভাষার গঠন বা বিষয়বস্তু দুই-ই অত্যন্ত সীমিত থাকে। কথা বলার সময় বা বাক্য শেষ করার জন্য এইসব শিশুরা হামেশাই নানারকম শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটা শেষ করার জন্য যেমন—''উঁ, উঁ'' বা ''আমি বলতে চাইছি'' ইত্যাদি বা অনেক সময় এরা নিজেদের মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা কথা বলতে গিয়ে ব্যাকরণগত ভুল করে, বা শব্দগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। কেউ কেউ আবার নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট করে বা কথা বলার সময় খেই হারিয়ে ফেললে আগের অবস্থায় ফিরে আসতে খুবই অসুবিধা বোধ করে।

8. **শোনা এবং বোঝার সমস্যা:** শোনা এবং বোঝা—এই দুটোই হল অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া আর এই দুটোর জন্যই চান মনোযোগ, বিভেদ করার দক্ষতা এবং স্মরণশক্তি। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত অনেক শিশুই এটা বোঝেই না যে তাদের কি বলা হচ্ছে। নির্দেশ বুঝতে, বা কোন গল্পে পরপর কি কি ঘটনা ঘটছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে বা কথার ক্রমবিন্যাস বুঝতে তাদের খুবই পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য অসুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- যে সমস্ত শব্দের অনেক রকম মানে হয়, বা যদি শব্দগুলো অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহার হয় সেগুলো বোঝার অক্ষমতা
- সংখ্যার ভাষা বোঝা, প্রবচন, একই শব্দের অনেকগুলো মানে আছে, সেইসব শব্দ বোঝার সমস্যা
- শব্দের খেলা বা হাস্যরস বা কটাক্ষ বোঝার সমস্যা

9. **সামাজিক এবং আন্তর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:** অনেক সময় মনে করা হয় যে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের কোন না কোন সামাজিক সমস্যা আছে। এইসব শিশুদের কেউ সাধারণতঃ কেউ কেউ উদ্বিগ্ন আর নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকে, শিক্ষকদের বা অভিভাবকদের সাথে কথাবার্তা, আদানপ্রদান করতে সমস্যা বোধ করে। আবার অনেকেই আছে, যাদের আচরণগত সমস্যা থাকার কারণে সামাজিকভাবে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে কম দক্ষ। এদের কখনোই কম সম্মানের চোখে দেখে না। এদের মধ্যে অনেক শিশুরই নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে নিতান্ত কম জ্ঞান থাকে নিজেদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকে, বাইরের উদ্দীপনার দ্বারা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয় আর ঠিক সেই কারণেই অনেক বেশি ভুলও করে। নিজেরা যে খুব ভালো ফল করবে, এমন আশাও তারা করে না।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. নীচের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন:

i)	মনোযোগের সমস্যা	ক)	বানান মনে করায় সমস্যা
ii)	উপলব্ধিমূলক	খ)	জ্যামিতিক আকার দেখলে দিশাহারা হয়ে যায়
iii)	অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়জনিত সমস্যা	গ)	মুখে নির্দেশ দিলে বুঝতে পারে না যতক্ষণ না অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বোঝানো হয়।
iv)	স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাভাবনার সমস্যা	ঘ)	সহজেই মনোযোগের ঘাটতি হয়
v)	ভাষাগত সমস্যা	ঙ)	দুর্বোধ্য এবং অগোছালো হাতের লেখা
vi)	শোনার সমস্যা	চ)	কম আত্মবিশ্বাস
vii)	হ্যাপটিক উপলব্ধি	ছ)	ভাবপ্রকাশে অস্পষ্টতা
viii)	সামাজিক এবং আন্তর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য	জ)	ব্ল্যাকবোর্ডে বা ছাপার বইয়ের নির্দিষ্ট শব্দ বা সংখ্যার উপর মনঃসংযোগ

ই2. পার্থক্য নির্দেশ করুন

i) মনোযোগ এবং উপলব্ধি

ii) পার্শ্বসঞ্চালনা এবং দিকনির্দেশনা

iii) স্থূল এবং সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা

iv) অতিসক্রিয়তা এবং স্বল্পসক্রিয়তা

2.4 শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ

কোন শিশুর শিখন সমস্যা কেন হয়, এটা বোঝা খুবই সমস্যাজনক। যাইহোক, শিখন প্রতিবন্ধকতার অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে বলে মনে করা হয়। এই প্রতিবন্ধকতার কারণগুলোকে সাধারণতঃ পাঁচটা বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—উপলব্ধিমূলক, স্নায়ুজনিত, বংশগত, প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত।

2.4.1 উপলব্ধিমূলক

দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, চলাফেরা এবং উপলব্ধির ঘাটতি এবং এই সবগুলির মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ফলে শিশুদের মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়।

উপলব্ধিমূলক পদ্ধতি: এই শব্দটির মাধ্যমে উপরে উল্লেখ করা সবকটি ধরনের ঘাটতিকেই বোঝানো হয়। কিছু কিছু পড়ুয়ার শিখন পদ্ধতির জোরের এবং দুর্বলতার জায়গাগুলো পছন্দসই পদ্ধতি এবং অপছন্দের পদ্ধতির সাথে সরাসরি যুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোন কোন পড়ুয়া হয়তো সবচেয়ে ভালো শিখতে পারে চোখে দেখে, আবার অন্য কেউ হয়তো কানে শুনে বা স্পর্শের মাধ্যমে ভালো শিখতে পারে। এছাড়াও, নির্দিষ্ট কিছু উপলব্ধিজনিত পদ্ধতি হয়তো শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপর্যাপ্ত বলেও গণ্য হতে পারে।

উপলব্ধিজনিত চাপ: এমন কিছু কিছু শিশু আছে, যারা অন্যান্য পদ্ধতি থেকে পাওয়া তথ্য গ্রহণ করা এবং সমবেত করা—এই দুটো কাজ একসাথে করতে সমস্যার মুখোমুখি হয়। পড়ুয়ার উপলব্ধিগত বোধের উপর মাত্রা অতিরিক্ত চাপ (মস্তিষ্কের উপর অতিরিক্ত চাপ) পড়ার কারণে সে দিশাহারা হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, টেপ রেকর্ডারে শুনে যখন কোন পড়ুয়াকে পাঠ্য অংশ পড়তে বলা হয় (কানে শোনা আর দৃষ্টিজনিত উদ্দীপনা), তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এটি তার উপলব্ধিগত গঠনতন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে হয়। মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়লে পড়ুয়াদের মধ্যে নানা লক্ষণ দেখা যায়—যেমন কোন নির্দেশ মানতে বিরোধিতা করা, মনোযোগের সমস্যা, দুর্বল স্মরণশক্তি, মেজাজ হারানো ইত্যাদি।

ক্রস-মোডাল উপলব্ধি ও আন্তঃসংবেদী সমন্বয়: ক্রস মোডাল উপলব্ধি অন্যান্য পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া কতগুলি উপলব্ধির সংমিশ্রণ যা স্মৃতিশক্তি এবং সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতার সাথে যুক্ত। কিছু কিছু শিখন পদ্ধতিতে পড়ুয়াদের এক ধরনের উপলব্ধি থেকে অন্য ধরনের উপলব্ধিতে যেতে সক্ষম হবার কথা। যেমন, পড়ার ক্ষেত্রে অক্ষরের ছবির সাথে তার ধ্বনি (শ্রবণের সমতুল্য) কেমন হতে পারে, পড়ুয়াদের এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারার কথা। আন্তঃসংবেদী সমন্বয় বলতে বোঝানো হয় যখন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন সংবেদনশীল শব্দ একইসাথে গ্রহণ করতে পারে। কিছু কিছু উপলব্ধিগত সমস্যা তৈরি হয় পড়ুয়ারা যখন আন্তঃসংবেদী প্রক্রিয়াগুলোকে সমন্বয় করতে অক্ষম হয় (যেমন কানে শোনা কোন আওয়াজের সাথে তার ছবিকে মেলাতে পারে না)।

সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা: কোন কোন পড়ুয়ার উপলব্ধির ধরন হল উদ্দীপনাকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা। যারা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে, তারা বস্তুকে পুরোপুরি দেখতে পায়, আর যারা আংশিক উপলব্ধি করে তারা বস্তুর খুঁটিনাটির দিকে নজর দেয়। শিক্ষাকক্ষে শিখন পদ্ধতিতে আংশিক এবং সামগ্রিক, দুই ধরনের উপলব্ধিই সমান জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পড়ার ক্ষেত্রে, পড়ুয়াদের আংশিক থেকে সামগ্রিক এই দুই উপলব্ধির মধ্যে যাতায়াত করতে হতেই পারে—সেটা নির্ভর করবে কোন শব্দ তারা পড়ছে, তার উপর। একটা শব্দের একটি অংশ দেখে পুরো শব্দটাকে চিনে নিতে পারে আংশিক উপলব্ধিকারীরা। অন্যদিকে, সামগ্রিক উপলব্ধিকারীরা ছোট ছোট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলোকে উপেক্ষা করে যেতে পারে—যেমন money এবং merry বা horse এবং house এবং দুইয়ের মধ্যে সঠিক বিভেদ না-ও করে উঠতে পারে। এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা সংখ্যাগত বিভ্রান্তিও ঘটাতে পারে।

2.4.2 স্নায়ুঘটিত

স্নায়ুঘটিত ক্ষতিকে শিখন প্রতিবন্ধকতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয়। এই ধরনের ক্ষতি মস্তিষ্কে আঘাত বা সংক্রমণ বা জন্মের আগে বা জন্মের সময় বা জন্মের পরে কোন জটিলতার কারণে হতে পারে। স্নায়ুঘটিত ক্ষতির ধরন বা পরিসর, দুটো বিষয় বোঝাটাই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেটাই হোক না কেন, এটি *মস্তিষ্কের ন্যূনতম ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া।* ইলেকট্রোএনসিফ্যালোগ্রাম (ই.ই.জি) রিপোর্টের মাধ্যমে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষতির কিছু কিছু প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অসমতা, ধীর প্রতিক্রিয়া এবং মধ্যকপাল অংশে "তীব্র বা তীক্ষ্ণ তরঙ্গ।" মস্তিষ্কের ক্ষতি অনেক কারণে হতে পারে, যেমন পার্শ্বসঞ্চালনা, আকার, স্থান, ক্ষতের কার্যকারী প্রতিনিধি এবং তার সাথে সাথে ক্ষত হবার সময় ব্যক্তির

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

বয়স। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে *পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবার প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়া* এবং *স্নায়ুঘটিত অপরিপক্কতার লক্ষণ* দেখা যায়—যেমন ভাষার দক্ষতা অর্জনে, অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতা প্রকাশের বিলম্ব, দৃষ্টিজনিত সমস্যা, অপূর্ণ বা মিশ্র আধিপত্য, ডান-বাঁ দিকের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা, বৌদ্ধিক পরিমাপের হিসেবে কর্মক্ষমতায় একরকম দক্ষতা না দেখাতে পারা, ইত্যাদি। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্নায়ুর বিকাশের ক্ষেত্রে বিলম্ব, যেমন মায়ালিনাইজেশন প্রক্রিয়া (মায়ালিন স্তর মস্তিষ্ক/নিউরনকে ঢেকে রাখে আর ইলেকট্রো রাসায়নিক সংযোগ এবং সুরক্ষার উপাদান হিসেবে কাজ করে), ঘটতে বেশি সময় নেয়। এছাড়া মাইএলিনেটের শেষ ক্ষেত্রে হিসাবে রয়েছে কৌণিক জাইরাস, যা পড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

2.4.3 বংশগত

শিখন প্রতিবন্ধক শিশুদের জন্ম সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা নানা রকম তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু বেশির ভাগ গবেষণাই বলে যে, এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণ বংশগত। যদিও শিখন প্রতিবন্ধকতা এবং বংশগত কারণের সরাসরি সম্পর্ক কতটা, বা কেমন, তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তবুও একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। একই রকম দেখতে দুই যমজ শিশুর (একই ভ্রূণ থেকে সৃষ্ট) মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি দেখা যায়, আলাদা দেখতে দুই যমজ শিশুর চেয়ে (যারা দুটি আলাদা ভ্রূণ থেকে সৃষ্ট)। যে সমস্ত শিশুদের যৌন ক্রোমোজোম এর গোলযোগ আছে, তাদের মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতা অনেক বেশি মাত্রায় দেখা যায়। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, বংশগত দিক শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হবে, এমনটা নয়, কারণ পরিবেশ সমস্ত বংশগত প্রভাবকে প্রশমিত করতে পারে।

2.4.4 প্রাকৃতিক

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ, স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণ আর নিউরনের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাঠানো—এই সব বিষয়ে প্রাকৃতিক কারণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। *অপুষ্টির* কারণে অনেক সময় মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হতে পারে। খাদ্যের গুণগত মান কম হলে বা প্রবল অপুষ্টির কারণে শিশুর শরীরের আন্তঃসংবেদী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তার শিখন ক্ষমতা কমে আসে আর বিকাশও হয় অতি ধীরে। শরীরে অতিরিক্ত বা অত্যন্ত কম মাত্রায় *জৈব রাসায়নিক পদার্থের* উপস্থিতি শিশুর *জৈবিক ভারসাম্য* নষ্ট করে দেয়। সেরোটোনিন এবং ডোপামাইন (মস্তিষ্কের স্নায়ুর কাছে বার্তাপ্রেরক)-এর মতো জৈব হরমোনগুলির নিঃসরণ আর বিপাক সম্বন্ধীয় বৈকল্যের সাথেও শিখন প্রতিবন্ধকতার কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। অনেকের মতে, শিশুরা খায় এমন কিছু কিছু কৃত্রিম *খাদ্য সংযোজক* যেমন খাবারের কৃত্রিম রং বা গন্ধও তাদের অতিসক্রিয়তা ও শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাইপোগ্লসেমিয়া (রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়া) অপুষ্টি, শর্করা, ডিম, গম, চকোলেট জাতীয় খাবারের প্রতি বিতৃষ্ণা—এগুলোও শিখন প্রতিবন্ধকতার সম্ভাব্য কিছু কারণ বলে তারা মনে করেন।

2.4.5 পরিবেশগত

যে কোন কারণ, যা স্নায়ুঘটিত সমস্যা ঘটাতে পারে, সেই সমস্ত কারণই শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে, যেমন দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের যে কোন ধরনের তীব্র আঘাত, অপুষ্টি আবেগজনিত স্থিরতার অভাব বা শিস পেন্সিল, পারদ, এই রকম কোন কিছু মুখে দেওয়া ইত্যাদি।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই3. নীচের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন:

i)	মস্তিষ্কের অত্যাধিক উদ্দীপনা	ক)	আন্তঃসংবেদী সমন্বয়
ii)	মস্তিষ্কের ন্যূনতম ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া	খ)	বংশগত
iii)	সেক্স (যৌন) ক্রোমোজোম	গ)	ক্রস মোডাল উপলব্ধি
iv)	সীসা মুখে দেওয়া	ঘ)	উপলব্ধির উপর অত্যাধিক চাপ
v)	কানে শুনে সেটিকে ছবির মত করে মনে করা	ঙ)	স্নায়ুজনিত কারণসমূহ
vi)	অক্ষরের আকারের সাথে তার ধ্বনিকে মেলানো	চ)	পরিবেশগত কারণসমূহ

ই4. নীচের সম্ভাব্য কারণগুলির সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করুন—উপলব্ধিগত, স্নায়ুজনিত, বংশগত, প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত কারণ

i) রক্তের নমুনা পরীক্ষা.....

ii) ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণ.....

iii) পুষ্টিজনিত পরীক্ষা.....

iv) দৃষ্টি-অঙ্গ সঞ্চালনার ক্ষমতা.....

v) কোমল চিহ্নসমূহ.....

2.5 শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকার

2.5.1 ডিসলেক্সিয়া

ডিসলেক্সিয়া একটি নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সঠিক এবং/বা সাবলীলভাবে শব্দ চেনার সমস্যা, দুর্বল বানানের ধারণা এবং পাঠোদ্ধার করার সমস্যা। এই সমস্যাগুলো ভাষার ধ্বনিগত উপাদানের খামতির কারণে ঘটে। এই খামতিগুলো অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতা এবং শ্রেণীকক্ষে দেওয়া কার্যকরী নির্দেশগুলোর সাথে অনেক সময়ই মেলে না। আর গৌণ উপাদানগুলোর মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে এমন কোন অনুচ্ছেদ পাঠ করার সমস্যা, এবং ধীরে ধীরে পড়ার অভিজ্ঞতা, যা শব্দভাণ্ডার আর জ্ঞান বাড়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

ডিসলেক্সিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটির ধরণ: ডিসলেক্সিয়া যুক্ত শিশুরা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটির ধরন প্রকাশ করে, যা বড় হলেও থেকে যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য/ভুলভ্রান্তি	বিবরণ
পড়ার অভ্যাস	
উত্তেজনাপূর্ণ নড়াচড়া	ভ্রূকুটি করা, ছটফট করা, উঁচু গলায় কথা বলা, ঠোঁট কামড়ানো
নিরাপত্তাহীনতা	পড়তে না চাওয়া, কাঁদা, শিক্ষকদের মনোযোগ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা
জায়গা ভুলে যাওয়া	ঘনঘন জায়গা ভুলে যাওয়া (পুনরাবৃত্তি করার সাথে জড়িত)
মাথা এপাশ ওপাশে ঘোরানো	মাথা ঝাঁকুনি দেওয়া
যে কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরা	বিচ্যুত হওয়া (15-18 ইঞ্চি)
শব্দ চেনার ত্রুটি	
শব্দ বাদ দিয়ে দেওয়া	কোন না কোন শব্দ বাদ দিয়ে যাওয়া (যেমন—টম একটি বেড়াল দেখেছিল)
শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া	বাক্যের মধ্যে শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া (যেমন—কুকুরটি বেড়ালটির পিছনে জোরে ছুটল)
পরিবর্ত	একটি শব্দকে অন্য শব্দ দিয়ে বদলে দেওয়া (যেমন—houseএর বদলে horse)
বিপরীত	শব্দের অক্ষর উল্টে দেওয়া (onএর বদলে no, wasএর বদলে saw)
পুনরাবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তন	খুব ধীর, অনিশ্চিতভাবে পড়া—কারণ একই কথা ঘুরে ফিরে আসে
ভুল উচ্চারণ	শব্দ ভুল উচ্চারণে পড়া (মিস্টারকে মিসার বলা)
স্থানান্তর	শব্দগুলো ক্রমে পড়া (মেয়েটি পালিয়ে গেল-এর পরিবর্তে মেয়েটি গেল পালিয়ে পড়া)
শব্দ অচেনা/অজানা	অচেনা শব্দ উচ্চারণ করার আগে 5 সেকেন্ড ইতস্তত করা
ধীরে ধীরে, কেটে কেটে পড়া	শব্দগুলোকে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি চিনতে না পারা (20-30 শব্দ/মিনিট)
বোঝার ভুল	
প্রাথমিক তথ্যগুলো মনে করতে না পারা	নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলে কোন একটা অনুচ্ছেদের থেকে জিজ্ঞাসা করা নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারা
ক্রমবিন্যাস মনে করতে না পারা	কোন গল্প পড়া হলে, কোনটার পর কোনটা হবে, সেটা বলতে না পারা

মূল বিষয়বস্তু মনে করতে না পারা	গল্পের মূল বিষয়বস্তু মনে করতে না পারা
বিবিধ	
প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে পড়া	থেমে থেমে, কেটে কেটে পড়া এবং খুব কষ্ট করে পড়া (নিজেদের চিন্তাভাবনার মধ্যে দলবদ্ধ শব্দকে যুক্ত করার প্রচেষ্টাই না করা)
ধ্বনি মিশ্রণ	ধ্বনিকে আলাদা করা, ধ্বনি আর শব্দকে মেলাতে অসুবিধা বোধ করা
স্মৃতির দক্ষতা	শব্দ, অক্ষর বা ধ্বনি মনে রাখতে সমস্যা বোধ করা
চাপা, উচ্চ কণ্ঠস্বর	স্বাভাবিক স্বরে কথা বলার বদলে খুবই উচ্চগ্রামে কথা বলা
অপর্যাপ্ত বাক্যাংশ	শব্দগুলোকে অনুপযুক্তভাবে একসাথে করে বলা [কুকুরটি জঙ্গলের মধ্যে (একটু থেমে) দৌড়ে গেল]

2.5.2 ডিসগ্রাফিয়া

লিখিত ভাষা বোঝার সমস্যাকে বলা হয় ডিসগ্রাফিয়া। এই সমস্যা মূলত তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায় *(1) হাতের লেখা (2) বানান এবং (3) বিষয়বস্তু।* খারাপ হাতের লেখা, বানানের মধ্যে কোন সংহতি না থাকা এবং এলোমেলোভাবে অক্ষর সাজানো। বিদ্যালয় পড়ুয়া প্রায় প্রতিটি শিশুর মধ্যেকার এই সমস্যাগুলোর বিষয়েই শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। সেই কারণে ডিসগ্রাফিয়াযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করতে গেলে খুব সাবধানে এই বিষয়ে পরীক্ষা করা আর এই সমস্যার ধরন এবং তীব্রতাকে বোঝা খুবই জরুরি।

1. ***এলোমেলো হাতের লেখা:*** বেশিরভাগ শিখন প্রতিবন্ধক শিশু লিখতে অত্যন্ত অপছন্দ করে, আর তাই লেখার কাজটা তার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। কিছু কিছু সাধারণ হাতের লেখার ত্রুটি নীচে বর্ণনা করা হল:

ত্রুটি	শারীরিক দিক	খারাপ হাতের লেখার কারণ
অত্যন্ত বাঁকা	শরীরের খুব কাছে হাত নিয়ে এসে লেখা বুড়ো আঙুল খুব শক্ত আঙুল থেকে পেনের নিবটা অনেক দূরে রাখা খাতার পাতা ভুল দিকে ধরা ভুল দিকে আঁচড় কাটা	• লেখা শেখার দক্ষতা না থাকা এবং সূক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব • দুর্বল অঙ্গসঞ্চালনার নিয়ন্ত্রণ (সাঁড়াশি জাতীয় জিনিস ধরতে অসুবিধা যা সাধারণত আনাড়ি শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়) • ব্যবধান (কতটা ব্যবধান হবে, তার জ্ঞান না থাকা—যেমন walesএর জায়গায় w_ales লেখা • দিক সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা—যেমন 'a'কে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে লেখা; 3কে ঘড়ির কাঁটার দিকে লেখা
একদম সোজা লেখা	শরীর থেকে হাত অনেক দূরে রাখা	

	পেনের নিব আঙুলের খুব কাছে ধরা তর্জনী পেনের উপর খাতার কাগজ ভুল দিকে ধরা	• খুব দুর্বল দৃষ্টিজনিত স্মৃতিশক্তি এবং দুর্বল দৃষ্টিজনিত • মানসিক সমস্যা (উত্তেজনা—যার থেকে শিশুদের মধ্যে রাগ, ভাঁড়ামো ইত্যাদি ঘটতে থাকে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ঘনঘন হাই তোলা, যা মানসিক ক্লান্তি, নিরাশা, রাগ বা হাস্যাস্পদ হবার ভয়—ইত্যাদির ইঙ্গিত) • গতি (শিক্ষকদের বুঝতে হবে শিশুটি কতক্ষণ ধরে বা কতটা লিখতে পারবে তার বয়স অনুযায়ী। যখন লেখার গতি প্রভাবিত হবে, তখন অক্ষরের আকারও প্রভাবিত হবে।) • শারীরিক কারণ (স্নায়ুজনিত অবস্থা, দৃষ্টি এবং শ্রবণজনিত অবস্থা) • অত্যন্ত কম মনোযোগের পরিসর • বিকৃত অক্ষর-দিক নিয়ে দ্বন্দ্ব, কোন অক্ষর স্বাভাবিকভাবে লেখা শুরু করতে, চালিয়ে নিয়ে যেতে বা শেষ করতে না পারা • দ্বিধা—পেন হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় সাবলীলতা নষ্ট হয়ে যাওয়া • যে ধরনের কাজ শিশুটির কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে তার সাথে তার বয়স না মেলা • অক্ষরের আকারগুলো অসমান আর আলাদা আলাদা রকমের • পরিবর্তন করা অর্থাৎ অগোছালো
জোরে চাপ দিয়ে লেখা	তর্জনী খুব জোরে চেপে ধরা ভুল পেন ব্যবহার করা পেন যেখানে থাকে তার ব্যাস খুব ছোট	
হাতের লেখা খুবই হালকা	পেন হয় খুব সোজা করে, নয়তো খুবই বাঁকিয়ে ধরা পেনের গোলাকৃতি ছোট্ট ছিদ্রটা একপাশে ঘোরানো পেন যেখানে থাকে তার ব্যাস অনেক বড়	
হাতের লেখা খুবই কোণাকুণি	বুড়ো আঙুল খুবই শক্ত পেনটি খুব হালকাভাবে ধরা নড়াচড়া খুবই ধীরে	
এবড়ো খেবড়ো হাতের লেখা	স্বাধীনভাবে বা খোলামেলাভাবে নড়াচড়া করতে পারে না হাতের নড়াচড়া খুবই আস্তে পেন আঁকড়ে ধরা অস্বচ্ছন্দ বা ভুল বসার ভঙ্গী	
অক্ষরের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান	পেন ডানদিকে খুব বেশি তাড়াতাড়ি সরে যায় অত্যাধিক পার্শ্বসঞ্চালনা	

2. *বানানের সমস্যা:* পড়ার সমস্যার সাথে সাথে বানানের সমস্যা সবসময় থাকে। আর থাকে হাতের লেখার সমস্যা। বানান হল অত্যন্ত জটিল, ভাষাগত একটি দক্ষতা। বানান দৃষ্টি বা স্থান সংক্রান্ত দক্ষতা নয়, এটি বিভিন্ন রকমের ভাষাগত উপাদান যেমন ধ্বনিতত্ত্ব (ধ্বনির সচেতনতা), লেখ্যভাষা (লিখিত ভাষা) শব্দার্থ (শব্দের মানে) এবং রূপকল্প ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি (অর্থপূর্ণ অক্ষর সম্পর্কে সচেতনতা)

3. *লিখিতরূপে প্রকাশ করা:*

- লেখ্যভাষার বিষয়বস্তু অন্যের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে পরিষ্কার কল্পনাশক্তি বা দুর্দান্ত সব ধারণা থাকলেও অনেক সময় তারা এমন অনেক কিছু লেখে যা খুবই অপরিণত, অগোছালো।
- লিখতে গেলে বিশেষ বিশেষ কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যেমন পরিকল্পনা করা, গোছানো, বারবার করে নিজের লেখা পড়ে দেখা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীরা বাক্যগঠন করতে বা শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ ব্যবহার করতে সমস্যা বোধ করে আর তাই বানান আর লেখার পদ্ধতিতে বার বার ভুল করে।
- লেখাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় লেখা সংক্রান্ত যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞানের অভাবে (কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কি করে একটা বিষয়কে গড়ে তোলা যায়, ইত্যাদি) ভালোভাবে লিখতে পারে না। তখন তাদের অকার্যকরী এবং অপটু লেখক বলে বিবেচনা করা হয়।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের কোন কিছুকে প্রক্রিয়াকরণ করতে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে এবং তার ফলে তাদের মৌখিক পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়। তারা কথা বলতে গিয়ে কথা খুঁজে পায় না। এটা খানিকটা হয় যেহেতু তাদের শব্দের ভাণ্ডার যথেষ্ট পরিপূর্ণ থাকে না ফলে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতে দেরী হয় সেই কারণে অথবা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে।

2.5.3 ডিসক্যালকুলিয়া

অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে হওয়া সমস্যাকে ডিসক্যালকুলিয়া বলা হয়, যার উৎস মস্তিষ্কের গঠনগত সমস্যা, যা সাধারণ মানসিক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত না করেই হয়। এমন হতেই পারে যে কোন পড়ুয়া অঙ্কে খুবই কাঁচা, কিন্তু সে এমনিতে খুবই বুদ্ধিমান।

ডিসক্যালকুলিয়াকে নীচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:-

- *মৌখিক ডিসক্যালকুলিয়া:* গণিতের ভাষা এবং প্রতীকগুলো মৌখিকভাবে বলা নিয়ে সমস্যা।
- *ব্যবহারিক ডিসক্যালকুলিয়া:* আকৃতিতে আলাদা এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা বা বস্তুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরতে পারায় অক্ষমতা।
- *আভিধানিক ডিসক্যালকুলিয়া:* সংখ্যা, চিহ্ন, বাহুসংখ্যা একসাথে পড়তে পারার সমস্যা।
- *চিত্র সংক্রান্ত ডিসক্যালকুলিয়া:* চিহ্ন দেখে দেখে লেখা বা শুনে শুনে সংখ্যা লেখায় সমস্যা।
- *মতাদর্শগত ডিসক্যালকুলিয়া:* মানসাঙ্ক করা বা গণিত সংক্রান্ত কোন ধারণা বোঝার সমস্যা।
- *প্রয়োগ সংক্রান্ত ডিসক্যালকুলিয়া:* সহজ যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি অঙ্ক করতে বা সময়ে শেষ করতে অসুবিধা হওয়া।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

প্রতিটির যথাযথ গাণিতিক পরিভাষা বুঝতে না পারা ইত্যাদি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিসগ্রাফিয়ার বহু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বুঝতে অসুবিধা হওয়া, স্মৃতিশক্তি কম থাকা, ভাষা, অঙ্গসঞ্চালনা, পড়া, যুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া।

শিখন প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ		গণিতের ক্ষেত্রে সমস্যা
বোঝার বা উপলব্ধি করার অসুবিধা	সংখ্যার ক্ষেত্রে	কাজ করার খাতায় ক্রমাগত জায়গা হারিয়ে ফেলা একপাতার মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা অনেক সংখ্যা দিয়ে তৈরি অঙ্ক পড়তে অসুবিধা
	বিভেদ করা	সংখ্যা আলাদা করতে পারা (যেমন—6-9, 2-5 অথবা 17-71), পয়সা, কাজ করতে গেলে সবসময় ব্যবহার্য চিহ্ন বা ঘড়ির কাঁটা ইত্যাদি সমস্যা
	স্থান সংক্রান্ত	আকার বা অঙ্কের সমস্যা নকল করার অসুবিধা পাতায় সোজা করে, সরল রেখায় লেখা আগে-পরের ধারণা, যার ফলে সময় বা পাটিগণিতের অন্যান্য দিক সংক্রান্ত অঙ্ক নিয়ে সমস্যা। এগুলো ধরা পড়ে উপর-নীচের যোগ বা ডান-বাঁ-দিকের অঙ্ক করতে গিয়ে। গুণ, ভাগ-এর অঙ্কে পাশাপাশি সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়েও সমস্যা হয়। দশমিকের বিন্দু সঠিক স্থানে বসাতে সমস্যা নকশা আর সেট-এর মধ্যে স্থানের ব্যবধানের হেরফের বুঝতে না পারা সারিবদ্ধ সংখ্যা বুঝতে সমস্যা ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝায় অসুবিধা
স্মৃতি	স্বল্পমেয়াদী	গণিত সংক্রান্ত তথ্য মনে রাখা সংখ্যা বিন্যাসের প্রত্যেকটি ধাপ মনে রাখা চিহ্ন বা সংকেতের অর্থ মনে রাখা
	দীর্ঘমেয়াদী	গণিত সংক্রান্ত তথ্য মনে রাখার সমস্যা পর্যালোচনা বা মিশ্র অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমস্যা—যেমন সংখ্যাবিন্যাসের ধাপগুলো মনে রাখা।
	ধারাবাহিকতা	যুক্তিসংগতভাবে গণনা করা অনেকগুলো ধাপ আছে, এমন অঙ্কের সব কটি ধাপ পুরো শেষ করা অনেকগুলো ধাপ আছে, এমন অঙ্ক সমাধান করার সমস্যা

ভাষা	গ্রহণযোগ্যতা	অঙ্কের ভাষা বোঝার সমস্যা—গণিত এবং তার মানে এই দুটোকে একসাথে বোঝা (যেমন—বিয়োগ, যোগ, ভাজ্য, পুনঃসংগঠিত করা, গুণনীয়ক, স্থানিক মূল্য) অনেক মানে আছে এমন শব্দ বোঝা (যেমন—বয়ে নেওয়া, গুণ করা)
	প্রকাশ করা	অঙ্কের পরিভাষা পাটিগণিতের মৌখিক অনুশীলনগুলো করায় সমস্যা সংখ্যাবিন্যাস বা কোন সমস্যার অঙ্কের ধাপগুলো মৌখিকভাবে প্রকাশ
ব্যবহারিক ধরন	আবেগপ্রবণ	গোনার সময় অসতর্ক থাকায় ভুল করা মৌখিক অনুশীলনগুলির সময় দ্রুত এবং ভুল উত্তর দেওয়া যদি বলা হয় সমস্যাটি আরো একবার শুনতে বা দেখতে, তখন উত্তরটা শুধরে নেওয়া সমস্যা সমাধান করতে বিশদভাবে অংশগ্রহণ করার সমস্যা
	স্বল্প মনোযোগ	সময়মতো কাজ শেষ করার সমস্যা অনেকগুলি ধাপের গণনা করায় সমস্যা সমস্যা সমাধান করতে শুরু করে শেষ করতে না করেই অন্য অঙ্ক শুরু করে দেওয়া প্রায়ই কাজ না করে বসে থাকা
	অধ্যবসায়	একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে চলে যাওয়া (যেমন—যোগ থেকে বিয়োগ) খুব আস্তে আস্তে কাজ করা বা একই কাজ বার বার করা
শ্রবণজনিত		মৌখিক অনুশীলন মৌখিক শব্দজনিত সমস্যা ক্রমবিন্যাসের উপর থেকে গণনা করা কানে শুনে সংখ্যা লেখা বা কোন কাজ করা সংখ্যার বিন্যাস শোনা

পড়া	অঙ্কের পরিভাষা বোঝা সমস্যার অঙ্ক করা
যুক্তি	সমস্যার অঙ্ক করা আকারের, পরিমাণের, চিহ্নের (যেমন >, <, X =) মধ্যেকার তুলনা গণিতের ধারণা আর কাজকর্মগুলোর বিমূর্ত স্তর সংক্রান্ত সমস্যা
অঙ্গসঞ্চালনা	সংখ্যাগুলো সময়মতো, নির্ভুলভাবে আর পরিষ্কার করে লেখা ছোট জায়গায় সংখ্যা লেখা (বড় বড় করে লেখা)

2.5.4 ডিসপ্র্যাক্সিয়া

অভ্যাস, বা অঙ্গসঞ্চালনার পরিকল্পনা একটি অদ্বিতীয় মানবিক কাজ, যা নিজের শরীরের সম্পর্কে বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে, এবং এটি বাইরের জগতের সাথে যুক্ত এবং সেখানেই কাজ করে। এই ধরনের বোঝাপড়া যথাযথ এবং পর্যাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে আর স্পর্শ, শরীরের স্বয়ংক্রিয়তা, শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদির মাধ্যমে এর প্রক্রিয়াকরণ হয়। ডিসপ্র্যাক্সিয়া বলতে পরিকল্পনা করতে না পারা এবং দক্ষতার সাথে অঙ্গসঞ্চালনা করতে না পারার সমস্যা। অঙ্গবিন্যাস, যা স্বয়ংক্রিয় এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, বা বিশেষ কিছু কিছু নড়াচড়া, যেমন হামাগুড়ি দেওয়া এবং হাঁটা—যেগুলো মানুষের বৃদ্ধির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং কিছু কিছু দক্ষতামূলক কাজ, যদি তাতে সামান্য বদল হয়, তাহলে ডিসপ্র্যাক্সিয়াযুক্ত শিশুদের সামনে বিশাল সমস্যা সৃষ্টি হয়। এইসব শিশুরা নিজেদের অক্ষমতার কারণে পরিবেশের উপর কোন এই অবস্থায় প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। এই অবস্থায় সে নিজেকে ক্ষমতাহীন আর অন্যের বশবর্তী বলে মনে করে, নিজেকে মানুষ বলেই গণ্য করে না, হীনমন্যতায় ভোগে, কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এড়িয়ে যায়, কল্পনা শক্তিরও খামতি দেখা যায় তাদের মধ্যে। ডিসপ্র্যাক্সিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোকে নীচে বর্ণনা করা হল:-

1. যেখানে অঙ্গসঞ্চালনাগত পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেখানে আগে শেখেনি এমন যে কোন দক্ষতা করে দেখানোর সমস্যা

2. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা-কখনো স্পর্শজনিত, কখনো শ্রবণজনিত, কখনো বা নড়াচড়া সংক্রান্ত।

3. কমজোরী পেশী, সাধারণতঃ এদের সম্প্রসারণকারী পেশীর তুলনায় নমনীয় পেশী দুর্বল হয় বেশী। নমনীয় পেশী বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় দক্ষতার সাথে করতে হবে এমন কাজের জন্য বা শরীরকে বাঁকানোর জন্য অন্যদিকে সম্প্রসারণকারী পেশী দ্বারা শরীরের অবস্থান বা অঙ্গবিন্যাসের কাজ হয়।

4. সাধারণভাবে অত্যন্ত দুর্বল সমন্বয়শক্তি, দুর্ঘটনাপ্রবণ, অগোছালো চলাফেরা। যে কোন নতুন দক্ষতা অর্জন করতে গেলে শিশুটি অত্যাধিক মনোযোগ দেখায়। চলাফেরার ক্ষেত্রে ভ্যাবাচ্যাকা আর অপটু ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

5. আবেগজনিত অস্থিরতা, সহজেই নিরাশ হয়ে যাওয়া, যে কোন পরিবর্তনের প্রতি অনীহা।

6. শারীরিক বিকাশ স্বাভাবিক হলেও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া যেমন জামাকাপড় পড়া বা খেলনা, যেমন ব্লক বা পাজ্‌ল সঠিকভাবে সাজানো, দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ার প্রবণতা বারবার চোখে পড়ে, বিশেষতঃ শিশুটি যখন যৎসামান্য দক্ষতা অর্জন করে কঠিন পরিশ্রম আর বারবার অনুশীলনের দ্বারা।

2.5.5 অ-মৌখিক শিখন প্রতিবন্ধকতা (NVLD—নন ভার্বাল লার্নিং ডিসএবিলিটি)

NVLD শব্দটি আসলে খুবই বিভ্রান্তিকর। NVLD যুক্ত শিশুরা মুখে খুবই কথা বলে, কিন্তু তাদের সমস্ত অসুবিধা অ-মৌখিক ক্ষেত্রে। *NVLD একটি স্নায়ুঘটিত ঘাটতি যা মস্তিষ্কের সঠিক অংশটিতে কাজ না করার কারণে বিকাশের ক্ষেত্রে খামতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় যখন তারা বুদ্ধির পরীক্ষায় মৌখিক আর কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে যথাক্রমে বেশি আর কম নম্বর পায় আর তাদের অঙ্গসঞ্চালনা, দৃষ্টি-স্থানিক* এবং সামাজিক দক্ষতাতে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। NVLD শিখন, পড়া, সামাজিক এবং আবেগজনিত সমস্যার সংমিশ্রণ। এই সমস্ত শিশুরা খুব দ্রুত কথা বলতে এবং শব্দভাণ্ডার আয়ত্ত করতে শেখে, এদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়, তারা পড়তে শেখে এবং খুব ভাল বানান করে, নিজেকে মৌখিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাও এদের খুবই ভাল আর কানে শুনে মনে রাখার ক্ষমতাও প্রবল। এ সত্ত্বেও এই শিশুদের মধ্যে সমস্যা আর ঘাটতির চারটি মূল বিভাগ দেখা যায়:-

1. ***অঙ্গসঞ্চালনা :*** সমন্বয়ের অভাব, ভারসাম্য বজায় রাখায় সমস্যা, এবং grapho-motor দক্ষতার অভাব।
2. ***দৃষ্টিজনিত-স্থানজনিত-সাংগঠনিক :*** ছবি মনে রাখতে না পারা, দৃশ্য মনে করতে না পারা, স্থান সম্পর্কে ভুল বোঝা, কাজ শেষ করতে অসুবিধা, স্থানজনিত সম্পর্ক নিয়ে বিভ্রান্তি।
3. ***সামাজিক :*** অমৌখিক সংযোগ বা যোগাযোগ বুঝতে না পারা, এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে যাওয়া বা নতুন পরিস্থিতি মানিয়ে নেবার অসুবিধা, সামাজিক আদানপ্রদান বা সামাজিক বিচার করতে পাওয়ার অক্ষমতা।
4. ***ইন্দ্রিয়গত :*** যে কোন ধরনের ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত। যেমন—দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, রসনা বা ঘ্রাণ সংক্রান্ত।

NVLD-র বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- NVLD যুক্ত শিশুদের মধ্যে ভাষাগত দক্ষতা দেখা যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো প্রথমদিকে কথা বলার ক্ষেত্রে দেরি করতে পারে, কিন্তু এরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায় এবং পরের দিকে প্রচুর কথা বলে, এমনকি অতিরিক্ত বাচাল হয়ে ওঠে।
- NVLD যুক্ত শিশুদের শব্দ চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না, বানান বা মৌখিকভাবে পড়তেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না। অক্ষর চিনতে হয়তো তাদের একটু দেরি হতেও পারে, কিন্তু তারা শব্দ উচ্চারণে যথেষ্ট দক্ষ হয়।
- পড়া এবং বোঝার ক্ষেত্রে এরা দুর্বল, বিশেষতঃ নতুনত্ব আছে এমন কোন বিষয়ে বা বিমূর্ত কোন বিষয়বস্তুর সম্পর্কে। তারা হয়তো একটা অনুচ্ছেদ সাবলীলভাবে পড়তে পারে, কিন্তু সেই অনুচ্ছেদের মূল অংশগুলো বুঝতে বা সেখান থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।
- পাটিগণিত, বিশেষ করে জটিল অঙ্ক, যেগুলোতে অনেকগুলো ধাপ আছে, যেমন লম্বা ভাগ অঙ্ক করতে অসুবিধা।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

- সমস্যার অঙ্ক করতে, গাণিতিক যুক্তি, সমস্যার অঙ্কের ভাষা পড়তে, এবং কি করে অঙ্কের সমস্যাটা সমাধান করতে হবে সেইসব বিষয়ে সমস্যা। উঁচু ক্লাসের অঙ্ক কষার দক্ষতা, স্থানসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ধারণাগত সম্পর্ক, যেমন বীজগণিত বা জ্যামিতি এগুলো তাদের জন্য খুবই কঠিন।
- এই শিশুরা মুখস্থ এবং মৌখিক স্মৃতিজনিত বিষয়ে খুবই দক্ষ। কিন্তু বাস্তববাদী ভাষা বা ভাষার কার্যকরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরা খুবই দুর্বল হয়।
- অমৌখিক কাজ, যেখানে সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয় করতে হবে, সেই কাজগুলো তাদের পক্ষে খুবই শক্ত হতে পারে।
- যে সমস্ত কাজে কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে হয় অথবা দৃষ্টিজনিত তথ্য একত্রিত করতে হয়, সেই কাজ করতে পরিশ্রম হয়। অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নমালার উত্তর দিতে বা পাঠ্যপুস্তকের থেকে আলাদাভাবে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে সেগুলির উত্তর সহজে দিতে পারে না।
- হাস্যরসাত্মক বা ব্যাঙ্গাত্মক কথা বুঝতে বা প্রশংসা করতে পারে না। তাই মজার গল্প বা জোকসের ভেতরের মানে বুঝতে পারে না আর সেগুলোকে এমনভাবে বোঝে যাতে আসল মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়।
- মুখস্থ বিদ্যা বা বার বার করে অনুশীলন করে আয়ত্ত করা সামাজিক ব্যবহারের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করে, যেগুলো অনেক সময় পরিস্থিতির সাথে যথোপযোগী না-ও হতে পারে।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই5. সত্যি / মিথ্যা সঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দিন:

i) ডিসলেক্সিয়া এবং NVLD যুক্ত শিশুরা কথা বলতে পারে না। সত্যি/মিথ্যা

ii) পড়া, লেখা বা গণিতে সমস্যাযুক্ত শিশুদের মধ্যে [বাদ দিয়ে যাওয়া, নতুন শব্দ ঢোকানো, পরিবর্তন বা বিপরীত কাজ করা এগুলো] দেখা যায়। সত্যি/মিথ্যা

iii) পড়া এবং হাতের লেখার প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বানানের সমস্যাও থাকে। সত্যি/মিথ্যা

iv) অগোছালো হাতের লেখার সাথে ডিসপ্র্যাক্সিয়ার কোন যোগাযোগ নেই। সত্যি/মিথ্যা

ই6. শূন্যস্থান পূরণ করুন—

i) ডিসলেক্সিয়া মানে পড়তে পারার প্রতিবন্ধকতা, এবং ডিসপ্র্যাক্সিয়া হল ....

ii) লিখতে অসুবিধার মধ্যে ..... এবং ..... পড়ে।

iii) সাঁড়াশি ধরতে গেলে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী—এই দুটো আঙুল ব্যবহার হয়। কিন্তু তিনপায়া বস্তু ধরতে গেলে ..... আঙুলও ব্যবহার হয়।

iv) কোন বিষয়বস্তুর ধারণা বোঝা বা মনে মনে যখন গণনা করতে সমস্যা হয়, তখন তাকে .... ডিসক্যালকুলিয়া বলা হয়।

2.6 সংশ্লিষ্ট বৈকল্য

2.6.1 মনোযোগের ঘাটতিজনিত অতি সক্রিয় বৈকল্য (এ.ডি.এইচ.ডি)

শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে এ.ডি.এইচ.ডি-ও থাকতে পারে। এটি স্নায়ুঘটিত একটি বৈকল্য যা বেড়ে ওঠাকে ব্যাহত করে। এই ধরনের বৈকল্যকে মনোযোগের ঘাটতির বা অতিসক্রিয়তার সাথে যুক্ত আবেগপ্রবণতার একটি ধারাবাহিক নকশা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই ধরনের সক্রিয়তা অনেক বেশি এবং তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের স্তরে। এই শিশুরা চঞ্চল, অতিমাত্রায় সক্রিয়, আবেগপ্রবণ, অমনোযোগী, সহজে বিচ্যুত হয়, সহজেই হতাশ হয়ে পড়ে, উগ্র মনোভাবাপন্ন এবং অনিশ্চিত। এ.ডি.এইচ.ডি মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশকে আক্রান্ত করতে পারে তার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বা অগ্রিম পরিকল্পনা করা বা অন্যের কাজ এবং আবেগ বোঝা—এই জাতীয় কাজগুলি সম্পন্ন হয়। অনেক মানুষের মধ্যেই এই ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তবে তাদের কাজ, সম্পর্ক বা পড়াশুনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেই অনুপাতে নয়। এই ধরনের বৈকল্য যে কোন ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশেই হতে পারে।

2.6.2 স্কোটোপিক সেনসিটিভিটি সিনড্রোম (এস.এস.এস)

এটি একটি স্নায়ুঘটিত অবস্থা যা দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করার কারণে পড়া এবং লেখা, এই দুটোই সমস্যাজনক হয়ে ওঠে। এই অবস্থাকে দৃষ্টিজনিত চাপের উপসর্গ বলেও অভিহিত করা হয়, আর সাধারণভাবে বলা হয় উপলব্ধিজনিত ডিসলেক্সিয়া—এটি দৃষ্টির কোন সমস্যা নয়, বরং এটি বোঝার বা উপলব্ধির সমস্যা। চোখ যা দেখে, তাকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করে। মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টির যথাযথ সমন্বয়ের অভাবের কারণে মস্তিষ্কের মধ্যে তথ্যগুলো জট পাকিয়ে যায়। এস.এস.এস যুক্ত শিশুদের অত্যন্ত সংবেদনশীল স্মৃতিশক্তি থাকে। অনুপযুক্ত জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে চোখের স্নায়ুকে প্রভাবিত করে, আর মস্তিষ্কের গভীর গঠন শারীরবৃত্তীয় এবং/বা বিভিন্ন রকমের দর্শনজনিত উপলব্ধিগত সমস্যা তৈরি করে, যাকে স্কোটোপিক সেনসিটিভিটি সিনড্রোম বলে। এর প্রধান লক্ষণ হল চোখের উপর পড়া অত্যাধিক চাপ, ক্লান্তি, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, পড়তে না পারা কারণ অক্ষরগুলো এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে বলে মনে করা, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, খুব দুর্বল বোধশক্তি, দূরত্ব সম্পর্কে কোন বোধ না থাকা, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, বিপরীত কোনকিছুতে সমস্যা, পড়াশুনোয় বা অন্যান্য কাজে মনঃসংযোগ করায় সমস্যা। এস.এস.এস যুক্ত শিশুরা সহজে পড়তে পারে না। কারণ অক্ষরগুলো নড়াচড়া করছে মনে হয়, ঝাপসা হয়ে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে মনে হয়, গলে যাচ্ছে বা উল্টে যাচ্ছে মনে হয়। তারা পরিষ্কার দেখতে পায় না আর ভাবে, তারা যা দেখতে পাচ্ছে, অন্যরাও সেটাই দেখতে পাচ্ছে। দূরে, রাস্তার উল্টো দিকের গাছটা তারা দেখতে পায়, কিন্তু চোখের সামনে রাখা বইটা দেখতে পায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ ডাক্তারি পরীক্ষায় এই অবস্থা সচরাচর ধরা পড়ে না।

2.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত পড়ুয়াদের মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেমন মনোযোগ, উপলব্ধি, অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়, স্মৃতিশক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধা, ভাষাগত, শোনা এবং সামাজিক এবং আন্তর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। শিখন প্রতিবন্ধকতার কোন বিশেষ একটি কারণ বা প্রাথমিক কোন কারণ নেই। এর কারণ হিসেবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বা মস্তিষ্কের মধ্যকপাল অংশের অস্বাভাবিক কাজকর্ম, বংশগত এবং/বা পরিবেশগত প্রতিভা এবং জৈবিক এবং জৈব-রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদিকে ধরা যায়। শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রধান ধরনগুলো হলো ডিসলেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়া, ডিসক্যালকুলিয়া, ডিসপ্র্যাক্সিয়া এবং অমৌখিক শিখন প্রতিবন্ধকতা। সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট বৈকল্যগুলি হল মনোযোগের ঘাটতি, অতিসক্রিয় বৈকল্য এবং স্কোটোপিক সেনসিটিভিটি সিনড্রোম।

2.8 পরিভাষা

সংখ্যাগণনা : ধাপে ধাপে কোন পদ্ধতি মেনে সংখ্যা গণনা করে অংকের সমস্যা সমাধান করা।

মনোযোগ : নির্দিষ্ট সময় ধরে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা।

ডাই জাইগোটিক : বিভিন্ন ভ্রূণ থেকে হওয়া যমজ শিশু।

ডিসক্যালকুলিয়া : অঙ্কে সমস্যা হওয়া।

ডিসগ্র্যাফিয়া : লিখতে সমস্যা হওয়া।

ডিসলেক্সিয়া : পড়তে সমস্যা হওয়া।

ডিসপ্র্যাক্সিয়া : অঙ্গসঞ্চালনা পরিকল্পনা করা এবং কাজে করে দেখানোর সমস্যা।

হ্যাপটিক উপলব্ধি : স্পর্শ এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে তথ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া।

অতিসক্রিয়তা : ব্যক্তির অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকা।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া : রক্তে চিনির পরিমাণ কম থাকা।

স্বল্প সক্রিয়তা : কোন ব্যক্তির মধ্যে সক্রিয়তা অত্যন্ত কম থাকে।

মোনোজাইগোটিক : একই ভ্রূণ থেকে তৈরি হওয়া অভিন্ন যমজ শিশু।

স্নায়ু-প্রেরক : এই প্রেরক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্ক অবধি বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

উপলব্ধি : তথ্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি।

স্কোটোপিক সংবেদনশীলতা : দৃষ্টিজনিত উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে এমন একটি স্নায়ুঘটিত অবস্থা।

2.9 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

ই1. i) ঘ, ii) জ, iii) ঙ, iv) ক,
v) ছ, vi) গ, vii) খ, viii) চ

ই3. i) ঘ, ii) ঙ, iii) খ, iv) চ,
v) ক, vi) গ

ই4. i) প্রাকৃতিক ii) বংশগত, iii) পরিবেশগত, iv) উপলব্ধিগত,
v) স্নায়ু সংক্রান্ত

ই5. i) চ, ii) ন, iii) ন, iv) চ

ই6. i) অঙ্গসঞ্চালনা কিভাবে করবে, সেই পরিকল্পনা করার সমস্যা
ii) হাতের লেখা, বানান এবং বিষয়বস্তু
iii) মধ্য
iv) মতাদর্শগত

2.10 করণীয় কাজ

কিউ1. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে যে সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলোকে তালিকাভুক্ত করুন এবং আপনার ক্লাসে এমন বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করুন।

কিউ2. নিচে উল্লেখ করা শিখন প্রতিবন্ধকতাগুলির কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন:-

(ক) উপলব্ধিগত এবং স্নায়ুসংক্রান্ত; (খ) বংশগত এবং পরিবেশগত

কিউ3. শিখন প্রতিবন্ধকতার প্রকারগুলি কি কি? ডিসলেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়া এবং ডিসক্যালকুলিয়া।

2.11 উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

1. Gearheart, B., Mullen, R.C. and Gearheart, C.J. (1993). Exceptional Individuals: An Introduction. Brookes/Cole Pub. Co.: California.
2. Heward, W.L. and Orlansky, M.D. (1984) Exceptional Children: An Introductory Survey of Special Education. Charles E. Merrill Pub. Co., Columbus: Ohio.
3. http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/scotopicsensitivitysyndrome.
4. Mercer, C.D. (1983). Students with Learning Disabilities. Charles E. Merrill Pub. Co., Columbus: Ohio
5. Nakra, O. (2007). Children and Learning Difficulties. Allied Pub. Pvt. Ltd: New Delhi.

ইউনিট 3 বিভিন্ন রকমের শিখন প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিতকরণ

গঠন

3.1- ভূমিকা

3.2- উদ্দেশ্যসমূহ

3.3- অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে শিখন প্রতিবন্ধকতাকে আলাদা করা

- 3.3.1- মানসিক প্রতিবন্ধকতা
- 3.3.2- ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী
- 3.3.3- এ ডি এইচ ডি
- 3.3.4- অকৃতকার্য শিক্ষার্থী

3.4- শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার তাৎপর্য বা প্রভাব

3.5- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণের উপায়

- 3.5.1- পর্যবেক্ষণ
- 3.5.2- পরীক্ষা করে দেখার জন্য তালিকা
- 3.5.3- কার্যকরী মূল্যায়ন

3.6- শিক্ষাগত মূল্যায়ন পদ্ধতি

3.7- অতিরিক্ত সনাক্তকরণের সমস্যা

3.8- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

3.9- পরিভাষা

3.10- নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

3.11- করণীয় কাজ

3.12- উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

3.1 ভূমিকা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষকদের সামনে সবচেয়ে প্রথমে যে সমস্যাটি উঠে এসেছে তা হল এইসব শিশুদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা, তাদের মূল্যায়ন করা আর সাথে সাথে যার যেমন সমস্যা, সেই অনুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেহেতু মূল উদ্দেশ্য হল বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা, তাই শিক্ষকরা যাতে শ্রেণীকক্ষে এই শিশুদের একেবারে প্রাথমিক স্তরেই চিহ্নিত করতে পারেন, সেইজন্য তাদের প্রস্তুত করে দেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক বা গড়পড়তা বুদ্ধ্যাঙ্কের চেয়ে বেশি বুদ্ধ্যাঙ্কবিশিষ্ট হয়। যে বয়সে তাদের যতটা বৃদ্ধি হওয়া উচিত সেই বয়সে বা তারও আগে তারা সেই বৃদ্ধির মাপকাঠি হাসিল করে। সাধারণ জনগণের থেকে এদের সহজে আলাদা করা যায় না। হয়তো এদের সনাক্তকরণ করা কখনোও সম্ভবপর হতো না যদি না এরা পড়াশুনায় ক্রমাগত খারাপ ফল করতে থাকত।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভাল শিক্ষা হতে পারে, সেটা বোঝার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খুব তাড়াতাড়ি এদের চিহ্নিতকরণ করার প্রয়োজন।

শিক্ষকরা বারবার মূল্যায়ন করার কারণে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি বুঝতে পারেন আর তারই সাহায্যে তারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের তালিকাভুক্ত করতে পারেন। বিভিন্ন প্রকারের শিখন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

3.2 উদ্দেশ্যসমূহ

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা

- শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী, এ.ডি.এইচ.ডি. এবং অকৃতকার্য শিক্ষার্থী—এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পরবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার প্রভাব বুঝতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের উপায়গুলি জানবেন; এবং
- অতিরিক্ত সনাক্তকরণের বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন।

3.3 শিখন প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পার্থক্য

সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বা বুদ্ধিমত্তার সীমান্তরেখায় রয়েছে এবং নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এমন বহু শিশুর সমস্যাগুলো প্রায় অদৃশ্যই থেকে যায়, বোঝা যায় না। কোন কোন শিশু কার্যকরীভাবে শিখতে পারে না শিখন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সমস্যা যেমন শোনা বা চিন্তা করা, বোঝা, মনে রাখা এবং প্রকাশ করা ইত্যাদির কারণে। এই ধরনের সমস্যাগুলিকে বলা হয় নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা। আবার কিছু কিছু শিশুর মধ্যে সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমত্তা থাকার কারণে তারা শিক্ষাগ্রহণে অসুবিধার মুখোমুখি হয়। তাদের শিখন ক্ষমতা এই কারণেই সীমিত। যে সমস্ত শিশুদের বুদ্ধিমত্তা সীমান্তরেখায় রয়েছে তাদের ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী বলে অভিহিত করা হয়। আবার কোন কোন শিশু আছে যারা সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধকাযুক্ত। তাই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অন্যান্য যেমন মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত, ধীরে শিখছে এমন শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু, অকৃতকার্য এবং এ.ডি.এইচ.ডি শিশুদের থেকে আলাদা করা প্রয়োজন যাতে তাদের নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিখন প্রতিবন্ধকতা থেকে বাকি সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে যাতে আলাদা করা যায়, এখানে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

3.3.1 মানসিক প্রতিবন্ধকতা

'শিখন প্রতিবন্ধকতা' এই শব্দটির বলতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাকে বোঝান হয়। কোন ব্যক্তি সীমিত ক্ষমতা বা বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা না থাকার কারণে সেই সমস্ত কাজ, যার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকমের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো করতে পারে না, তখন ধরে নেওয়া হয় তার মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। অন্যদিকে, যদি এই সীমাবদ্ধতা বিশেষ কোন একটি শিখন পদ্ধতির মধ্যে হয়, বিশেষতঃ ভাষা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় তার শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে। দুই প্রকারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য ''সাধারণ শিখন প্রতিবন্ধকতা'' শব্দটি মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এবং 'নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে, যা শেখার বিশেষ কিছু পর্যায়ে দেখা যায়। নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা সাধারনতঃ দেখা যায় পড়া বা লেখা অথবা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে।

3.3.2 ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী

'শিখন সমস্যা', 'শিখন অসুবিধা', 'শিখন প্রতিবন্ধকতা', 'অকৃতকার্যতা', 'ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী', 'শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা' এবং এই জাতীয় আরো বেশ কিছু শব্দ শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে, যারা ক্লাসের কোন না কোন পরীক্ষা দিতে গেলে ক্রমাগত এক বা একাধিক বিষয়ে পাশ করতে পারে না। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় তারা শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়েই পড়ছে, যা তাদের শিক্ষক আর অভিভাবকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উপরে উল্লেখ করা শব্দগুলো প্রত্যেকটারই মানে আলাদা হয়ে যায়। 'শিখন প্রতিবন্ধকতা' (ব্যবহার অনুযায়ী) শব্দটি বেশিরভাগ সময় আমেরিকায় ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে, যাদের স্নায়ুজনিত, অঙ্গসঞ্চালনাগত, বুদ্ধিমত্তা বা পরিবেশগত উপাদান স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও তারা পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়ে। ''শিখন অসুবিধা'' শব্দটি ব্যবহার করা হয় ব্রিটেনে। যে সমস্ত শিশু শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে এরা ''প্রবল শিখন অসুবিধা'' এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

3.3.3 এ.ডি.এইচ.ডি

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, শিখন সমস্যাযুক্ত শিশুরা অতিমাত্রায় সক্রিয়তা দেখায়। এইসব শিশুদের অভিভাবক বা শিক্ষকরা সাধারণতঃ অভিযোগ করেন যে ''এরা কোন কাজই শেষ করে উঠতে পারে না,'' ''এক কাজ থেকে অন্য কাজ করেই চলে, ''ক্লাসের নির্দেশ শোনে না'' বা ''সারাক্ষণ চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।'' স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত ব্যবহার তাদের শিখন পদ্ধতিকে ব্যাহত করে, আর তারা পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে। যদি কোন অতিমাত্রায় সক্রিয় শিশুকে চুপ করিয়ে বসিয়ে রেখে, মনঃসংযোগ করানো যায় আর তথ্য দেওয়া যায়, তাহলে তারা সফলভাবে শিখতে পারে।

মনোযোগ সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার (এ.ডি.এইচ.ডি) এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা সাধারণত একই সময়ে ঘটে। কিন্তু এই দুই ধরনের সমস্যা কি এক? না, এই দুই সমস্যা আলাদা এবং খুবই ভিন্ন রকমের সমস্যা। এ.ডি.এইচ.ডি যুক্ত শিশুরা অতিসক্রিয়তা বা অস্থির ব্যবহার করে, অমনোযোগ বা বিচ্যুত হবার সমস্যা দেখায় এবং/বা তারা স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হয়। এই ধরনের ব্যবহার তারা বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও করে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্নায়ুঘটিত প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা আছে, যা তাদের নির্দিষ্ট শিখন দক্ষতা আয়ত্ত করতে বাধা দেয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের 30 থেকে 50 শতাংশেরই কি এ.ডি.এইচ.ডি আছে? এর উল্টোটাও হয়। অর্থাৎ 30 থেকে 50 শতাংশ এ.ডি.এইচ.ডি শিশুদের মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। তাই এই দুটো সম্ভাবনার কথাই ভেবে দেখা জরুরি।

3.3.4 অকৃতকার্য শিক্ষার্থী

শিখন সমস্যা, অকৃতকার্যতা, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া এবং অধ্যয়নের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এগুলি প্রধান প্রধান কিছু পরিভাষা যা ব্যবহৃত হয় যখন কোন শিশু পড়াশুনোয় ভাল ফল করতে পারে না বা নিজের ক্লাসের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। খুব কম শিক্ষার্থীই তাদের যতটা ক্ষমতা, ততটা অবধি চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষার্থী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত বিষয়ে ভাল ফল করতে পারত, তাতে অকৃতকার্য হয়। এই বিষয়টি অভিভাবকদের এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার কাছে খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় এবং এ ব্যাপারে খুব কমই জানা গেছে।

3.4 শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার তাৎপর্য বা প্রভাব

ভারতবর্ষ বহুভাষার দেশ এবং আমরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে দুই থেকে তিনটি ভাষা শুনে বা শিখে অভ্যস্ত।

আমাদের শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিনটি ভাষা শেখার কথা। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য কোন ভাষাটা সবচেয়ে ভাল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেলে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য একটা ভাষা শেখাই সবচেয়ে আদর্শ, কিন্তু বাস্তবে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতি প্রায় অসম্ভব। তাই, এই শিশুদের বাস্তব পরিবেশ, প্রতিবন্ধকতার ধরন, যে ধরনের ভাষা সে শুনেছে এবং শিখতে পারবে তার প্রকৃতি, আর এই সব বিষয়গুলো একসাথে কেমন করে মিলেমিশে কাজ করে, সেগুলো মনে রাখা যুক্তিসংগত হবে। ব্যাপারটা যে খুব সহজ, এমন নয় কিন্তু যতক্ষণ অবধি আমরা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক উত্তর বা তথ্য না পাচ্ছি, ততক্ষণ অবধি সবচেয়ে কোনটা ভাল অভ্যাস, সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন নির্দেশিকা আমাদের সামনে থাকছে না।

এফাসিয়া হল এমন একটি গ্রীক শব্দ যার মানে হল বাকশক্তিরহিত। একে অনেক সময় এফেমিয়া বা কোন কিছু তৈরি করা বা ভাষার ফাঁকগুলো বুঝতে পারার অক্ষমতা বলেও চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের ঘাটতি স্নায়ু বা বুদ্ধিমত্তা, মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ বা পেশীর দুর্বলতা থেকে হঠাৎ করে তৈরি হয় না এবং এটি জ্ঞানের ঘাটতির জন্যও তৈরি হয় না। এই অবস্থা মস্তিষ্কের যে অংশটি ভাষাগত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে (বাম অংশ) সেই অংশে আঘাতের ফলে তৈরি হয়। এই অংশটিকে ব্রোকা'স অংশ বা ওয়ারনিক'স অংশও বলেও অভিহিত করা হয়। এই ধরনের সমস্যাযুক্ত রুগীরা কথা না বললেও গান গাইতে পারেন বা কথা বলতে পারলেও লিখতে না-ও পারেন বা এর বিপরীত পরিস্থিতিও হতে পারে। তারা ভাষা বুঝতে এবং সেই ভাষাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্যান্য নানা প্রকারের অসুবিধার প্রদর্শনও করতে পারেন। শিশুরা যতই উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকে, ততই শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত ভাষার সাথে তাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষার তফাৎ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যে শিক্ষকের সংযোগ ক্ষমতা এবং ভাষার দক্ষতা খুবই ভাল তার কাছ থেকে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার্য ভাষা শেখার জন্য তাদের অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়। একই সাথে তাকে হতে হবে উৎসাহী, বুঝদার এবং শিশুদের অনুপ্রেরণা দেবার ক্ষমতাযুক্ত। তিনি সহজেই শিশুদের চাহিদা বুঝে সেই চাহিদা অনুযায়ী তাদের সহায়তা করতে পারবেন। অনেক সময় শিক্ষকের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয় কোন শিশুটি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আর কার বহুভাষা বোঝায় সমস্যা আছে। খুব সাধারণ নির্দেশিকা হিসেবে ধরতে গেলে বলা যায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু বা সংযোগসাধনে অক্ষম একটি শিশুর ক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষা এবং শ্রেণীকক্ষে নির্দেশ পাওয়ার ভাষা এই দুটি ভাষার ক্ষেত্রেই সমস্যার লক্ষণ দেখা যাবে।

পরীক্ষা নেবার পদ্ধতি আর পদক্ষেপ নেবার কার্যসূচী এই দুই-ই মাতৃভাষায় পাওয়া খুবই জরুরি। শিখন প্রতিবন্ধকতা যুক্ত একটি শিশুর শ্রেণীকক্ষের নির্দেশ পাবার জন্য মাধ্যম কোন ভাষা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবার আগে তার দুর্বলতা এবং জোরের জায়গাগুলো খুব ভালভাবে বোঝা দরকার—আর তার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন হওয়াও সমান জরুরি। এছাড়াও, কোন ভাষা আর অক্ষর শিশুটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, তারও মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. শিখন প্রতিবন্ধকতা এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবেন কেমন করে?

.....

.....

.....

ই2. এ.ডি.এইচ.ডি থেকে শিখন প্রতিবন্ধকতাকে আলাদা করবেন কিভাবে?

.....

.....

.....

.....

3.5 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণের উপায়

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ তারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরই সম্ভব হয়। পড়াশুনোর বাইরে তাদের ক্রিয়াকলাপ যেহেতু স্বাভাবিক, তাই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে অবধি কোন সমস্যা চোখেই পড়ে না। যাইহোক, শিশুর বয়সোচিত শোনার, কথা বলার, অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়, মনোযোগ এবং বিশেষ বিশেষ কিছু কাজকর্মের প্রতি তার মনোযোগ দেখে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই তাকে চিহ্নিত করা যায়, বা সমস্যা আছে, এটা আন্দাজ করা যায়। স্মিথ (1994) বলেছেন, এই ধরনের শিশুদের জন্য বুদ্ধ্যাঙ্কের পরীক্ষা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় বলে মনে হয় না, কারণ ক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য এই পরীক্ষা খুব বেশি ভরসাজনক না। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর শিশুর বড় হবার সাথে সাথে বদলে যায়। কারণ, বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে অবধি তার বাড়বৃদ্ধি অনেক দ্রুত হারে হয়। যাইহোক, বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি সেইসব শিশু, যাদের বৃদ্ধির হার অসম এবং পড়াশুনোয় খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের দ্রুত চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে।

যে শিশুটির স্বাভাবিক স্নায়ুজনিত ক্রিয়াকর্ম, অঙ্গ সঞ্চালনার ক্ষমতা আছে, পর্যাপ্ত বুদ্ধি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশও সুস্থ আছে, সেই শিশু যখন পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে আশানুরূপ ফল করতে পারে না, তখন শিক্ষক আন্দাজ করে নেন যে তার শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই আন্দাজই যথেষ্ট নয়। শিশুটির বাস্তবিকভাবে কতটা সমস্যা আছে, সেটা বোঝার জন্য নানারকমের পদ্ধতি আছে, যেমন—

3.5.1 পর্যবেক্ষণ

অনেক সময়, শুধুমাত্র খেয়াল রাখলেই অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়। শিখন প্রতিবন্ধকতা বোঝার জন্য যে যে পরীক্ষা করা দরকার, পর্যবেক্ষণ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এর থেকে পাওয়া তথ্য প্রতিবন্ধকতা বোঝার বিষয়ে অনেক মূল্যবান সহায়তা করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে একটি শিশু কেমন ব্যবহার করবে বা তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন, এগুলি একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক অনায়াসেই বুঝতে পারেন। শিশুটির অন্যান্য পরিমাপকগুলোর সাথে অনেক সময় পর্যবেক্ষণ পুরোপুরি মিলে যায়—উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষক বলে দিতে পারেন যে শিশুটি মন দিয়ে পড়া শুনছে, নাকি অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করে আছে। একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আচার আচরণের উপর আলোকপাত করার জন্যও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুটি নানারকম পরিস্থিতিতে বা মানুষের সাথে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, কোন সমস্যা হলে সেটি সমাধান করার ক্ষেত্রে তার মনোভাব কেমন, সে কি সব বিষয়ে আগ্রহ দেখায়, নাকি খুবই উদাসীন? পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর সম্পর্কে এই সমস্ত মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন।

প্রতিদিন যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে বহু বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পড়ার সময় কোন অচেনা শব্দ এলে শিক্ষার্থী ঠিক কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়? সে কি পড়া থামিয়ে, সাহায্যের জন্য শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে থাকে? এই সব লক্ষণগুলোই শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তা বুঝতে সাহায্য করে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে এবং চিকিৎসার আওতায় আনতে হলে তৎপর পর্যবেক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

3.5.2 পরীক্ষা করে দেখার জন্য তালিকা

শিখন সমস্যা আছে, এমন সন্দেহ হলে এমন ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই তালিকাটি তৈরি করা হয় যেসব শিশুদের দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি, মনোযোগ, স্মৃতি, ব্যবহারগত, অঙ্গ সঞ্চালনাগত, পড়া, লেখা এবং গণিত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তাদের একই রকমের সমস্যাজনিত লক্ষণগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। যে মুহূর্তে শিক্ষক আন্দাজ করবেন যে শিশুটির শিখন সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে, ঠিক সেই সময় থেকেই চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যাবে। শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে কেমন কাজ করবে, নিয়মমাফিক হওয়া পরীক্ষা বা বিধিসম্মতভাবে না হওয়া পরীক্ষাগুলোয় সে কেমন ফলাফল করছে, এগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। বিভিন্ন রকমের শিক্ষার পরিস্থিতিতে সে কিরকম ফল করছে আর তার কাজের নমুনা সংগ্রহ করেও এই পর্যবেক্ষণ কাজটি চালাতে পারেন—তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থী যেন মোটেই টের না পায় যে তাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। একজন শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি নিয়মমাফিক আর ভরসাযোগ্য করে তোলা যায় 'ব্যবহারিক তালিকা'র মাধ্যমে, যেখানে এই জাতীয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে হামেশাই যে যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক লক্ষণ দেখা যায়, তার উল্লেখ থাকবে। শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করা সমস্যাগুলো একত্রিত করে এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। ব্যবহারিক তালিকাটি ব্যবহার করার ধাপগুলো নীচে দেওয়া হল।

- শিশুটি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলি খুঁজে বার করা
- তার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা
- অন্যান্য শিক্ষক এবং অভিভাবকের সাথে নিজের পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে দেখা
- সমস্যা কত ঘনঘন হচ্ছে, তা লিপিবদ্ধ করা
- এই সমস্যাগুলো যে অন্য কোন ঘাটতির জন্য, যেজন ইন্দ্রিয়গত বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে হচ্ছে না, তা সুনিশ্চিত করা

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার মাপক মানদণ্ডে (স্কেল) লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। এই মানদণ্ডগুলো শিক্ষার্থীর সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণাগুলোকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, শিক্ষককে বলা হল শিক্ষার্থীর নির্দেশ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে একটি 5 অঙ্কের পরিমাপক মানদণ্ডের সাহায্যে মাপ করতে যেখানে 1 = নির্দেশ একেবারেই গ্রহণ করতে না পারা আর 5 = নির্দেশ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম।

3.5.3 কার্যকরী মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষকের একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। কার্যকরী ক্ষমতা বলতে বোঝান হয় শিশুর শেখার ক্ষমতা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের এই ক্ষমতা বুঝতে গেলে তার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। মূল্যায়নের কতগুলি প্রথাগত পদ্ধতি আছে—শিক্ষক সেগুলিই ব্যবহার করতে পারেন অথবা অন্য কোন পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারেন।

কতগুলি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হল, যেগুলো শিশুর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগে:-

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

1. ব্যবহার মাপক মানদণ্ড
2. পিবডি পিকচার ভোকাবুলারি টেস্ট (পি.পি.ভি.টি)
3. দ্য বেন্ডার জেসটাল্ট টেস্ট
4. দ্য স্পেসিফিক ল্যাংগুয়েজ ডিসএবিলিটি টেস্ট
5. নির্দিষ্ট রোগনির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা—পড়া, লেখা, বানান এবং অঙ্কের ক্ষেত্রে

ভারতবর্ষে এই ধরনের পরীক্ষা খুব কমই হয়। বি.এস ইনস্টিটিউট শিশুদের নকশা নকল করা, পড়ার পরীক্ষা (গুজরাটি), অঙ্ক পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু অপ্রকাশিত পরীক্ষার কথা জানিয়েছে। ভারতবর্ষে শিখন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাজ করছে যে সমস্ত সংগঠন, তার মধ্যে আছে মাদ্রাজ ডিস্‌লেক্সিয়া অ্যাসোসিয়েশন। এরা সবাই মিলে কয়েকটি পরীক্ষার নমুনা তৈরি করেছে, যদিও এই নমুনাগুলি খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষের উপর সমীক্ষা করে তৈরি হয়েছে এবং এখনো তা সবার ব্যবহারের জন্য প্রকাশ করা হয়নি। পাশ্চাত্যে এই ধরনের পরীক্ষা অনেক বেশি হলেও তা ভারতীয় পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নয় কারণ দুই অবস্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ আলাদা এবং দুজনের সূচক মানের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন, এস.এন.ডি.টি উইমেন'স বিশ্ববিদ্যালয় রোগনির্ণয় করা যায় এমন কিছু পরীক্ষা তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ, তাদের ব্যবহারের পরিমাপ, চিন্তাভাবনার কৌশলের পরীক্ষা করা যায়। এখানে তিনটি ভাষায় শিখন প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ করার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিখন ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের জন্য গণিতের পরীক্ষা (রামা, 1994)—যাতে নির্দিষ্টভাবে তাদের অঙ্ক কষার ক্ষমতার মূল্যায়ন করা যায়। কন্নড় ভাষায় এই একই লেখকের লেখা বই পড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের একেবারে প্রাথমিক স্তরে চিহ্নিত করার জন্য জয়ন্তী নারায়ণ, 1997 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি বলে স্বীকৃত। নিমহন্‌স (NIMHANS), ব্যাঙ্গালোর, কিছু কিছু পরীক্ষাপত্র তৈরি করেছে, যার দ্বারা চিকিৎসা কক্ষের মতো পরিবেশে শিশুর মানসিক মূল্যায়ন করা যায়। এই পরীক্ষাগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে ব্যবহারিক আর আবেগজনিত সমস্যাগুলো নির্ণয় করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

শিশুর পড়াশুনোর ক্ষমতার বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য যে কোন পরীক্ষার তুলনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষকের দেওয়া নম্বর, কারণ তিনি শিশুটিকে দীর্ঘ সময় ধরে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। সে কেমন করে কোন একটি সমস্যার সমাধান করছে, সেটাও পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এটা এককালীন একটি পরীক্ষায় হওয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে হয় না বলে অনেক বেশি নির্ভুল। হার্ন এবং প্যাকার্ড (1985) অনেক গবেষণার নথিপত্র ঘেঁটে এবং বিশ্লেষণ করে জানান যে মনঃসংযোগ, বিচ্যুতি ঘটা এবং নানা প্রকারের ব্যবহার আত্মস্থ করার বিষয়ে শিক্ষকদের দেওয়া মানই সবচেয়ে ভালো।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই3. আপনার শ্রেণীকক্ষের শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের আপনি কি করে চিহ্নিত করবেন?

.....

.....

.....

ই4. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণের যে সব ভারতীয় পরীক্ষাগুলো আছে, সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

.....

.....

.....

.....

3.6 শিক্ষাগত মূল্যায়ন পদ্ধতি

- শিশুটির শ্রবণক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, অঙ্গ সঞ্চালনার ক্ষমতা, ইত্যাদি পরীক্ষা করুন এবং তারপর প্রয়োজন হলে তবেই তাকে সহায়তা করুন। চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো তার শিখন সমস্যার সম্ভাব্য কারণগুলো খুঁজে পেতে সহায়তা করবে এবং কি ধরনের প্রতিষেধক দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করবে।
- শিশুটির মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত তথ্য জোগাড় করুন। অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এই ধরনের সমস্যাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অভিভাবকেরা সঠিকভাবে তাদের জন্মবৃত্তান্ত, শারীরিক ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য, বৃদ্ধির ইতিহাস, সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং শিক্ষাগত বিষয়ে তথ্য দিতে পারবেন।
- **ব্যবহার মূল্যায়ন:** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে নীচে উল্লেখ করা কিছু কিছু ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—অতিসক্রিয়তা, উপলব্ধি ও অঙ্গ সঞ্চালনাগত বৈকল্য, মনঃসংযোগের সমস্যা, আবেগপ্রবণতা, স্মৃতিভ্রম, সময় এবং জায়গা বোঝার সমস্যা, কথা বলায় জড়তা এবং পড়াশুনোয় খারাপ ফল করা।
- **বর্তমানের কৃতকার্যতার মূল্যায়ন:** বয়স এবং বিদ্যালয়ে কতদিন যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখলে হয়তো দেখা যাবে যে শিশুটি একটি শ্রেণীতে যতদিন পড়ছে, তার তুলনায় তেমন আশানুরূপ ফল করতে পারছে না। এই রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পড়া, পাঠ্য অংশ বুঝতে পারছে কিনা, লেখা, বানান, অঙ্ক, সংখ্যা গণনা এবং গাণিতিক যুক্তি ইত্যাদি দেখে তার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করবেন। যতখানি কার্যকারিতা আশা করা যেতে পারে, তার সাথে তুলনা করলে শিশুটির খামতিই বেশি করে নজরে আসবে। শিক্ষাদানের দিক থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে বা হবে, সেটা পরিকল্পনা করার জন্য শিক্ষকের এই তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

ওয়ালেস এবং ম্যাকলাওলীন (1975) অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছেন যে মূল্যায়নের ধারাটি প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধমূলক, যা দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি নির্দিষ্ট, সংকটপূর্ণ হবার চেয়ে উন্নয়নশীল হওয়া প্রয়োজন। ঠিক সেই কারণেই, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরেই চিহ্নিতকরণ, রোগ নির্ণয় হওয়া এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাগত পদক্ষেপ নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

3.7 অতিরিক্ত সনাক্তকরণের সমস্যা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক কর্তৃপক্ষই অত্যন্ত চিন্তিত। এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন এমন বহু মানুষ এই বৃদ্ধিকে একটি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে তারা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটি এমন একটি বিভাগ যেখানে বহু শিক্ষার্থী আছে যারা শিক্ষকদের কাছ থেকে শুধু পরিষ্কার এবং সহজ নির্দেশ পেলেই যথেষ্ট ভাল করে শিখতে পারে। এই ক্ষেত্রের সমর্থকরা এ বিষয়ে বেশ চিন্তিত এই ভেবে যে বাস্তবে এই বৃদ্ধির হার খানিকটা অযৌক্তিক এবং রোগনির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়েও বিভ্রান্তি আছে। এই সব গবেষকরা ভয় পান যে, যদি কোনরকমভাবে শিশুদের রোগনির্ণয় ভুল হয়, তবে সত্যিকারের শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পরিষেবাগুলো পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে।

কেউ কেউ আবার এটাও বলেন যে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যার বৃদ্ধি এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া—এই দুটি সমানুপাতিক। তারা এটা চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে অভিভাবকদের মধ্যে তাদের সন্তানদের মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বলে মেনে নিতে খুবই অনীহা থাকার কারণেই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সনাক্তকরণ অনেক বেশি হচ্ছে। শিখন প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি পাবার পিছনে আরো একটি কারণ আছে যেটি তুলনামূলকভাবে নতুন। আগামী কিছু বছরে হয়ত এই শিশুদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া কেমন হতে পারে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে শিখন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে খুব কমই ধারণা আছে, সেখানে শিক্ষকদের উপর একটা বড় দায়িত্ব বর্তায় অভিভাবকদের এই সমস্যার প্রকৃতি বোঝানো এবং যাতে তারা এটা মেনে নেন, তা বুঝতে সহায়তা করা। পরিস্থিতির জটিলতা মাথায় রেখে বলা যায় যে যাদের শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে সেই সমস্ত শিশু ভাল ফল করতে পারে তখনই, যখন তাদের অভিভাবকরা শিশুদের নির্দিষ্ট চাহিদা সম্পর্কে যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং সচেতন হন। তারা শিশুদের পড়াশুনো চলার সময় তো বটেই, অন্যান্য সময়েও বিভিন্ন রকমের সহায়তা করেন। শিক্ষা এবং আইনের বিধিব্যবস্থায় শিখন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যতটুকু যা পরিবর্তন হয়েছে, তার মূলে আছে অভিভাবকদের আন্দোলন। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পড়াশুনো সাফল্য পাবে যখন অভিভাবকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝবেন এবং এই সমস্যা দূর করার জন্য সহায়তা করবেন। যাইহোক, শিক্ষক এবং সমাজের সংবেদনশীলতা অভিভাবকদের মন থেকে এই বোঝা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারবে।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, শিখন প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয় এবং এই জটিলতাকে মাথায় রেখেই আমাদের সম্মিলিত রোগ নির্ণয় পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হবে এই প্রতিবন্ধকতার সম্পূর্ণ একটি বিবরণ প্রস্তুত করা।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই5. আপনার শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাগত মূল্যায়ন করার পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই6. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সনাক্তকরণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

3.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক বা গড়পড়তা বুদ্ধ্যাঙ্কের চেয়ে বেশি বুদ্ধ্যাঙ্কবিশিষ্ট হয়। যে বয়সে তাদের যতটা বৃদ্ধি হওয়া উচিত সেই বয়সে বা তারও আগে তারা সেই বৃদ্ধির মাপকাঠি হাসিল করে। সাধারণ জনগণের থেকে এদের সহজে আলাদা করা যায় না। হয়তো এদের সনাক্তকরণ করা কখনোও সম্ভবপর হতো না যদি না এরা পড়াশুনায় ক্রমাগত খারাপ ফল করতে থাকত।

- কোন কোন শিশু কার্যকরীভাবে শিখতে পারে না শিখন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সমস্যা যেমন শোনা বা চিন্তা করা, বোঝা, মনে রাখা এবং প্রকাশ করা ইত্যাদির কারণে। এই ধরনের সমস্যাগুলিকে বলা হয় নির্দিষ্ট শিখন প্রতিবন্ধকতা। আবার কিছু কিছু শিশুর মধ্যে সাধারণের চেয়ে কম বুদ্ধিমত্তা থাকার কারণে তারা শিক্ষাগ্রহণে অসুবিধার মুখোমুখি হয়। তাদের শিখন ক্ষমতা এই কারণেই সীমিত। যে সমস্ত শিশুদের বুদ্ধিমত্তা সীমান্তরেখায় রয়েছে তাদের ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী বলে অভিহিত করা হয়। আবার কোন কোন শিশু আছে যারা সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধকাযুক্ত।

- যখন কোন ব্যক্তি সীমিত ক্ষমতা বা বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা না থাকার কারণে সেই সমস্ত কাজ, যার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকমের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো করতে না পারে, তখন ধরে নেওয়া হয় তার মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। অন্যদিকে, যদি এই সীমাবদ্ধতা বিশেষ কোন একটি শিখন পদ্ধতির মধ্যে হয়, বিশেষতঃ ভাষা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় তার শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে।

- 'শিখন সমস্যা', 'শিখন অসুবিধা', 'শিখন প্রতিবন্ধকতা', 'অকৃতকার্যতা', 'ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী', 'শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা' এবং এই জাতীয় আরো বেশ কিছু শব্দ শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে, যারা ক্লাসের কোন না কোন পরীক্ষা দিতে গেলে ক্রমাগত এক বা একাধিক বিষয়ে পাশ করতে পারে না। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় তারা শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়েই পড়ছে, যা তাদের শিক্ষক আর অভিভাবকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

- মনোযোগ সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার (এ.ডি.এইচ.ডি) এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা সাধারণত একই সময়ে ঘটে। কিন্তু এই দুই ধরনের সমস্যা কি এক? না, এই দুই সমস্যা আলাদা এবং খুবই ভিন্ন রকমের সমস্যা। এ.ডি.এইচ.ডি যুক্ত শিশুরা অতিসক্রিয়তা বা অস্থির ব্যবহার করে, অমনোযোগ বা বিচ্যুত হবার সমস্যা দেখায় এবং/বা তারা স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হয়। এই ধরনের ব্যবহার বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও করে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্নায়ুঘটিত প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা আছে, যা তাদের নির্দিষ্ট শিখন দক্ষতা আয়ত্ত করতে বাধা দেয়।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

- শিখন সমস্যা, অকৃতকার্যতা, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া এবং অধ্যয়নের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এগুলি প্রধান প্রধান কিছু পরিভাষা যা ব্যবহৃত হয় যখন কোন শিশু পড়াশুনোয় ভাল ফল করতে পারে না বা নিজের ক্লাসের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে, তখন।

- এফাসিয়া হল এমন একটি গ্রীক শব্দ যার মানে হল বাকশক্তিরহিত, একে অনেক সময় এফেমিয়া বা কোন কিছু তৈরি করা বা ভাষার ফাঁকগুলো বুঝতে পারার অক্ষমতা বলেও চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের ঘাটতি স্নায়ু বা বুদ্ধিমত্তা, মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ বা পেশীর দুর্বলতা থেকে হঠাৎ করে তৈরি হয় না এবং এটি জ্ঞানের ঘাটতির জন্যও তৈরি হয় না।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের তারা বিদ্যালয়ে ভর্তি, হবার পরই সম্ভব হয়। পড়াশুনোর বাইরে তাদের ক্রিয়াকলাপ যেহেতু স্বাভাবিক হয়, তাই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে অবধি কোন সমস্যা চোখেই পড়ে না। যাইহোক, শিশুর বয়সোচিত শোনার কথা বলার, অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়, মনোযোগ এবং বিশেষ বিশেষ কিছু কাজকর্মের প্রতি তার মনোযোগ দেখে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই তাকে চিহ্নিত করা যায়, বা সমস্যা আছে, এটা আন্দাজ করা যায়। প্রতিদিন যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে বহু বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়।

- সাধারণতঃ এই তালিকাটি তৈরি করা হয় যেসব শিশুদের দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি, মনোযোগ, স্মৃতি, ব্যবহারগত, অঙ্গ সঞ্চালনাগত, পড়া, লেখা এবং গণিত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তাদের একই রকমের সমস্যাজনিত লক্ষণগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

- চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো তার শিখন সমস্যার সম্ভাব্য কারণগুলো খুঁজে পেতে সহায়তা করবে এবং কি ধরনের প্রতিষেধক দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করবে। অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এই ধরনের সমস্যাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

- শিক্ষাগত মূল্যায়ন পদ্ধতি শিশুর শ্রবণ, দর্শন এবং অঙ্গ সঞ্চালনার যাচাই করার মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর প্রয়োজন হলে তাকে সহায়তা করা হয়। তার আবেগজনিত, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত তথ্য জোগাড় করা হয়। তার ব্যবহার এবং পড়াশুনোর অগ্রগতির পরিমাপও করা হয়। এই সমস্ত তথ্যগুলো একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত জরুরি কারণ। এর উপর দাঁড়িয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী দিনে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার পরিকল্পনা করা হবে।

3.9 পরিভাষা

এফাসিয়া : এটি একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ বাক্‌শক্তিরহিত। একে অনেক সময় এফেমিয়াও বলা হয়।

এফেমিয়া : এফেমিয়া শব্দের অর্থ হল নতুন কোন কিছু তৈরি করতে পারার অক্ষমতা বা ভাষার ফাঁকফোকরগুলো বুঝতে পারার অক্ষমতা।

অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার : এ.ডি.এইচ.ডি হল কোন কাজ বা বিষয়ে মনঃসংযোগ করার অসুবিধা, একই কাজ নিয়ে টিঁকে থাকতে না পারা, অতিমাত্রায় সক্রিয়তা

ব্রোকা'স এরিয়া অর ওয়রনিক্'স এরিয়া : এটা হল মস্তিষ্কের বাঁ দিকের একটি অংশ যার সাথে কথা বলার ক্ষমতা সরাসরি যুক্ত।

কার্যকরী মূল্যায়ন : উপাদান বা ঘটনা, যা ব্যক্তিকে বিশেষ কিছু ধরনের ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে, তার মূল্যায়ন। এই ব্যবহারের ভিত্তিতে তার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করে।

অতিসক্রিয়তা : এটি একটা অবস্থা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনিয়ন্ত্রিত, এলোমেলো এবং খুব নিম্নমানের অঙ্গসঞ্চালনাগত ব্যবহার।

অন্তর্ভুক্তিকরণ : এটি একটি নীতি যার মাধ্যমে সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সব শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং শ্রেণীকক্ষের সাধারণ নির্দেশ তাদেরও দেওয়া।

বাম গোলার্ধ : বাম গোলার্ধ হল মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি যা স্পর্শজনিত তথ্য গ্রহণ করে এবং শরীরের বিপরীত দিকের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে।

বহুভাষিকতা : এটি হল ভাষার গঠনগত এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ভাবতে এবং প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা।

ব্যাপকতা : যে কোন সময়ে, কোন বিষয়ের সম্পর্কে সংখ্যাগত তত্ত্ব দেওয়া।

3.10 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

1. 'শিখন প্রতিবন্ধকতা' এই শব্দটি বলতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাকে বোঝান হয়। যখন কোন ব্যক্তি সীমিত ক্ষমতা বা বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা না থাকার কারণে সেই সমস্ত কাজ, যার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকমের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় সেগুলো করতে না পারে, তখন ধরে নেওয়া হয় তার মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। অন্যদিকে, যদি এই সীমাবদ্ধতা বিশেষ কোন একটি শিখন পদ্ধতির মধ্যে হয়, বিশেষতঃ ভাষা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় তার শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে। 'শিখন সমস্যা', 'শিখন অসুবিধা', 'শিখন প্রতিবন্ধকতা', 'অকৃতকার্যতা', 'ধীরে শেখে এমন শিক্ষার্থী', 'শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা' এবং এই জাতীয় আরো বেশ কিছু শব্দ শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে, যারা ক্লাসের কোন না কোন পরীক্ষা দিতে গেলে ক্রমাগত এক বা একাধিক বিষয়ে পাশ করতে পারে না। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় তারা শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়েই পড়ছে, যা তাদের শিক্ষক আর অভিভাবকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

2. মনোযোগ সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন অ্যাটেনশান ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার (এ.ডি.এইচ.ডি) এবং শিখন প্রতিবন্ধকতা সাধারণত একই সময়ে ঘটে। কিন্তু এই দুই ধরনের সমস্যা কি এক? না, এই দুই সমস্যা আলাদা এবং খুবই ভিন্ন রকমের সমস্যা। এ.ডি.এইচ.ডি যুক্ত শিশুরা অতিসক্রিয়তা বা অস্থির ব্যবহার করে, অমনোযোগ বা বিচ্যুত হবার সমস্যা দেখায় এবং/বা তারা স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হয়। এই

ধরনের ব্যবহার বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও করে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের স্নায়ুঘটিত প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা আছে, যা তাদের নির্দিষ্ট শিখন দক্ষতা আয়ত্ত করতে বাধা দেয়।

3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ, তারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরই সম্ভব হয়। পড়াশুনোর বাইরে তাদের ক্রিয়াকলাপ যেহেতু স্বাভাবিক হয়, তাই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে অবধি কোন সমস্যা চোখেই পড়ে না। যাইহোক, শিশুর বয়সোচিত শোনার, কথা বলার, অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়, মনোযোগ এবং বিশেষ বিশেষ কিছু কাজকর্মের প্রতি তার মনোযোগ দেখে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই তাকে চিহ্নিত করা যায়, বা সমস্যা আছে, এটা আন্দাজ করা যায়।

4. সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন, এস.এন.ডি.টি উইমেন'স বিশ্ববিদ্যালয় রোগনির্ণয় করা যায় এমন কিছু পরীক্ষা তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ, তাদের ব্যবহারের পরিমাপ এবং চিন্তাভাবনার কৌশলের পরীক্ষা করা যায়। তিনটি ভাষায় শিখন প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ করার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষণ ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের জন্য গণিতের পরীক্ষা (রামা, 1994)—যাতে নির্দিষ্টভাবে তাদের অঙ্ক কষার ক্ষমতার মূল্যায়ন করা যায়। কন্নড় ভাষায় এই একই লেখকের লেখা বই পড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের একেবারে প্রাথমিক স্তরে চিহ্নিত করার জন্য জয়ন্তী নারায়ণ, 1997 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি বলে স্বীকৃত। নিমহন্স (NIMHANS), ব্যাঙ্গালোর, কিছু কিছু পরীক্ষাপত্র তৈরি করেছে, যার দ্বারা চিকিৎসা কক্ষের মতো পরিবেশে শিশুর মানসিক মূল্যায়ন করা যায়। এই পরীক্ষাগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে ব্যবহারিক আর আবেগজনিত সমস্যাগুলো নির্ণয় করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

5. শিশুর বয়সোচিত শোনার, কথা বলার, অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়, মনোযোগ এবং বিশেষ বিশেষ কিছু কাজকর্মের প্রতি তার মনোযোগ দেখে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই তাকে চিহ্নিত করা যায়, বা সমস্যা আছে, এটা আন্দাজ করা যায়। প্রতিদিন যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে বহু বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়।

6. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যার বৃদ্ধি এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া—এই দুটি সমানুপাতিক। তারা এটা চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে অভিভাবকদের মধ্যে তাদের সন্তানদের মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বলে মেনে নিতে খুবই অনীহা থাকার কারণেই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অনেক বেশি সনাক্তকরণ হচ্ছে। শিখন প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধি পাবার পিছনে আরো একটি কারণ আছে যেটি তুলনামূলকভাবে নতুন। আগামী কিছু বছরে হয়ত এই শিশুদের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া কেমন হবে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

3.11 করণীয় কাজ

কিউ1. শিখন প্রতিবন্ধকতার থেকে লঘু মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং সীমান্তরেখায় থাকা বুদ্ধিমত্তার মধ্যে আপনি পার্থক্য নির্ণয় করবেন কেমন করে?

কিউ2. শিখন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার জন্য উপযোগী পদ্ধতিগুলির নাম উল্লেখ করুন।

কিউ3. শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার প্রভাব বা তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

কিউ4. শিখন প্রতিবন্ধকতার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোন কোন শিক্ষাগত মূল্যায়ন পদ্ধতি যুক্ত, তা ব্যাখ্যা করুন।

কিউ5. শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সনাক্তকরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন।

3.12 উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

1. Hallahan, D.P., Kauffman, J.M., and Lloyd, J.W. (1999). Introduction to Learning Disabilities. Massachusetts: Allyn & Bacon.

2. Harn, W.F. and Packard, T. (1985). Early identification of learning disabilities, Journal of Educational Psychology, pp. 597-607.

3. Jayanti Narayan (1997). Grade Level Assessment Device for Children with Learning Problems in Schools, Secunderabad: NIMH

4. Karanth, P. (2009). Children with Communication Disorders, New Delhi: Orient Black Swan.

5. Learner, J.W. (1997). Learning Disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching strategies, New York: Houghton Mifflin Company.

6. NIMH (2003). Educating Children with Learning Problems in Primary Schools. Resource Book for Teachers. A UNDP Project Report, NIMH, Secunderabad.

7. Rama, S. (1994). Arithmetic diagnostic test for primary school children, Regional Institute of Education, Mysore: NCERT.

8. Rama S. (1996). Package on Learning Disabilities. RIE (NCERT), Mysore.

9. Smith, C.R. (1994). Learning Disabilities: The Interaction of Learner Task and Setting (3rd ed.), Boston: Allyn and Bacon.

10. Venkateshwarlu, D. (2005). Source Book for Teachers of Learning Disabled. UGC-DRS' Project.

11. Wallace, G., & Mc. Loughlin, J.A. (1975). Learning Disabilities: Concepts and Characteristics, Columbus : Merrill.

অধ্যায় 4 পদক্ষেপ নেবার ভিত্তি

গঠন

4.1- ভূমিকা

4.2- উদ্দেশ্যসমূহ

4.3- ইন্দ্রিয় এবং বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখন/ভি.এ.কে.টি পদ্ধতি

4.4- শিখন শৈলীসমূহ

4.5- জ্ঞান সংক্রান্ত শৈলীসমূহ

4.6- বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা

4.7- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

4.8- পরিভাষা

4.9- নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

4.10- করণীয় কাজ

4.11- উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

4.1 ভূমিকা

এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হল পদক্ষেপ নেবার কৌশলগুলি কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়, সে সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলির সাথে আপনাদের পরিচিত করানো। আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে একটি শিশু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভালো ফল করে দেখাতে পারছে না?

নীচে উল্লেখ করা উপবিভাগগুলি শিক্ষকদের বুঝতে সাহায্য করবে শিক্ষাকক্ষের বিভিন্ন ধরনের শিখন চাহিদাকে তারা কিভাবে সামলাবেন আর ভালো করে এই চাহিদাগুলো মেটাতে গেলে কি কি সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

4.2 উদ্দেশ্যসমূহ

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা

- নানারকম অনুভূতি এবং তাদের প্রকারভেদ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সংবেদনশীল প্রক্রিয়াকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনের ক্ষেত্রে অনুভূতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইন্দ্রিয়জনিত সমস্যাগুলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভি.এ.কে.টি ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিখন শৈলীগুলির ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিজের এবং শিক্ষার্থীদের শিখন শৈলী এবং বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার মূল্যায়ন করতে পারবেন; এবং
- শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আরো ভাল করে বোঝার জন্য নানারকম জ্ঞান সংক্রান্ত শিখন শৈলী ব্যবহার করতে পারবেন।

4.3 অনুভূতির মাধ্যমে শেখা

একবার একজন শিক্ষক বলেছিলেন...''আমার ক্লাসের কিছু শিক্ষার্থী, আমি যেভাবে পড়াই তাতে খুব বেশি লাভবান হয় বলে আমার মনে হয় না আর ওদের সাহায্য করার আমার সমস্ত চেষ্টাই বৃথা বলে মনে হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন, অন্যরা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে সাড়া দেবার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত আর অসংলগ্ন। তারা অগোছালো ব্যবহার করে, ধীরগতিতে অঙ্গসঞ্চালনা করে, এদের সমন্বয় ক্ষমতা খুবই দুর্বল, নিজেদের কম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কম আত্মবিশ্বাস, অমনোযোগী এবং এই সবকিছুর ফলে এরা পড়াশুনোতে পিছিয়ে পড়ে। আপনারা কি কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবেন, কিভাবে আমি আমার এই ছাত্রদের কাছ অবধি পৌঁছতে পারবো?''

শিখনের ক্ষেত্রে অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি স্পর্শ, প্রতিটি দৃশ্য—যা আমরা দেখছি, প্রতিটি শব্দ—যা আমাদের কানে আসছে—এই সমস্ত কিছুই কোন না কোন অনুভূতির জন্ম দেয়, যা আমাদের মস্তিষ্কে ধরা দেয়। আমাদের ইন্দ্রিয় শরীরের ভেতর এবং বাইরে থেকে নানারকম তথ্য গ্রহণ করে এবং আমাদের সেই তথ্য সরবরাহ করে। আমরা কীভাবে কাজ করব, তার সমস্ত নির্দেশ আমরা পাই এই ইন্দ্রিয়গুলি থেকে। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলো যখন যথাযথভাবে কাজ করে, তখন মস্তিষ্কও যথাযথ তথ্য পায়, এবং তথ্যগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা হয়। এই গোটা পদ্ধতির ফলেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের জগতের আর পরিবেশের স্পষ্ট এবং নির্ভুল ছবি তৈরি করতে পারি, সেখানকার মানুষের সাথে আদান প্রদানও এরই জন্য সম্ভবপর হয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- শ্রবণজনিত—শোনা
- দর্শনজনিত—দেখা
- শ্রবণজনিত ভারসাম্য এবং শরীরের অবস্থান
- স্পর্শজনিত—ছোঁওয়া
- নড়াচড়া সংক্রান্ত
- ঘ্রাণজনিত—গন্ধ এবং
- রসনাজনিত—আস্বাদ।

শিশুরা তাদের শরীর সম্পর্কে জানতে শেখে স্পর্শ, নড়াচড়া এবং শরীরের অবস্থান থেকে। তাদের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে শেখে চোখে দেখে, শব্দ শুনে, গন্ধ এবং স্বাদগ্রহণের মাধ্যমে। শিশুদের গোটা শৈশবকালটা জুড়েই শরীর এবং মনের বৃদ্ধি চলতে থাকে। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা ইন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলে। এই সমস্ত অনুভূতিগুলোও মানুষের বেঁচে থাকা চাহিদা পূরণ করা এবং সুচারুভাবে জীবনযাপনের জন্য ব্যবহার হয়।

কোন কোন শিশু নীচে উল্লেখ করা ব্যবহারগুলো প্রদর্শন করতে পারে—

- অতি বা স্বল্প সক্রিয়তা
- আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, অমনোযোগীতা এবং সহজে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া
- নিজের শরীর সম্পর্কে ন্যূনতম সচেতনতা
- অপরিণত স্থূল (দৌড়নো, কোন কিছু বেয়ে ওঠা) এবং সূক্ষ্ম (আঁকা, কোন কিছু কাটা) অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতা।
- ন্যূনতম দ্বিপার্শ্বীয় সমন্বয় (শরীরের দুপাশকে একসাথে ব্যবহার করা—যেমন কুচকাওয়াজের সময় করা হয়)
- সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়া আর জবুথবু ভাব
- মুখের পেশী চালনার দুর্বলতা (চিবোনো বা কথা বলা)
- সময় বা তাল/ছন্দ সম্পর্কে কোন সামান্য ধারণা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

- মৌখিক নির্দেশে অতি ধীর জবাব দেওয়া বা সংশয়ে ভোগা
- আবেগপ্রবণতা এবং খুব সহজেই হতাশ হয়ে পড়া
- সহজে শান্ত না হতে পারা, সকালে ওঠা বা রাতে ঘুমোনো নিয়ে সমস্যা।

এইসব ব্যবহারের কারণ কি?

উত্তরটা খুবই সহজ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণ

এটি দ্বারা তথ্য সংগঠিত এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালাতে সাহায্য করে। সাধারণ তথ্য প্রক্রিয়াকরণে নীচের ধাপগুলি থাকে।

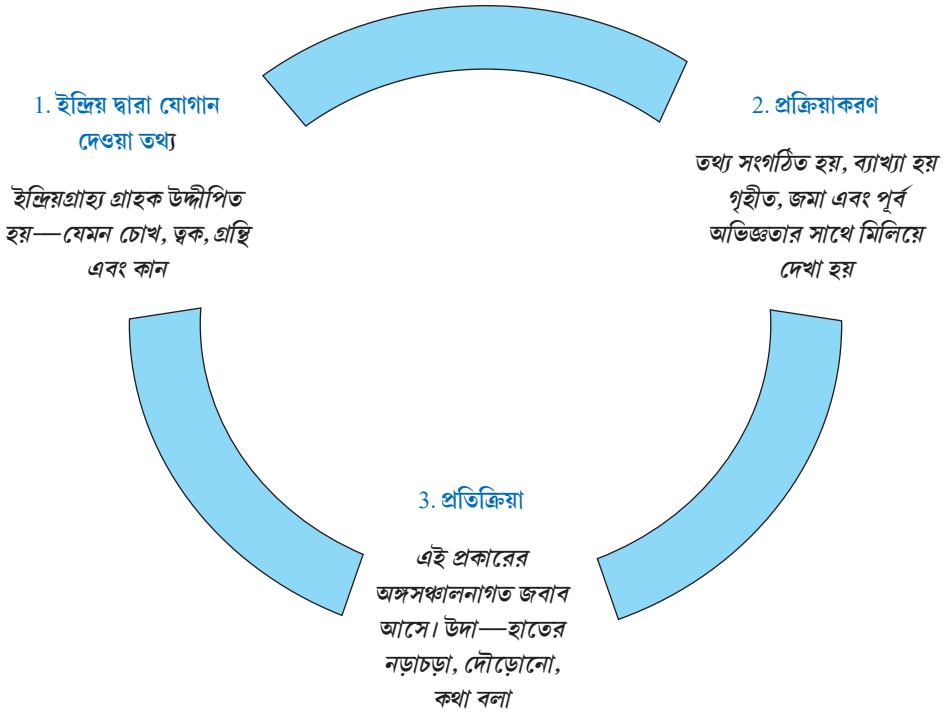

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি, আমাদের মস্তিষ্ক অনুভব করে যে আমরা উপরে উঠছি, সামনে এগোচ্ছি, এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছি, আমরা অচেতনভাবেই কতগুলি প্রতিক্রিয়া দেখাই—যেমন পা ছড়ানো, পা বদলে, দাঁড়ানো। পা আমাদের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে আর খেয়াল রাখে আমরা কোথায় যাচ্ছি।

আমাদের যে যে দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য এই প্রক্রিয়াকরণ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল:

● পড়াশুনোর দক্ষতা	● হাতের
● মনোযোগ	● অন্যের সাথে সুস্থ সম্পর্ক
● শ্রবণ সংক্রান্ত বিভেদ বৈষম্য	● নড়াচড়া
● ভারসাম্য	● দেহের ভঙ্গির স্থিতাবস্থা
● পার্শ্বসঞ্চালনাগত সমন্বয়	● অঙ্গসঞ্চালনাগত পরিকল্পনা
● শরীর সম্পর্কে সচেতনতা	● নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া

● শরীরের অবস্থান	● আত্মবিশ্বাস
● আবেগজনিত সুরক্ষা	● আত্মরক্ষা
● চোখ হাত সমন্বয়	● আত্মনিয়ন্ত্রণ
● চোখ-পায়ের সমন্বয়	● সামাজিক দক্ষতা
● সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা	● স্পর্শজনিত বিভেদ
● নমনীয়তা	● কল্পনা
● চলাফেরার গতি	● দৃষ্টিজনিত বিভেদ
● মহাকর্ষীয় সুরক্ষা	
● স্থূল অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা	

ভেবে দেখুন, যদি আমরা প্রাপ্ত তথ্যকে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ না করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়া এবং উত্তর কি হবে?

অনুভূতি	তথ্য	প্রকারভেদ	প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা
শ্রবণজনিত	আমরা কি শুনছি (শ্রবণজনিত স্মৃতি), একইরকম শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা (শ্রবণজনিত বিভেদ), প্রয়োজনীয় ও অর্থপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দ এবং আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যাখ্যা করতে পারা	শোনা	সংযোগ সাধনে এবং ভাষাগত দক্ষতা গড়ে তোলায় সমস্যা, কোন আওয়াজ এবং শব্দ যা অধিকাংশ মানুষই হয়তো লক্ষ্যই করবে না, তাকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো, যে শব্দগুলো বা আওয়াজ শোনা দরকার, সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া বা সেগুলো সম্পর্কে সচেতন না হওয়া।

দৃষ্টিজনিত	আলো-আঁধারি, রং, নড়াচড়া, ছবি দেখে চিনতে পারা, ঘটনার মূল্যায়ন করতে পারা, বস্তুর আকার, প্রকার এবং অবস্থানের মিল ও অমিল বুঝতে পারা, বস্তুকে তার পটভূমি থেকে আলাদা করতে পারা, মহাকাশে বস্তুর অবস্থান বোঝা, সংখ্যা এবং অক্ষর ডানদিক-বাঁদিক বুঝতে পারা	চোখে দেখা	চোখ এবং হাতের দুর্বল সমন্বয়, লেখা ইত্যাদির মত সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতার অভাব, পড়া ইত্যাদির মত জ্ঞান সংক্রান্ত শৈলীর অভাব।
কানের	অবস্থান সম্পর্কে মাথার অবস্থান, শরীরের ভারসাম্য, ঘাড়, চোখ এবং শরীরের দুই পাশের মধ্যে সমন্বয়, উপর-নীচের নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক	অন্তঃকর্ণের অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথ	দুর্বল পেশী, চোখের আর মাথার নড়াচড়ার দুর্বল সমন্বয় অপটু আর অসংলগ্ন দুর্বল সতর্কতা
স্পর্শজনিত	চাপ, কম্পন, তাপমাত্রা এবং ব্যথা ইত্যাদি সম্পর্কে ভীতিপ্রদ আর ভয় না পাবার অনুভূতি	ত্বক	অনুভূতির ক্ষেত্রে অতি প্রতিক্রিয়া, ব্যতা এবং আরামের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন না থাকা, আবেগজনিত দিকে অরক্ষিত, দুর্বল সামাজিক দক্ষতা, দুর্বল পড়াশুনোর দক্ষতা, নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন না থাকা

নড়াচড়া	অবস্থান, বল, দিক এবং আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, কিভাবে শরীরের গ্রন্থিগুলো বাঁকানো এবং সোজা করা যায়, পেশী সংকোচন-সম্প্রসারণ কিভাবে হয় সে বিষয়ে তথ্য, আমাদের আরামদায়কভাবে হাঁটতে, তাড়াতাড়ি দৌড়তে, সিঁড়ি উঠতে সাহায্য করে।	পেশী এবং গ্রন্থি	জড়তা, অসংলগ্নতা, অগোছালো, যে কোন জিনিসের সাথে ক্রমাগত ধাক্কা খাওয়া, খাওয়া আর কথা বলায় অসুবিধা, পেন্সিল চিবোনো, কাশি

এর থেকে বোঝা যায় যে, তথ্য বোঝা, অতিরিক্ত তথ্য বাদ দিয়ে দেওয়া এবং যে কোন কাজ করার ন্যূনতম সচেতনতা আছে—এই সবগুলি শ্রেণীকক্ষে একজন শিশুর ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে—কারণ শিখন প্রক্রিয়াটি এই সমস্ত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

কিভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যসমূহ সতর্কতাকে প্রভাবিত করে? একজন শিক্ষক হিসেবে এটি, জানা অত্যন্ত জরুরী।

বিল্লুর একটা স্বভাব ছিল, খালি খালি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে যাওয়ার। দুজন শিক্ষক দু'ভাবে তার এই সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

অঙ্কের শিক্ষক বলেন, "তুমি যদি আবার নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যাও, তাহলে দুপুরে খাওয়ার সময় তোমায় কোন ছুটি দেওয়া হবে না। শিক্ষকের এই কথা শোনার পর থেকেই বিল্লুর মাথার মধ্যে এই তথ্য বারবার ঘোরাফেরা করতে থাকে "আমি শান্ত হয়ে বসব, একটুও নড়াচড়া করব না।" এর ফলে সে নিজের জায়গায় বসে রইল, উঠল না। এর কারণ এই চিন্তাটা তার গোটা মস্তিষ্কের ভাবনার অংশ জুড়ে থাকার ফলে মস্তিষ্ক অন্য কোন কাজ করে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ইংরাজীর শিক্ষক লক্ষ্য করেন যে বিল্লুর একটু হাঁটাচলা করা দরকার আর সে যদি একটু হালকা ওজন নিয়ে হাঁটে, তাহলে একটু পরেই বসার প্রয়োজন হবে। তাই তিনি বিল্লুকে কয়েকটা বই লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কাজ শেষ করে বিল্লু ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে আর তার যে কাজ করার ছিল, তা শেষ করে।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিটি আপনার মনে হয় বেশি উপযোগী?

নিজের শিক্ষার্থীদের ভাল করে চিনুন। যদি এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা কোন একটি বিশেষত্বও আপনি এদের মধ্যে লক্ষ্য করেন, তাহলে প্রথমে একটা সাধারণ মূল্যায়ন করে নিন অপ্রথাগত মাপকাঠিতে। তারপর শিশুটিকে সংবেদনশীল অন্তর্ভুক্তিকরণ চিকিৎসার জন্য পেশাগত চিকিৎসাবিদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

টীকা: *সাধারণ/প্রথাবহির্ভূত মূল্যায়ন পত্র সংযুক্ত করা হল*

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির কি ভূমিকা আছে?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই2. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণ কাকে বলে?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই3. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণের সমস্যাযুক্ত শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি (ভি.এ.কে.টি পদ্ধতি)

বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতিকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় ভি.এ.কে.টি পদ্ধতি, যেখানে ভি (V) অর্থাৎ ভিসন বা দৃষ্টি, এ (A) মানে অডিটারি বা কানে শোনা, কে (K) অর্থাৎ কাইনেস্থিটিক বা নড়াচড়ার অনুভূতি এবং টি (T) অর্থাৎ ট্যাকটাইল বা স্পর্শানুভূতি। বহুমাত্রিক অনুভূতির মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি স্নায়ুর মাধ্যমে স্মৃতিশক্তিকে বাড়ায় এবং সংযোগ বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে

অনেক ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের কিছু কিছু বা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে লাগায় নিচে বর্ণিত কাজগুলি করার জন্য:

- যে কাজ করতে হবে, তার সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে;
- যে ধারণাগুলো তারা জানে আর বোঝে, সেইগুলোর সাথে তথ্যগুলো সংযুক্ত করতে;
- ধাপে ধাপে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে তার জন্য যুক্তিগুলো বুঝতে;
- সমস্যা সমাধান করতে গেলে তার পর্যায়গুলো বুঝতে;
- অমৌখিক যুক্তি দিয়ে বোঝার দক্ষতাগুলো খুঁজে বার করতে;
- ধারণাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে; এবং
- তথ্য শিখতে এবং পরবর্তীকালে সেগুলো ব্যবহারের জন্য স্মৃতিতে ধরে রাখতে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়া, লেখা, অঙ্ক কষা, কানে শুনে বোঝা এবং প্রকাশ করার ভাষা এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। বহুমাত্রিক পদ্ধতি তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে শেখার জন্য ব্যবহার করতে সহায়তা করে। অনুভূতি দ্বারা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব একটা জোরের জায়গা থাকে, যাকে বলা হয় শিখন শৈলী। এই শৈলী শিখলে তারা তাড়াতাড়ি, সহজে, শিখতে পারে, মনে রাখতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে চটপট তা প্রয়োগও করতে পারে। তাই এই বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের নানা চাহিদাযুক্ত বহু শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারবেন। এই পদ্ধতিটা কোন বিশেষ দুর্বলতাকেও পূরণ করতে সহায়তা করে।

দৃষ্টিভিত্তিক পড়ানোর পদ্ধতি

- কাগজে আঁকা ছবি, পোস্টার বা মডেল
- চলচ্চিত্র, ভিডিও
- রং দিয়ে বিশেষ বস্তুকে বা তথ্যকে চিহ্নিত করা, তথ্যগুলো একত্রিত করা
- আঁকার মাধ্যমে তথ্যগুলোকে চিহ্নিত করা (লেখার মধ্যে তথ্যের অংশকে একটা বুদবুদের মধ্যে এঁকে দেখানো)
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের তৈরি করা আঁকা, ছবি, গল্প, ভিডিও।

শ্রবণভিত্তিক পড়ানোর পদ্ধতি

- টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে বই পড়ে শোনানো, শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বই পড়ে শোনানো
- ভিডিও, চলচ্চিত্র—তৎসহযোগে ধ্বনি
- গান, বাজনা, সুর, কথা বলা, ছড়া, মৃদু উচ্চারণে কথা বলা, ভাষার খেলা

স্পর্শভিত্তিক পড়ানোর পদ্ধতি

- ছোট ছোট বস্তু, যাকে বলা হয় ‘গণিতের খেলা’ নিয়ে গোনা শেখানো, যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ শেখানো
- কাদামাটি বা অন্য পদার্থ দিয়ে, কাগজের মণ্ড দিয়ে মডেল বানাতে শেখানো
- বালি, খসখসে বস্তু ব্যবহার করে আঙুলের মধ্যে রং দিয়ে আঁকা, ধাঁধার খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্ম অঙ্গচালনা অভ্যাস করা।

হাত-পা চালনার মাধ্যমে পড়ানোর পদ্ধতি

- লাফান দড়ি, হাততালি দেওয়া, পায়ে আওয়াজ করা বা অন্যান্য শারীরিক কসরতের সাথে গোনা, বিষয়বস্তুর উপর গান গাওয়া।

- যে কোন বৃহৎ অঙ্গসঞ্চালনার কাজ, যেমন নাচা, বাস্কেটবল খেলা, যাতে মাথা খাটাতে হয়, এমন কোন খেলা, যেমন তাসের খেলা, সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

4.4 শিখন শৈলীসমূহ

শিক্ষার্থীরা নানাভাবে শেখে—যেমন দেখে, শুনে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে যে কোন একটিই বিশেষভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের পছন্দসই শিখন শৈলী বেছে নেয়, তখন তারা ভালোভাবে শেখে এবং ভাল ফল করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যারা দৃষ্টিভিত্তিক শিখনশৈলীতে অভ্যস্ত, পরীক্ষার সময় রচনা লিখতে গিয়ে তাদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে কারণ যে পড়া তারা শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর সময় কানে শুনেছিল, সেগুলোকে কোনমতেই তারা মনে করতে পারে না। কিন্তু এই একই শিক্ষার্থীরা যদি পড়ার সময় দৃষ্টিভিত্তিক কোন কিছুর সাহায্য নিয়ে পড়ে যেমন পরীক্ষার পড়ার তলায় রঙিন রেখা দিয়ে দাগ দেওয়া ইত্যাদি, তাহলে তারা অনেক ভাল ফল করতে পারবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশে যে কোন তথ্য পরিবেশিত হয় মূলতঃ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং বিদ্যালয়ে দেওয়া যে কোন কাজেরই সাফল্য নির্ভর করে স্পর্শ-শ্রবণভিত্তিক শিখন শৈলী (শৈশবে যখন শিশু জিনিসপত্র ছুঁয়ে আর খুঁজে খুঁজে শেখে) থেকে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিখন শৈলীতে উত্তীর্ণ হবার মধ্যে দিয়ে।

ওয়াইন ব্রেনার বলেছেন যে, যে কোন সাধারণ শ্রেণীর শিখন শৈলীর দিকে তাকালে আমরা নীচের তালিকাটি দেখতে পাব:-

- 35-55% শ্রবণভিত্তিক শিক্ষার্থী
- 30-35% দর্শনভিত্তিক শিক্ষার্থী
- 15-30% স্পর্শ এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে শিখছে এমন শিক্ষার্থী।

তাই, শিক্ষকরা বেশিরভাগ সময়েই 'চক এবং কথা বলা' এই দুই পদ্ধতিকে ব্যবহার করার ফলে দর্শন এবং স্পর্শ নড়াচড়া ভিত্তিক শিক্ষার্থীরা সহজে এই ধরনের আদানপ্রদান থেকে খুব বেশি লাভবান হয় না।

দর্শন/দৃষ্টি ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য:- এই শিক্ষার্থীরা যে কোন জিনিস দেখে তা থেকে শেখে। এই শিক্ষার্থীরা

- ✓ বানানে ভাল কিন্তু নাম ভুলে যায়
- ✓ পড়াশুনোর জন্য শান্ত পরিবেশ চায়
- ✓ যে কোন বক্তৃতা শুনলে তা বুঝতে সময় নেয়
- ✓ রং এবং ফ্যাশন পছন্দ করে
- ✓ কাজের খাতার পাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে
- ✓ পড়ার বইয়ের মধ্যে ছবি ইত্যাদিতে (চার্ট, ছবি, লেখচিত্র) আগ্রহ প্রকাশ করে
- ✓ কানে শুনতে শুনতে আঁকতে থাকে
- ✓ ধাঁধা ইত্যাদি নিয়ে খেলতে পছন্দ করে

❖ শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য কৌশল

- ✓ তথ্য দেবার জন্য ঘটনাগুলির ম্যাপ বা তালিকা তৈরি করে দেওয়া-কথার মাধ্যমে তথ্য না দেওয়া
- ✓ বাক্যগুলোর ছবি আঁকা

- ✓ শব্দগুলো রঙ করে দেওয়া
- ✓ ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করা
- ✓ শব্দের তলায় দাগ দেওয়া বা রং দিয়ে দৃষ্টিগোচর করে দেওয়া, বা গোল করে দেওয়া
- ✓ রূপরেখা পড়ে শোনানো
- ✓ ভিডিও দেখানো, কোন কিছু পড়ে শোনানোর বদলে করে দেখানো
- ✓ শিক্ষার্থীরা ভুল করলে তাদের সঠিক বিষয়টি দেখিয়ে দেওয়া
- ✓ রহস্য রোমাঞ্চ, হাস্যরসে ভরা গল্প ব্যবহার করা

শ্রবণভিত্তিক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য: এই শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভাল শিখতে পারে কানে শুনে। এই শিক্ষার্থীরা

- ✓ জোরে জোরে পড়তে ভালবাসে।
- ✓ মুখ বুঁজে পড়লেও ঠোঁট নড়তে থাকে।
- ✓ মন দিয়ে শোনার ক্ষমতা আছে।
- ✓ অক্ষর এবং ধ্বনিকে মেলাতে পারে।
- ✓ শ্রেণীকক্ষে বলতে ভয় পায় না।
- ✓ খুব ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে।
- ✓ নাম মনে রাখতে পারে।
- ✓ মৌখিক নির্দেশ ভাল করে বুঝতে পারে।
- ✓ যে কোন তথ্য মনে রাখার জন্য নিজেই নিজের সাথে কথা বলে।
- ✓ ক্রমাগত বকবক করে।
- ✓ স্টেজে উঠে অভিনয় করতে পছন্দ করে।

❖ শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য কৌশল

- ✓ শ্রেণীকক্ষে দেওয়া বক্তৃতাগুলো রেকর্ড করে রাখা
- ✓ যা শেখানো হয়েছে, তা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করা
- ✓ চোখ বন্ধ করে বারবার পড়া আওড়ানো
- ✓ দলগত আলোচনায় যোগদান করা।

কাইনেসথেটিক শিক্ষার্থী: এই গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ হাতে-কলমে কাজ করে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে। এরা

- ✓ খুবই গোছালো
- ✓ সাধারণভাবে প্রতিযোগিতা পরায়ণ
- ✓ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না
- ✓ যে কোন জিনিস ছুঁয়ে দেখতে ভালবাসে
- ✓ বানানে ভাল হয় না
- ✓ হাতের লেখায় ভাল হয় না
- ✓ খুব জোরে গান চালিয়ে পড়তে পছন্দ করে
- ✓ অভিনয় করতে ভালবাসে
- ✓ পড়তে পড়তে বিশ্রাম নেয়
- ✓ অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চললে খুব সহজেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলে
- ✓ নানারকম মূর্তি বানায় আর নাচতে ভালবাসে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

❖ শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য কৌশল

- ✓ ছোট ছোট করে, ভেঙে ভেঙে পড়া
- ✓ শিখন অভিজ্ঞতার শুরুতেই সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে উদাহরণ পেয়ে যাওয়া
- ✓ হাতে-কলমে কাজ করা
- ✓ শিখতে শিখতে নড়াচড়া করা
- ✓ কোন ঘটনা বা গল্পকে নাটকের মাধ্যমে করে দেখানো
- ✓ উত্তেজনাপূর্ণ, দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর গল্পের মাধ্যমে শেখানো
- ✓ যাদুঘর বা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যাওয়া
- ✓ স্মৃতিশক্তি ব্যহার করতে হয় এমন খেলা খেলানো।

মূল্যায়নের সময়েও নানা রকমের প্রয়োজনীয় অভিযোজন করা হয়। যারা দর্শনভিত্তিক শিক্ষার্থী, তারা ভাল ফল করতে পারে, যদি পরীক্ষাতে ছবি, রচনা এইসব থাকে—তাকে কানে শুনে উত্তর দিতে বলার বদলে যদি ছবি দেখিয়ে উত্তর দিতে বলা হয়। ঠিক একইভাবে, শ্রবণভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য মৌখিক পরীক্ষা এবং লিখিত উত্তর উপযোগী। নড়াচড়ার মাধ্যমে যারা শেখে তারা সবচেয়ে ভাল ফল করতে পারে যদি পরীক্ষার মধ্যে ছোট সংজ্ঞা, শূন্যস্থান পূরণ এবং বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন থাকে।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে
খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই4. শিখন শৈলী কাকে বলে এবং এই শৈলীর সম্পর্কে জ্ঞান শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই5. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করার সময় আপনারা কি ধরনের অদল-বদল/অভিযোজন করবেন?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.5 জ্ঞানসংক্রান্ত শৈলীসমূহ

সূরজ প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা তাকে অতিসক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন। ওর শিক্ষিকা ওকে কোন শব্দ না করে একটা শিক্ষামূলক খেলনা বেছে নিয়ে খেলতে নির্দেশ দিয়ে শ্রেণীকক্ষের অন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সূরজ একটা খেলা থেকে আরেকটা খেলায় সরে যেতে থাকে, কোনটাই পুরোপুরি শেষ করে না। অভিজ্ঞতা থেকে সে প্রায় কিছুই শিখতে পারে না। অন্যদিকে, ওর সহপাঠী গুঞ্জন সূরজের মতো একই নির্দেশ পেয়েও নিজের কাজ শেষ করে। সে একটা খেলনা বেছে নেয় আর সেটা নিয়েই বার বার খেলতে থাকে যাতে তার কাজের মান আর নম্বর—দুটোই বাড়ে।

গুঞ্জন বুঝতেই পারে না খেলতে খেলতে কখন সময় পেরিয়ে গেছে। অন্যদিকে সূরজের মনে হতে থাকে, তাকে অনেক বেশি সময় দেওয়া হয়েছে। এরপর শিক্ষিকা এদের দুজনকেই ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তারা যে যে খেলনাগুলো নিয়ে খেলেছিল, সেগুলো সম্বন্ধে বলতে। সূরজ সবচেয়ে আগে হাত তোলে, কারণ সে এই সবকটা খেলা খেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন কোন একটা বিশেষ খেলা সম্পর্কে বলতে বলা হয়, তখন দেখা যায় গুঞ্জন সেটা অনেক ভালোভাবে বলার জন্য প্রস্তুত।

একজন শিশু কি তবে অন্য একজনের চেয়ে ভালো?

শিখন প্রতিবন্ধকতাকে অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের কাজ জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, কারণ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কিছু ভাবে সমস্যা সমাধান করতে বাধ্য করা হয়, যা তাদের শিখন শৈলী নয়। এই কারণে, জ্ঞানসংক্রান্ত শিখনশৈলী জগতের সাথে কাজ এবং আদান-প্রদান করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

গুঞ্জনের জ্ঞানসংক্রান্ত শৈলী প্রতিফলনকারী এবং সূরজের শৈলী হল আবেগজনিত। স্কুলের কাজ করার জন্য আবেগজনিত শৈলীর চেয়ে প্রতিফলনকারী শৈলী অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। যে সব শিক্ষার্থীরা শিখন সমস্যায় ভুগছে, তাদের হয়তো শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিজের ক্লাসের চাহিদা অনুযায়ী তারা ফল করে উঠতে সক্ষম হয় না। এই অক্ষমতাই অকৃতকার্যতা আর তথ্য ব্যবহারের সমস্যা বলে প্রতিফলিত হয়। যখন পাঠ্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদের শিখনশৈলীর মেলবন্ধন ঘটে আর শিক্ষার্থীদের তাদের শেখার জন্য উপযোগী শিখন কৌশল শেখানো হয়—এই শিক্ষার্থীরাই ভালো ফল করতে পারে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের শিখন শৈলী দেখা যায়।

- *আবেগপ্রবণ এবং প্রতিফলনশীল শিক্ষার্থী*

  শিখন প্রতিবন্ধকতায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থী অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই শিখনশৈলীর শিক্ষার্থীদের মনোযোগের পরিসর খুবই অল্প হয়, সহজেই বিচ্যুত হয়, ভাবনাচিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এরা চঞ্চল, বেশিক্ষণ মনঃসংযোগ করতে পারে না—অল্পেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে আর ফলাফল কি হতে পারে, তার চিন্তা না করেই প্রতিক্রিয়া দেখায়। এর প্রধান কারণ হল এরা নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের গতিবিধিই বুঝে উঠতে পারে না। আবেগপ্রবণ শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলতে পারে। কারণ, ভুল হল কিনা, তা খুঁটিয়ে দেখার সময়ই নেই তাদের। এরা সম্পূর্ণ বিষয়ের উপর মনোযোগ দিতেই পছন্দ করে—বিষয়টিকে আংশিকভাবে বা তার সারমর্ম বুঝতেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাই কোন বিষয়কে বৃহৎ আকারে বিশ্লেষণের কাজ তারা ভালভাবে করতে পারে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

প্রতিফলনশীল শিক্ষার্থীরা অতিমাত্রায় লক্ষ্যে স্থির থাকার চেষ্টা করে, সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক সময় নেয়, ছোটখাটো, খুঁটিনাটি বিষয়ের বা তথ্যের উপর এত দীর্ঘ সময় ধরে মনঃসংযোগ করে যে মূল বিষয় থেকে সরে যায়। এরা জবাব দিতে অনেক সময় নেয় এবং উত্তর এবং ব্যবহার দু'দিক থেকেই তথাকথিত ''সঠিক'' বলে চিহ্নিত হয়—কারণ, এরা সবসময় ভুল হয়ে যাবার ভীতিতে ভোগে। এই শৈলীর শিক্ষার্থীরা সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে ভালবাসে আর তাই সবকিছুতেই অনেক সময় নেয়।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রতিফলনশীল শিক্ষার্থীদের বেশি পছন্দ করে কারণ শ্রেণীকক্ষের কাজের জন্য খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া আর ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়া খুবই জরুরি বলে মনে করা হয়। যদিও আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করতে পারে। তারা সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে না। যে কোন পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্রটা তারা ধরতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এই ধরনের সর্বজনীন শিক্ষার্থীর জন্য একেবারেই উপযুক্ত না। অতএব, এই ধরনের শিশুরা সহজেই অকৃতকার্য্য হয়।

- *স্বল্প ও উচ্চ ধারণাযুক্ত শিক্ষার্থী*—শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে দিয়ে তাদের নির্দেশ দেন গল্পটাকে মনে রাখতে/মুখস্থ করতে। কোন কোন শিক্ষার্থী চাইছিল যাতে গল্পটা পড়ার আগেই শিক্ষক তাদের কি প্রশ্ন আসতে পারে, সেটা বলে দেন, এর ফলে তারা গল্পটা আরো অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে আর পরবর্তী কালে প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আবার চায় যে, আগে গল্পটা শুনে নিয়ে নিজেদের মতো করে প্রশ্নের উত্তর দিতে—তারা গল্পে কি শুনেছে, তার থেকে উত্তর দিতে চায় না।

স্বল্প ধারণাযুক্ত শিক্ষার্থী—এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিয়মকানুনের উপর নির্ভরশীল এবং নিজেদের মত করে নতুন কোন নিয়ম তৈরি করতে পারে না। তারা নিজেদের শিখন শৈলী নিজেরাই বুঝতে পারে না, তাই শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চললে, ভালো ফল করতে পারে। যে কাজটা করতে হবে, তার নিয়মকানুন যদি তারা আগে থেকে জানতে পারে, তাহলে কিভাবে শিখবে আর কিভাবে কাজটা করতে হবে, তার ধাপগুলো তারা বুঝতে পারে। উদাহরহণ হিসেবে বলা যায় যে এদের সব প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দিতে হবে আর উদাহরণ দিয়ে এই তথ্যগুলো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেই কাজটা তারা করতে পারবে।

উচ্চ ধারণাযুক্ত শিক্ষার্থী—এরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ম তৈরি করতে সক্ষম, কি কৌশলে কাজ করবে, সেটাও নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যদের কথা শুনতে আর তাদে দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে। কখনো কখনো সমস্যার সমাধান করার জন্য অন্য কৌশলও তৈরি করতে পারে। এরা অনুসন্ধিৎসু হয়। কঠিন তথ্যও নিজে নিজেই শিখতে পারে আর দৃঢ়চেতা থাকতে পছন্দ করে। কোন কিছু আবিষ্কার করার ভঙ্গিতে এরা শেখে—যেখানে তাদের প্রজেক্টের কাজ করতে হয়, গবেষণা করতে হয়। এরা শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়াই নিজেরা বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের কাজ এই সব শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেন ''এই সমস্যা তোমরা কিভাবে সমাধান করবে'' অথবা ''এই ঘটনাটা কেন ঘটছে?'' এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কোন বিকল্প উত্তর বলে না দেন তাহলে স্বল্প ধারণাযুক্ত শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে পারবে না। লক্ষণীয় যে, বেশিরভাগ শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থী স্বল্প ধারণাযুক্ত।

- *এককালীন এবং ধারাবাহিক শিক্ষার্থী*

শ্রেণীকক্ষে ইংরাজীর শিক্ষক একটা কাজ করতে দিয়েছিলেন। একটি শব্দ কানে শুনে, দেওয়ালে টানানো শব্দ তালিকা থেকে সেটিকে খুঁজে বার করে তারপর লেখা। কাজটা একটা সীমিত সময়ের মধ্যে করার কথা প্রত্যেকের। কিছু শিক্ষার্থী সময়ের অনেক আগেই কাজটা শেষ করে ফেলে, কারণ তারা গোটা তালিকাটিকে

পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল, গোটা কাজটা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল, আর সঠিক শব্দটিও নির্বাচন করতে পেরেছিল। অন্যদিকে যারা শব্দ পাবার জন্য প্রত্যেকটা তালিকা আলাদা আলাদা করে খুঁজছিল, তাদের অনেক বেশি সময় লাগছিল উত্তর দিতে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা এককালীন শিখন প্রক্রিয়া পছন্দ করে, তারা সেইসব কাজ খুব ভাল করে করতে পারে যেখানে স্থানসংক্রান্ত ধারণা বোঝার ব্যাপার থাকে—যেমন দুই আকারের দুটো গ্লাস কিন্তু তাতে সম পরিমাণ জল আছে, তাদের ভিতরে তুলনা করা বা দুটো সরলরেখার ভেতরকার দূরত্ব যখন বাড়ে, তখনও কি তাদের দৈর্ঘ্য একই থাকে কিনা ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ধারাবাহিক শৈলীর শিক্ষার্থী, তারা ভাষা এবং ধ্বনিকে ক্রমান্বয়ে সাজাতে পারে, পড়া এবং বোঝার ক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষের কাজে সাফল্য পেতে গেলে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি এবং অঙ্গসঞ্চালনা, যেমন লেখা, খেলাধূলা, নাচ, ইত্যাদি এককালীন প্রক্রিয়া এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেমন শোনা এবং মৌখিক কাজ যেমন পড়া, শেখা এবং মুখে বলা—এই দুই প্রক্রিয়ারই সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা এই দুই প্রক্রিয়াই অনুপযুক্তভাবে ব্যবহার করে। যদিও বা তারা কোন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়, তাহলেও এত বেশি সময় নেয় যে, কাজ করার পুরো আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই6. শিক্ষক হিসেবে স্বল্প ধারণাযুক্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোন কৌশল অবলম্বন করবেন?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই7. আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য কি?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা

বিদ্যালয়ে অনেক কল্পনাপ্রবণ শিক্ষার্থীকে সহজে চোখেই পড়ে না। আর সেই কারণেই অনেক শিশুর প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। কারণ শিক্ষকদের নজর বেশিরভাগই থাকে সংখ্যা, শব্দ ইত্যাদির উপর—তারা ছবি বা আঁকা বা খেলাধূলার উপর তেমন নজর দেন না। এদের মধ্যে অনেক শিশুই পরবর্তীকালে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ববিদ, হাওয়ার্ড গার্ডনার চিন্তা এবং শিখনের মোট আটটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। তাঁর মতানুযায়ী, একটি শিশু হয়তো অন্য আর একজনের তুলনায় কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি বুদ্ধিমান হতেই পারে। কিন্তু সবারই নিজস্ব জোর এবং দুর্বলতা থাকে। শেখার 'সবচেয়ে ভালো' কোন পন্থা হয় না, সব পথই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী তার পছন্দসই পথ বেছে নিতে পারে বোঝা এবং শেখার জন্য। গার্ডনারের আট প্রকারের বুদ্ধিমত্তা হল:-

- ভাষাগত/মৌখিক
- গাণিতিক/যৌক্তিক
- দৃষ্টিজনিত/স্থানিক
- অঙ্গসঞ্চালনাগত
- সাঙ্গিতিক
- আন্তর্ব্যক্তিক
- আন্তঃব্যক্তিক
- প্রাকৃতিক

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শুধুমাত্র দুই ধরনের পদ্ধতি নিয়েই কাজ করে—ভাষাগত/মৌখিক এবং গাণিতিক-যৌক্তিক। এর অর্থ হল, যে শিশু পড়তে, বানান করতে বা অঙ্ক করতে পারে, তাহলে সেই কি ক্লাসে প্রথম হবে? অনেক শিশু এগুলো করতে না পারলেও অন্য আরো অনেক কিছুতে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে পারে। কিন্তু এইসব শিশুদের সচরাচর 'শিখন প্রতিবন্ধী' হিসেবে চিহ্নিত হবার ঝুঁকি থেকেই যায়।

অঙ্গসঞ্চালনা করে এমন শিশুরা শ্রেণীকক্ষে চুপ করে বসে থাকতে পারেই না। এদের তখন অতিমাত্রায় সক্রিয় বলে ধরে নেওয়া হয়। স্থানিক পদ্ধতির শিশু, যারা ছবি বা আঁকা ছাড়া শিখতে পারে না, তাদের 'ডিস্‌লেক্সিয়া' আছে, এমনটাই ধরে নেওয়া হয়, কারণ তারা বিমূর্ত সংখ্যা বা অক্ষর ছাড়া শিখতে পারে না—অথচ এগুলোকে ছবিতে বা আঁকা দিয়ে বোঝানোই যায় না। এই শিশুরা শ্রেণীকক্ষের পড়ানোর দ্বারা খুব ভাল শিখতে পারে না। এদের যদি বুদ্ধি অনুযায়ী সঠিক নির্দেশ দেওয়া যায়, তাহলে অনেক শিশুই শ্রেণীকক্ষের পড়ানো থেকে উপকৃত হতে পারবে।

গার্ডনারের বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশুরা যে আটটি প্রকারে শিখতে পারে, তার একটি রূপরেখা নীচে বর্ণনা করা হল।

যে সমস্ত শিশু অতিমাত্রায়	ভাবনা	ভালোবাসা	চাহিদা
মৌখিক-ভাষাগত	শব্দের মাধ্যমে	পড়া, লেখা, গল্প বলা এবং শব্দের খেলা	গল্পের বই, গল্প খবরের কাগজ, আলোচনা, টেপ রেকর্ডার

গাণিতিক	যুক্তির মাধ্যমে	প্রশ্ন করা, ধাঁধাঁ সমাধান করা, গণনা করা	অঙ্কের মাধ্যমে যে সব খেলা হয়, সেগুলো নিয়ে খেলা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, তারামণ্ডলে বেড়াতে যাওয়া, যাদুঘর ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি
দৃষ্টিজনিত-স্থানিক	ছবি এবং প্রতিচ্ছবির মধ্যে দিয়ে	আঁকা, কল্পনা করা, নকশা বানানো	ছায়াছবি, ভিডিও, খেলনা ব্লক, ধাঁধাঁ, পাজল, ছবির বই
অঙ্গসঞ্চালনা	নড়াচড়ার মাধ্যমে	নাচ, গান, লাফানো, জিনিস তৈরি করা, ছোঁওয়া, নকল করা	থিয়েটার, নাটক, নড়াচড়া, জিনিস তৈরি করা, খে লা, শারীরিক কসরৎ, হাতে-কলমে শেখা
সাঙ্গিতিক	ছন্দ আর সুরের মাধ্যমে	গান গাওয়া, শিস দেওয়া, গুনগুন করা, হাত আর পায়ে তাল	বাদ্যযন্ত্র, বাড়ি আর বিদ্যালয়ে গান চালানো, গানের অনুষ্ঠানে যাওয়া
আন্তব্যক্তিক	অন্যের দেওয়া ধারণা দিয়ে কাজ করা	এগিয়ে নিয়ে যাওয়া/ সংগঠিত করা, যুক্ত করা, কারসাজি করা, মধ্যস্থতা করা এবং পার্টি করা	বন্ধুবান্ধব-সামাজিক জমায়েত পাড়ার অনুষ্ঠান
আন্তঃ ব্যক্তিক	তাদের চাহিদা, অনুভূতি এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করা	বৃহত্তর উদ্দেশ্য তৈরি করে দেওয়া, স্বপ্ন দেখা, পরিকল্পনা করা এবং সময়ে নিজেদের সম্পর্কে প্রতিফলন করা	নিজের সাথে সময় কাটানো, পছন্দসই কোন কাজ করা
প্রাকৃতিক	প্রকৃতির মাধ্যমে	পোষা প্রাণীদের সাথে সময় কাটানো, বাগান করা, অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির সাথে জুড়ে থাকা, পশুপালন ইত্যাদি করা, প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল	প্রকৃতির সাথে থাকার জন্য সময় বার করে নেয়, পশুপক্ষীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ খোঁজে, দূরবীন দিয়ে অনেক দূরের জিনিসকে কাছে এনে লক্ষ্য করে

চিন্তা এবং শেখানোর আটটি পদ্ধতিকে গার্ডনার যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

বুদ্ধিমত্তা	শেখানোর জন্য ক্রিয়াকলাপ	শেখানোর জন্য যে সব বস্তু ব্যবহার করা হবে	নির্দেশ দানের কৌশল
ভাষাগত	বক্তৃতা, আলোচনা, শব্দে খেলা, গল্প বলা, ডায়েরি লেখা	বই, টেপ রেকর্ডার, টাইপ রাইটার, টেপ করা বই	পড়তে হবে, লিখতে হবে, কথা বলতে হবে, শুনতে হবে

গাণিতিক-যৌক্তিক	মাথা খাটাতে হয় এমন কিছু, সমস্যা সমাধান করা, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মানসিক গণনা, সংখ্যার খেলা	ক্যালকুলেটার, গাণিতিক ধাঁধাঁ, বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রপাতি, অঙ্কের খেলা	সংখ্যার দ্বারা পরিমাপ করতে হবে, বিশ্লেষণমূলকভাবে ভাবতে হবে, যুক্তি নিয়ে সাজাতে হবে, এগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে
দৃষ্টিজনিত স্থানিক	যেগুলো চোখে দেখা যায় এমন উপস্থাপনা, আঁকাজোকা, কল্পনাশক্তি দিয়ে খেলতে হয়, এমন খেলা	লেখচিত্র, ম্যাপ, ভিডিও, লোগো খেলনা, আঁকানোর সামগ্রী, ক্যামেরা, ছবির লাইব্রেরি	দেখতে হবে, আঁকতে হবে, কল্পনা করতে হবে, রং করতে হবে
অঙ্গসঞ্চালনা	হাতে-কলমে শেখা, নাটক, শারীরিক কসরৎ করতে হয় এমন খেলা, বিনোদনমুলক কাজকর্ম	বিল্ডিং ব্লক, কাদামাটি, খেলাধূলার সরঞ্জাম, কসরৎ করা শেখা যায় এমন কাজকর্ম	তৈরি করতে হবে, ছুঁয়ে দেখতে হবে, নাচতে হবে, অভিনয় করতে হবে
সাঙ্গীতিক	ছন্দের/তালের মাধ্যমে শেখা, শেখানোর জন্য গান ব্যবহার করা	টেপ রেকর্ডার, টেপের সংগ্রহশালা, বাদ্যযন্ত্র	গান করতে হবে, গান শুনতে হবে
আন্তর্ব্যক্তিক	একসাথে শোনা, সঙ্গীতের শেখানোর জন্য পাড়ার/ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, সামাজিক জমায়েত	বোর্ড গেম, নাটক করে দেখানোর জন্য সরঞ্জাম	শেখাতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে, আদান-প্রদান করতে হবে
আন্তঃব্যক্তিক	ব্যক্তিবিশেষের পরিচিতি স্বতন্ত্রভাবে পড়া, আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তোলা	নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য সরঞ্জাম, ডায়েরি, প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য সামগ্রী	নিজের জীবনের সাথে মেলাতে হবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পছন্দ তৈরি করতে হবে, পুরো পদ্ধতির প্রতিফলন করতে হবে
প্রাকৃতিক	প্রকৃতি পাঠ, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা, পশুপাখির প্রতি যত্নশীলতা	গাছপালা, পশুপাখি, দূরবীন, বাগান করার সরঞ্জাম	প্রাণ আছে এমন বস্তুর সাথে এবং প্রাকৃতিক তত্ত্বের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

4.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

- অনুভূতি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমরা কিভাবে আভ্যন্তরীণ এবং বর্হিজগতের পরিবেশকে বুঝব, সেটা ব্যাখ্যা করতে। অধিকাংশ সময়েই এই ব্যাখ্যাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আর তাৎক্ষণিকভাবে হয়। এটি আমরা যে কাজ করছি, তাতে মনঃসংযোগ করতে এবং অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের কাছে আসা তথ্যগুলোর প্রক্রিয়াকরণে যাতে আমাদের কম সময় লাগে তাতে সাহায্য করে। সমস্যা তৈরি হয় যখন আমাদের মস্তিষ্ক এই জটিল প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় বা দক্ষতার সাথে সামলাতে পারে না, আর তারই ফলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পারিপার্শ্বিকের সাথে আদানপ্রদান বা সাফল্যের সাথে কোন কাজ করে উঠতে পারি না।
- বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়সৃষ্ট অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণ বলতে একাধিক ইন্দ্রিয় থেকে আগত তথ্যকে একই সময়ের মধ্যে গ্রহণ, ব্যাখ্যা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের দক্ষতাকে বোঝানো হয়েছে। শব্দ, দর্শন, চিত্র, নড়াচড়া, মাধ্যাকর্ষণের টান, স্পর্শের অনুভূতি, গন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে এই তথ্যগুলো আসে। বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়সৃষ্ট অনুভূতির প্রক্রিয়াকরণ শেখা এবং মনে রাখাকে উন্নত করে।
- শিখন শৈলী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দ যেখানে শিক্ষার্থী কোথা থেকে, কখন আর কিভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ করবে, সেটা সম্পূর্ণ তারই উপর নির্ভর করবে। দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে শেখে যে শিক্ষার্থী, সে প্রাপ্ত তথ্যকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে যখন সে যা শিখছে, তা চোখে দেখতে পায়। শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষার্থীরা তথ্য সম্পর্কে কানে শুনলে তবেই সেই তথ্য শিখতে পারবে। স্পর্শ এবং অঙ্গসঞ্চালনার মাধ্যমে যারা শেখে, তারা সবচেয়ে ভালো করে শিখতে পারবে যে কোন বস্তু নিয়ে খেলা বা ব্যবহারের মাধ্যমে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের শিখনশৈলীর মধ্য দিয়ে তার আশেপাশের পৃথিবী ও মানুষের সাথে সংযোগ তৈরি করে ও আদানপ্রদান করে। এই কৌশল আর শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা সমস্যা সমাধানের কৌশল যখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সাথে মিলে যায়, তখন শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভাল শিখতে পারে। নইলে তারা অকৃতকার্য হয়।
- বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই এই আট প্রকারের বুদ্ধিমত্তা আছে এবং এই প্রকারভেদগুলো একসাথে মিলেমিশে এক অনন্য প্রকার তৈরি হয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কাজ করে। কিছু কিছু মানুষ তো এই আটটি প্রকারেই অসম্ভব ভালভাবে কাজ করে। যদি কারুর মধ্যে এই আটটি প্রকারের সবকটি দেখা না-ও যায়, তবুও পরবর্তীকালে এগুলোর সব কটিই তার মধ্যে তৈরি হতে পারে। যথাযোগ্য উৎসাহ আর নির্দেশ পেলে সকলেই এই বুদ্ধিমত্তা অনুসারে ভাল কাজ করে দেখাতে পারে।

4.8 পরিভাষা

ভি.এ.কে.টি (VAKT) : Visual – V –দৃষ্টিজনিত
Auditory – A – শ্রবণজনিত
Kinesthetic sense – K – অঙ্গসঞ্চালনাগত
Tactile – T – স্পর্শজনিত

আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থী : যে সব শিক্ষার্থীদের মনোযোগ স্বল্প, সহজেই বিচ্যুত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় হঠকারিতা করে

প্রতিফলনশীল শিক্ষার্থী : যে সব শিক্ষার্থীরা দেরিতে জবাব দিলেও তাদের ব্যবহার এবং জবাব দুই-ই সঠিক হয়।

4.9 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

ই1. শিখন পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে সঠিকভাবে বোঝা খুবই দরকার আর ঠিক সেই কারণেই অনুভূতি এত গুরুত্বপূর্ণ। অনুভূতি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার উপরেই নির্ভর করে এক একজন ব্যক্তি অনুবৃতির দ্বারা কি তথ্য সংগ্রহ করবে, তার উপর নির্ভর করবে সে কেমনভাবে কাজ করবে। আমাদের মস্তিষ্ক অনুভূতির থেকে যে তথ্য পায়, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে আর তারপরেই সে নির্ভুল ছবিটা পায়। কোন ব্যক্তিকে দিয়ে অর্থপূর্ণ কাজ করাতে হলে মস্তিষ্কে তার নির্ভুল চিত্র থাকা একান্ত জরুরি।

ই2. প্রতিদিনের জীবনের তথ্যগুলিকে সংগঠিত আর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকেই বলা হয়।

ই3. গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল:-

- মনোযোগের পরিসর
- শারীরিক সচেতনতা
- চোখ-হাতের সমন্বয়
- আবেগজনিত নিরাপত্তা
- কথা বলা ও ভাষাগত সমস্যা

ই4. শিশুরা নানা উপায়ে শেখে, যেমন দেখে, শুনে এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, প্রতিটি শিশুর শিখন পদ্ধতি আলাদা। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব শিখন পদ্ধতি এবং মাধ্যম আছে, যাকে বলা হয় শিখন শৈলী। প্রতিটি নিজস্ব যে শিখন শৈলী আছে, শিক্ষকের সেটি জানা থাকা প্রয়োজন যাতে শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর জন্য যথাযথ পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

ই5. প্রশ্নপত্রে সবসময় প্রতি বিষয়ের উপর বিকল্প প্রশ্ন রাখাটা প্রয়োজন, যাতে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতির শিশুরা নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে প্রশ্ন বেছে নিয়ে উত্তর দিতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মূল ও বিকল্প প্রশ্নগুলো মোটামুটি কাছাকাছি বা একই রকমের হয়।

ই6. চিত্রসহ উদাহরণ শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি আলাদা আলাদা করে নজর দেওয়াও জরুরি। শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু নির্দেশিকা থাকা দরকার যাতে তারা ধারণাগুলো বুঝতে পারে আর অভ্যাসও করতে পারে। শিশুদের যে কোন বিষয়, যা তাদের মনোযোগ বাড়াবে, তা বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

ই7. একটি আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলো হল:-

- স্বল্পস্থায়ী মনোযোগ
- বিচ্যুত হওয়া
- হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- মনঃসংযোগের ঘাটতি
- বোঝার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখানো

4.10 করণীয় কাজ

আপনার বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিখন সমস্যা আছে এমন 10 জন শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করুন। প্রতিটি শিশুর সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে তাদের প্রচিত তালিকা তৈরি করুন। এদের প্রত্যেকের শিখন শৈলীর মূল্যায়ন করুন এবং এদের শিক্ষার উন্নতি করতে নির্দিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করুন।

4.11 উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

1. Winebrenner, S. (1996). Teaching kids with Learning Difficulty in the Regular Classroom, Strategies and Techniques Every Teacher Can Use to Challenge and Motivate Struggling Students, Free Spirit Publishing.

2. Lerner Janet (2006). Learning Disabilities And Related Disorders-Characteristics and teaching strategies., Houghton Mifflin Company

3. Armstrong Thomas (2001). Multiple Intelligence in the class room, Association for supervision and curriculum development.

অধ্যায় 5 শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রী (টি.এল.এস এবং টি.এল.এম)

গঠন

5.1- ভূমিকা

5.2- উদ্দেশ্যসমূহ

5.3- শোনা এবং বলার কৌশল

5.4- পড়া এবং বানান শেখার কৌশল

5.5- বোধশক্তি

5.6- হাতের লেখা

5.7- গণিত

5.8- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

5.9- পরিভাষা

5.10- আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

5.11- করণীয় কাজ

5.12- উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

5.1 ভূমিকা

প্রতিকারমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি ''বিশেষ শিক্ষা চক্রের'' সমগ্র পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুদের সরাসরি ''বিশেষ শিক্ষা চাহিদা''র (SEN–Special Educational Needs) আওতায় নিয়ে আসে, যাতে তারা শ্রেণীকক্ষের অন্যান্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এমন হতেই পারে যে, বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুরা কোনোভাবেই তার শ্রেণীর বা তার বয়সী অন্যান্য শিশুদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারছে না—অর্থাৎ পরীক্ষার ফলের দিক কখনোই সে আশানুরূপ ফল করতে পারে না। এই কারণে, যতদিন অবধি সে পড়াশুনো করবে, ততদিনই তার বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হবে।

প্রতিকারমূলক পদ্ধতি বলতে সাধারণতঃ সহায়তা দেবার একটা প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যেখানে শিক্ষকরা পাঠ্যক্রমের সরাসরি নির্দেশগুলোকে সামান্য রদবদল করতে ব্যবহার করেন। একই শিখন পদ্ধতিতে কিছু আলাদা প্রক্রিয়া, ব্যবহার করে, বা দলের আকারে হেরফের ঘটিয়ে বা শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদাকে মাথায় রেখে এই রদবদলগুলো করা হয়।

প্রতিকারমূলক নির্দেশ—যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা করে হয়
- কর্মসূচী তৈরি করা হয় ব্যক্তিবিশেষের জন্য—গোটা দল বা শ্রেণীর সবার জন্য নয়
- নির্দিষ্ট শিখন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে
- এটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা যতটা ফল করবে বলে আশা করে, ততটাই করতে পারে
- আমেরিকা এবং কানাডাতে প্রতিকারমূলক শিক্ষাব্যবস্থা খুবই প্রচলিত। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব স্তরেই এই শিক্ষণ চলে।

- প্রতিকারমূলক শিক্ষার কার্যক্রমগুলো সাধারণতই শিক্ষার্থীদের পড়া, লেখা আর অঙ্ক শেখার প্রাথমিক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করা হয়
- প্রতি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি করাই হল এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য।

5.2 উদ্দেশ্যসমূহ

এই অধ্যায়টি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা

- প্রতিকার শব্দটি অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিখনের বিভিন্ন দিক, যেমন শোনা এবং বলা, পড়া এবং বানান করা ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

5.3 শোনা এবং বলার কৌশল

শোনা বিষয়টিকে অনেক সময় ভাষার দিক থেকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আশা করা হয় যে শিক্ষকের বিশেষ কোন নির্দেশ ছাড়াই শিক্ষার্থীরা এই কৌশল নিজে থেকেই শিখে যাবে। যাইহোক, এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা শিক্ষকের নির্দেশ না পেলে, নিজে থেকে পড়ে এই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। শোনা একেবারে প্রাথমিক একটি দক্ষতা, যা অভ্যাস করতে করতে উন্নত করা যায়। কম শোনার একটা প্রধান কারণ এটা হতে পারে যে, চারপাশের প্রচুর আওয়াজ আর শব্দের মধ্যে থেকে আসল তথ্যটা বার করে নিতে পারে না শিক্ষার্থীরা।

- **শোনার দক্ষতা বাড়ানোর কৌশল:**

1. **ভাষার সাথে জড়িত ধ্বনির সম্পর্কে শব্দগত সচেতনতা**—পড়াশেখার দক্ষতা বলতে ধ্বনি সম্পর্কে জ্ঞানকে বোঝান হয়, যা আসলে আমাদের ভাষার ধ্বনি। বিভিন্ন ধ্বনির সাথে শিশুদের পরিচিত হওয়া খুবই দরকার এবং প্রতিটা শব্দ যে আলাদা আলাদা ধ্বনি দিয়ে তৈরি, এটাও তাদের বোঝা দরকার। শব্দগত সচেতনতা তৈরি করতে নীচের কাজগুলো করা যেতে পারে।

   ✓ কবিতাতে পরিবর্তন—চেনা, পরিচিত কোন কবিতা বা গল্পে সামান্য বদল শুনে যদি শিক্ষার্থীরা ধরে ফেলতে পারে। যেমন—"বা, বা পারপেল শিপ" বা "জ্যাক অ্যান্ড বিল ওয়েন্ট আপ দ্য হিল।"

   ✓ হাততালি দিয়ে নাম বলা—শিক্ষার্থীদের বলা নাম ভেঙে ভেঙে বলতে আর হাতে তালি দিতে। যেমন 'সং-গী-তা' (তিনটি তালি), বি-পা-শা (তিন তালি)।

   ✓ প্রথম অক্ষর মিলিয়ে কোন জিনিস খুঁজে বার করা—এক্ষেত্রে আসল ছবি বা জিনিস ব্যবহার করা। বস্তুটার নাম বলে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা ঐ একই অক্ষর দিয়ে আর কোন কোন বস্তু বা ছবি শুরু হচ্ছে। উদাহরণ, আদ্যক্ষর 'h' দিয়ে শুরু হতে পারে hen, honey, horse, house & hot.

   ✓ একটা ধ্বনি বা শব্দ না বলা—শিক্ষার্থীদের কোন নাম বা শব্দ বলতে বলা—প্রথম অক্ষর বা ধ্বনি বাদ দিয়ে। যেমন —ম (রাম), —ড়ি (গাড়ি)।

   ✓ ধ্বনি বা শব্দ যোগ করা—এক জোড়া শব্দ বলা—তার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটিতে একটা ধ্বনি যুক্ত করে বলা। যেমন—mile—Smile, boy—boys etc.

- ✓ ছন্দবদ্ধ শব্দ—ছন্দবদ্ধ শব্দ বলতে বলুন—cat শব্দটির সাথে ছন্দবদ্ধ শব্দ হবে hat, fat, bat, sat, mat.

2. **শব্দ বোঝা এবং শোনার জন্য শব্দভাণ্ডার গঠন**—শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের একটি শব্দভাণ্ডার প্রয়োজন। তাদের জিনিসের নাম কাজের নাম, অন্যান্য জটিল বস্তুর নাম ইত্যাদি জানাও দরকার।

- ✓ বস্তুর নামকরণ—শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা বস্তুর নাম জানতে, আসল বস্তু ব্যবহার করা—যেমন বই, পেন, রাবার ইত্যাদি।
- ✓ কাজের মানে—'কাজ' করার মানে কি, সেটা করে দেখিয়ে দেওয়া এবং বুঝিয়ে দেওয়া।
- ✓ ছবি দেখানো—শব্দভাণ্ডারের শব্দগুলোকে ছবি দেখিয়ে চিনিয়ে দেওয়া।

3. **বাক্য বোঝা**—শব্দের তুলনায় বাক্য বোঝা অনেক কঠিন। কোন কোন শিক্ষার্থী, যাদের ভাষাগত সমস্যা আছে, তাদের বাক্য বোঝার জন্য আলাদা করে অনুশীলন করতে হবে।

- ✓ সাধারণ নির্দেশ—ছোট ছোট, সহজ বাক্যের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া যাতে তারা অতিরিক্ত অনুশীলনের সুযোগ পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ''আমার হলুদ রঙের গ্লাসটা দাও'' বা ''বইটা ব্যাগের ভেতরে রাখো।''
- ✓ ধাঁধাঁ—ধাঁধাঁর ব্যবহার করুন, যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক শব্দটা বেছে নিতে পারে। যেমন—''গ্লাস'' কথাটা ব্যবহার না করে যদি বলা যায়—''আমি এমন একটা কিছুর কথা ভাবছিলাম, যা জল খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারি।''
- ✓ ছবি দেখে চিনে নাও—বেশ কয়েকটা ছবি লাইন করে সাজিয়ে তার মধ্যে একটা ছবিকে জোরে পড়ে শোনান। এবার শিক্ষার্থীদের সঠিক ছবিটা চিহ্নিত করতে বলুন।

4. **শ্রবণ ক্ষমতা**—শ্রবণ ক্ষমতা হল যখন তথ্য কানে শুনে জানা যায়, পড়ে নয়।

- ✓ নির্দেশ মেনে চলা—শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু তৈরি করার জন্য নির্দেশ শোনে। শিক্ষার্থীদের নির্দেশ মেনে চলতে বলুন।
- ✓ মূল ধারণা সম্পর্কে জানা—শিক্ষক একটি অচেনা ছোটগল্প পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলবেন এই গল্পটার একটা যথোপযুক্ত নাম দিতে।
- ✓ ঘটনার পরম্পরা বোঝা—শিক্ষার্থীরা একটা গল্প শোনে। তারপর তাদের বলা হয় ছবি দিয়ে ঘটনার পরম্পরাকে বুঝিয়ে দিতে (এক্ষেত্রে প্ল্যাশকার্ডও ব্যবহার করা যায়)।
- ✓ বিশদে জানার জন্য শোনা—শিক্ষক একটা গল্প জোরে পড়ে শোনাবেন। তারপর সেখান থেকে বিশদে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো কে, কি, কখন, কোথায়, কেন এবং কিভাবে—এই শব্দ দিয়ে তৈরি হবে।

5. **গল্প শোনা**—মৌখিক ভাষা বোঝার জন্য গল্প পড়া খুবই ভাল একটি কৌশল।

- ✓ সুন্দর ছবি দেওয়া বই খুঁজে নিন যেখানে জোরে পড়ে শোনানো যায় এমন গল্প আছে। এই বইগুলো থেকে জোরে জোরে গল্প পড়ুন আর শিক্ষার্থীদের বলুন গল্পগুলো হয় শেষ করতে বা শূন্য অংশগুলো পূর্ণ করতে।

- **নীচে কথা বলার দক্ষতার কৌশলগুলি বর্ণনা করা হল:**

ভাষা বোঝার জন্য এবং সংযোগ তৈরি করার জন্য কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কানে শোনা এবং কথা বলা হাতে হাত রেখে চলে আর ভাষা শেখার একেবারে প্রথম ধাপে এগুলির শিক্ষা হয়। যদিও অধিকাংশ শিশুরা খুব সহজেই ভাষা শিক্ষার পর্যায়গুলো শিখে যায়, কিছু শিশু আছে, যারা কথা বলার ক্ষেত্রে অন্যদের সমকক্ষ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক/পরিষেবা প্রদানকারী এবং শিক্ষকদের অতিরিক্ত কিছু পদক্ষেপ নিতে হয় এইসব শিশুদের ভাষা শেখানোর জন্য।

ভাষা শেখানোর (কথা বলা) জন্য শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদানের কিছু কৌশল:

- ✓ শিক্ষার্থীদের কথা বলার, তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার আর ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া। যে কোন বিষয়ের শ্রেণীই এই সুযোগ তৈরি করা যায় আর চিত্রণ আর শিল্পকলা প্রদর্শনী শ্রেণী তো বটেই। শিশুরা যাতে তাদের চলাফেরা, কাজ, মনের ভাব ইত্যাদি মুখে বলে প্রকাশ করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা আর অন্যদের বলার সময় যেন তারা মন দিয়ে শোনে সে বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা।
- ✓ সবার আগ্রহ হতে পারে এমন বিষয়ে আলোচনা করা। এর মধ্যে সমকালীন সিনেমা, গল্পের বই বা সাম্প্রতিক কোন ঘটনা ঘটেছে—যেমন কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, পার্টি করা ইত্যাদি থাকতে পারে।
- ✓ পড়ার বিষয়ের সাথে যুক্ত এমন বিষয়ের শব্দভাণ্ডার পড়ানো। যেমন—বন্যপ্রাণীর বিষয়ে পড়ানোর সময় ''লুপ্তপ্রায়'' ''বিপন্ন প্রজাতি'' এই জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার করা।
- ✓ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, যাতে নাটক বা গল্পগুলো তারা অভিনয় করে দেখায়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, যাতে তারা নিজেদের শখ, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে খুলে বলে। এর মধ্যে সিনেমা, বই, খেলাধূলা, কোন রিয়ালিটি শো ইত্যাদি থাকতে পারে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের বলুন কোনো জিনিস তৈরির পদ্ধতিগুলো ধাপে ধাপে, ব্যাখ্যা করে বলার জন্য।
- ✓ ভালভাবে ভাষা শেখার জন্য রোড মডেলের সাহায্য নিন।

5.4 পড়া এবং বানান শেখার কৌশল

পড়া এবং বানান করতে পারার দক্ষতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণের চেয়ে উচ্চমানের পড়া আর বানান করা—এই দুই-ই বোঝায় যে শিশুটির বোধ যথেষ্ট উঁচুমানের এবং পড়া এর কাছে যথেষ্ট ''আনন্দের'' বিষয়। সাধারণতঃ বলা হয় যে, শিশুরা আগে পড়তে শিখুক, তারপর তারা শেখার জন্য পড়বে। বিভিন্ন রকমের পড়া এবং বানান শেখানোর পদ্ধতি আছে, যেগুলো ব্যবহার করে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

- **বানান শেখানোর কৌশল**

1. ***শ্রবণজনিত বোধ এবং অক্ষরের ধ্বনি মনে রাখা:*** অক্ষরের ধ্বনি কেমন হবে, সেটা বারবার অভ্যাস করানো (অক্ষর-ধ্বনি পারস্পরিক সম্পর্ক)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, A মানে / a / (এক্ষেত্রে দাঁড়িগুলো বোঝায় অক্ষরের ধ্বনি—নাম নয়)।
2. ***শব্দের/ধ্বনির দৃষ্টিজনিত স্মৃতি:*** শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিজনিত স্মৃতির উপর জোর দিতে সাহায্য করুন (অর্থাৎ অক্ষরটা দেখতে কেমন) যাতে এই ছবিটা তারা মনে ধরে রাখতে পারে। বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আর পরিষ্কার

হওয়া বাঞ্ছনীয় আর শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন যাতে তারা কাজকর্মের উপর মনোসংযোগ করে। এর জন্য ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—অক্ষরগুলো চিহ্নিত করার জন্য।

3. ***বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বানান শিক্ষা:*** যখন শিক্ষার্থীদের বলা হয় বানান শিখতে, তখন তারা হামেশাই দিশাহারা হয়ে পড়ে—কি করতে হবে, কিছুই ভেবে পায় না। নীচে বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হল, যা দৃষ্টি, শ্রবণ, অঙ্গসঞ্চালনা এবং স্পর্শজনিত সবকটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শেখা যায়:

   ক) *মানে এবং উচ্চারণ :* শিক্ষার্থীদের শব্দের দিকে লক্ষ্য করে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে বলুন এবং পরে সেই শব্দকে বাক্যে ব্যবহার করতে বলুন।

   খ) *চিত্রকল্প :* শিক্ষার্থীদের বলুন ভাল করে শব্দটা দেখতে এবং তারপর মুখে বলতে। প্রত্যেকটি শব্দের অক্ষরগুলোকে ভেঙে ভেঙে বলার পর শব্দটিকে মুখে মুখে বানান করে পড়তে। তারপর হাওয়ায় একটা আঙুল ঘুরিয়ে শব্দটিকে লিখতে (হাওয়ায় লেখা) বা শব্দটাকে স্পর্শ করে লিখতে।

   গ) *মনে করা :* শিক্ষার্থীদের বলুন শব্দটিকে দেখে একবার বলতে। তারপর চোখ বন্ধ করে মনের মধ্যেকার চোখ দিয়ে শব্দটিকে দেখতে। মুখে মুখে শব্দটিকে বানান করে পড়তে বলুন—তারপর বলুন চোখ খুলে শব্দটাকে দেখতে এবং বুঝতে যে তারা ঠিক বলেছে কিনা (ভুল হলে এই প্রক্রিয়াটি আবার করতে নির্দেশ দিন)।

   ঘ) *শব্দ লেখা :* শিক্ষার্থীদের বলুন শব্দগুলো মনে করে সঠিকভাবে লিখতে, আসল শব্দটার সাথে নিজের লেখা শব্দটা মিলিয়ে দেখতে এবং প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কারভাবে পড়া যাচ্ছে কিনা, সেটা সুনিশ্চিত করতে।

   ঙ) *আয়ত্ত করা :* শিক্ষার্থীদের বলুন শব্দটিকে হাত দিয়ে ঢেকে তারপর লিখতে। যদি তারা সঠিকভাবে লিখে থাকে, তাহলে একইভাবে আরো দুবার অভ্যাস করা।

4. ***শোনার কেন্দ্র আর টেপ :*** বানান শেখার অধ্যায়গুলো খুব সহজে রেকর্ড করা যায়। কানে শোনার যন্ত্র (ইয়ার ফোন) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেয়। এছাড়াও বাইরে থেকে আসা শব্দ, যা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বিচ্যুত করতে পারে, তাকেই সীমাবদ্ধ করে।

5. ***কম্পিউটারে বানান পরীক্ষা :*** বানান শুদ্ধভাবে শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের বানান পরীক্ষা করে এমন যন্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখতে হবে।

- **ভালভাবে শব্দ চেনার কৌশল**

1. ***ধ্বনিগত সচেতনতা তৈরি করা :*** যে শিশু প্রথমবারের মতো পড়তে শিখছে, তাকে সবচেয়ে আগে শব্দ আর ভাষার সাথে সংযুক্ত ধ্বনি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ধ্বনিগত সচেতনতা শেখানোর কৌশল যেমন, শব্দের মধ্যে যে ধ্বনি আছে তাকে গুনতে শেখা যাতে ধ্বনিগুলোকে আলাদা করে বোঝা যায় এবং শব্দের মধ্যে অক্ষরগুলোর ধ্বনিগুলোও বোঝা যায়। সাথে ছন্দবদ্ধ ধ্বনিকেও বুঝতে হবে।

2. ***যে সমস্ত বইয়ে নিয়মিত ধ্বনিগত নকশা আছে, সেগুলো পড়া :*** এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কিছু গোষ্ঠীবদ্ধ শব্দকে বোঝা যায় আর ধ্বনির নিয়মকানুনগুলোও বোঝা যায়। শিক্ষার্থীদের সেই সমস্ত বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া, যাতে নিম্নলিখিত ধ্বনিগত নকশাটি দেখা যায়।

   Nan can fan Dan
   Can Dan fan Nan?
   Nan, fan Dan.
   Dan, fan Nan.

- **সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশল**

1. শব্দগুলোকে চেনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সেগুলোকে তাড়াতাড়ি আর সাবলীলভাবে পড়তেও হবে। নাহলে, পড়াটা একঘেঁয়ে আর কষ্টসাধ্য হবে, আর শিক্ষার্থী নিজেও তার মানে বুঝতে পারবে না।
2. ***বারবার পড়া :*** এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বারবার পড়া অভ্যাস করানো হয়, যাতে তাদের পড়া আরো উন্নত হয় আর তারা সাবলীলতার সাথে পড়তে পারে। যেসব শিক্ষার্থীরা থেমে থেমে ধীরে পড়ে, এই কৌশল তাদের জন্য খুবই উপকারী। এরা একটা অনুচ্ছেদের মধ্যে বেশিরভাগ শব্দ চিনতে পারলেও সাবলীলভাবে পড়তে গেলে অসুবিধা বোধ করে।
3. ***কে.ডব্লু.এল পদ্ধতি :*** পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেকার বিষয়বস্তু পড়া এবং বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে তিনটি ধাপ আছে—
   - ✓ *-কে (K) :* আমি যা জানি। শিক্ষার্থীরা একটা বিষয়ের উপর যা যা জানে, একটু ভেঙে নিয়ে সেগুলো সবই বলে ফেলতে পারে, একদল শিক্ষার্থী এইভাবে, একসাথে একটা জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করতে পারে।
   - ✓ *-ডব্লু (W) :* আমি যা খুঁজে পেতে চাই। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভাবনাচিন্তা করে একটা সাদা কাগজে যা যা শিখতে চায়, তার একটি তালিকা বানাবে।
   - ✓ *-এল (L) :* আমি যা শিখেছি। শিক্ষার্থীরা অধ্যায়টি মনে মনে পড়বে। এই অধ্যায়টি পড়ে যা যা শিখেছে, তা কাগজে লিখে দেবে। প্রশ্নের উত্তরগুলো একত্রিত করে দলের মধ্যে কথা বা চর্চা হতে পারে।

5.5 বোধশক্তি

পড়ার আসল উদ্দেশ্য হল ছাপা পাঠ্যাংশ থেকে মানে খুঁজে বার করা। অনেক শিক্ষার্থীর জন্যই বোধশক্তির এই দক্ষতা অর্জন করা খুবই কঠিন। এই দক্ষতা নিজে থেকে তৈরি হয় না। শিক্ষকদের সরাসরি নির্দেশ দিতে হয় যখন তাঁরা এই বিষয়ে শিক্ষণ করেন।

বোধশক্তি বাড়ানোর কৌশল

- শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিন যাতে তারা নিজেদের বোধশক্তির দিকে খেয়াল করে। ছাপার অক্ষরে যে পাঠ্যাংশ পাওয়া যায়, শিক্ষার্থীরা সেটা বুঝতে শেখে। শিক্ষার্থীরা প্রতি অনুচ্ছেদ (বা বাক্য) পড়ার শেষে নিজেদের যাতে প্রশ্ন করে যে তারা যা লেখা আছে, তা বুঝতে পেরেছে কি না।
- সমবেত শিখন। এখানে, শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ করার কৌশলগুলো একসাথে শিখতে পারে আর পরে ছোট ছোট দলে ব্যবহার করতে পারে, সেই বিষয়ে উৎসাহিত করা।
- রেখাচিত্র এবং গল্পের ম্যাপ। যা পড়েছে সেটা ছবির মাধ্যমে প্রকাশ বা গল্পটাকে একটা ছবির ধাঁচে উপস্থাপিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- মৌখিক প্রশ্ন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর দেবে আর সঙ্গে সঙ্গেই তারা কতটা তথ্য বুঝতে পেরেছে, সে বিষয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে জানতে পেরে যাবে।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা (প্রশ্ন তৈরি করা)। গল্পের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেই প্রশ্ন তৈরি করবে।

- সারসংক্ষেপ করা। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যাতে তারা পাঠ করার পর নিজেদের ভাষায় গল্পটার সংক্ষিপ্তসার বলতে পারে।

5.6 হাতের লেখা

অনীশ কয়েকটা বাক্য লেখার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিজের মনের ভাব কাগজে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে খুব হতাশা আর রাগ দেখায়। ওর কাজও খুবই জবরজং—মানে আকারে, মাপে, কোনদিকে বেঁকিয়ে লেখা দরকার—এর কোনটাই সে বজায় রাখে না আর লেখার ধাঁচও একেবারে উঁচু-নীচে—এবড়োখেবড়ো। এই সবের কারণে, সে খালি রবার দিয়ে লেখা মোছে আর লেখার সময় যথেষ্ট গুছিয়ে লিখতে পারে না—অর্থাৎ বাঁদিক থেকে ডানদিকে লিখবে কিনা বুঝতে পারে না।

হাতের লেখা হল পড়াশুনো শেখার জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক দক্ষতা আর সবরকম লিখিত প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এটা সবচেয়ে জরুরী। একটা লিখিত অনুচ্ছেদ যত ভালো করেই লেখা হোক না কেন, মনের ভাব ততক্ষণ অবধি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে না, যতক্ষণ অবধি এটা পরিষ্কার হাতের লেখায় লিখিত না হয়। হাতের লেখার অক্ষমতাকে ডিস্‌গ্রাফিয়া বা দৃষ্টি-অঙ্গসঞ্চালনাগত সমন্বয়ের অভাব বলে অভিহিত করা হয়। কখনো কখনো অনুপ্রেরণা কম হবার কারণে বা দিক্ সংক্রান্ত বিভ্রান্তির কারণেও হয়। হাতের লেখার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যে যে যোগ্যতাগুলির প্রয়োজন হয়, তা নীচে বর্ণনা করা হল।

হাতের লেখার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য

- স্পর্শ করা, পৌঁছানো, আঁকড়ে ধরা এবং বস্তুকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা বাড়ানো
- বস্তুর নকশা আর আসল বস্তুর মধ্যে মিল এবং অমিল বুঝতে পারা
- দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করা

হাতের লেখার দক্ষতা—

- লেখার সরঞ্জাম ধরতে পারে (পেন্সিল, ক্রেয়ন, স্কেচ পেন, পেন)
- লেখার সরঞ্জাম উপর-নীচ করতে পারে
- লেখার সরঞ্জাম বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরাতে পারে
- লেখার সরঞ্জাম গোল করে ঘুরাতে পারে
- অক্ষর নকল করতে পারে
- পাণ্ডুলিপির আকারে নিজের নাম লিখতে পারে
- পাণ্ডুলিপির আকারে নিজের নাম নকল করতে পারে
- পাণ্ডুলিপির আকারে শব্দ আর বাক্য নকল করতে পারে
- অনেক দূর থেকে দেখে পাণ্ডুলিপি নকল করতে পারে
- অক্ষর আর শব্দকে টানা লেখার আকারে নকল করতে পারে
- টানা লেখায় বাক্য নকল করে লিখতে পারে
- অনেক দূর থেকে দেখে টানা লেখা নকল করতে পারে

বিভিন্ন পর্যায়ে হাতের লেখার সমস্যা

- *প্রাক্ লিখন দক্ষতা :* অনেক শিশুরাই লেখার দক্ষতা অর্জন করতে পারে না কারণ তারা প্রাক্ লিখন বা আগে কখনো লিখতে শেখেনি। স্থানিক সম্পর্কের সম্বন্ধে বোঝা অর্থাৎ উপর-নীচ, ঊর্ধ্বভাগ-অধোভাগ—

এই কোন কিছু সম্পর্কেই তারা সচেতন নয়। পেন্সিল ঠিক করে ধরা, কাগজের অবস্থান, বসার ভঙ্গি, বিভিন্ন মাপ ও আকার দেখে চেনা আর নকল করতে পারা—এগুলো সবই হল প্রাক্ লেখার দক্ষতা। সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয়ও লেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাতের এবং আঙুলের পেশীগুলোকে সচল রাখতে আঁকড়ে ধরা, জোরে চেপে ধরা, মোচড়ানো, ইত্যাদি খুবই জরুরি। এর ফলে পেন্সিল বা ক্রেয়ন বা রং পেন্সিল ধরতে পারা সুবিধাজনক হয়। নইলে শিশুরা হয় খুব জোরে পেন্সিল ধরে—নয়তো খুব হালকা বা ঢিলে করে। কেউ কেউ পেন্সিলটাকে মুঠো করে ধরে কেউ বা দুই হাত দিয়ে পেন্সিল ধরে। সাধারণ জ্যামিতিক আকার যদি তারা নকল করতে না পারে, তাহলে সেটা প্রাক্‌লিখন অক্ষমতা বলে ধরে নেওয়া হয়। শিশুদের এইসব সমস্যাগুলোকে প্রাক্‌লিখন পর্যায়েই শুধরে নেওয়া জরুরি।

- *অক্ষর তৈরি :* নানারকম অক্ষর তৈরি করার সময় শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার সাথে, কিছু কিছু অক্ষর বাদ পড়ে যাওয়া বা উল্টে যাওয়াটাও সমস্যা তৈরি করে। উল্টে যাওয়া অক্ষরগুলোর মধ্যে আছে b, d, p, q এবং y, u আর nও অনেকসময় উল্টে যায়। যেসব অক্ষরগুলো লাইনের নীচ অবধি চলে যায়—যেমন p, j, y—অনেকসময়, ছাপার সময় ভুল মাপে ছাপা হয়। একদম সোজা বা অনুভূমিকভাবে যে অক্ষরগুলো লেখা হয়, যেমন T, L, H, F. সেগুলো লেখার সময়ও সমস্যা দেখা যায়। বিভিন্ন মাপ এবং আকারের অক্ষর লেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি না থাকা এবং সঠিক সরঞ্জাম ব্যবহার না করা—যেমন বেঁটে পেনসিল, রুল না টানা কাগজ ইত্যাদির কারণও অক্ষর ঠিকভাবে লেখা যায় না।

- *পাণ্ডুলিপি লেখা :* শিশুরা অনেকসময়ই ছোট হাতের আর বড় হাতের অক্ষর লিখতে গেলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ যখন ছোট হাতের লেখা শেখার আগেই তাদের বড় হাতের লেখা শেখানো হয়, বোর্ড থেকে দেখে দেখে লেখার সময় শিশুরা দুটি অক্ষর বা দুটি শব্দের মধ্যে হয় খুব কম, নয়তো খুব বেশি জায়গা ছেড়ে রাখে। অনেকে আবার ভুলেই যায় বিশেষ কোনো কোনো অক্ষর কিভাবে লিখবে। যেসব অক্ষর সোজা লাইন দিয়ে লেখ যায়—যেমন l, t, i সেগুলো মনে রাখা অনেকটাই সোজা হয় বাঁকা লাইন দিয়ে লেকা অক্ষরের তুলনায়—যেমন b, m, k। এরই সাথে যুক্ত হয় সেই সমস্ত অক্ষরগুলো লেখা, যেগুলো লিখতে গেলে ডান-বাঁ ভুল হতে পারে। যেমন p, c, f।

- *একটানা (কারসিভ) লেখা :* যেসব শিক্ষার্থীদের এখনো পাণ্ডুলিপি লেখার মতো হাতের লেখায় সমস্যা আছে, তাদের কখনোই একটানা লেখা শেখানো উচিত নয়। একটানা হাতের লেখায় তখনই দক্ষতা অর্জন করা যায় যখন ছাপা (পাণ্ডুলিপি) আর একটানা লেখার মধ্যে মিল থাকে। একটানা লেখার মধ্যে যে নানারকমের হরফ থাকে, সেগুলো শিশুদের অনেকসময়ই খুব বিভ্রান্ত করে দেয়। লেখার ভেতরের জটিল ওঠাপড়াই সমস্যার জন্ম দেয়। এর জন্য দরকার সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনাগত দক্ষতা। তাই জন্য শিশুরা মনে রাখতে পারে না কোথায় গোল করা বা বাঁকানো থামাবে, কেমন করে জটিল অক্ষর লেখার সময় রেখাগুলোকে জুড়বে ইত্যাদি। পুরো গোলাকৃতি অক্ষরগুলো—যেমন o, a, d, e এবং হাতের চালনায় যেসব অক্ষরের দিক পরিবর্তন করা হয়, যেমন—h, j, t, c সেগুলো হল সবচেয়ে কঠিন একটানা লেখা।

হাতের লেখা শেখানোর কৌশল

নীচের কতকগুলি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হল।

1. *চকবোর্ডে করানো কাজ :* গোল/বৃত্ত, রেখা, জ্যামিতিক আকার, অক্ষর এবং সংখ্যা প্রয়োজন হলে আকারে বড় করে লেখা যায়, নিজেদের হাতের, কাঁধের, আঙুলের পেশিকে কাজে লাগিয়ে।

2. *লেখা অভ্যাস/অনুশীলন করার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবহার :* রং দিয়ে হাতের আঙুলের ছাপ

দেওয়া, নরম কাদার মধ্যে বা বালির ট্রেতে আঙুল বুলিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা হাতের লেখা অনুশীলন করতে পারে। একটা সরু লাঠি বা একটা আঙুল দিয়ে তারা আকার, আকৃতি, হরফ, সংখ্যা—এগুলো লেখা অভ্যাস করতে পারে। ছোট ছোট ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে চকবোর্ডের উপরে নানারকম আকৃতিও আঁকতে পারে তারা।

3. ***অবস্থান :*** শিক্ষার্থীদের একটা টেবিলের সামনে বসিয়ে লেখা শেখান, যার উচ্চতা তাদের জন্য ঠিক/যথাযোগ্য। পায়ের পাতা মেঝের সাথে লেগে থাকবে, আর দুই হাতের কনুই থাকবে টেবিলের উপর। প্রতি শিক্ষার্থী যে হাত দিয়ে লিখছে না, সেই হাত দিয়ে লেখার কাগজটাকে উপর থেকে ধরে রাখবে। একদম প্রাথমিক পর্যায়ে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে চক দিয়ে বোর্ডেও অভ্যাস করানো যেতে পারে।

4. ***কাগজ :*** পাণ্ডুলিপি আকারে লেখার জন্য কাগজ না বেঁকিয়ে, লেখার টেবিলের নীচের কানার সাথে সমান্তরালে রাখতে হবে। আর একটানা লেখার জন্য, কাগজ একটা বিশেষ কোণ করে—ডান হাতে যারা লেখে তাদের জন্য বাঁদিকে আর বাঁ-হাতি শিক্ষার্থীদের জন্য ডানদিকে আন্দাজ 60° কোণে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের সঠিক মনে রাখানোর জন্য একটা সেলোটেপ কাগজের উপর সমান্তরালভাবে লাগিয়ে লেখার টেবিলের উপর রেখে দিন।

5. ***পেন্সিল ধরা :*** এক খণ্ড রবার ব্যান্ড বা সেলোটেপ পেন্সিলের চারপাশে লাগিয়ে দিলে শিক্ষার্থীরা হয়তো পেন্সিল সঠিকভাবে বা জায়গা মত ধরতে পারবে। পেন্সিল ধরায় অসুবিধা থাকলে একটা বলের মধ্যে দিয়ে সেটিকে ধরানো যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা মাঝের আঙুল আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বলটার পাশে ধরে সঠিকভাবে পেন্সিল ধরা অভ্যাস করতে পারে। লম্বা পেন্সিল বা লম্বা রং পেন্সিল, মোটা স্কেচ পেন এগুলো প্রথমদিকে লেখা শেখার জন্য উপযোগী। ছোট বা বেঁটে পেন্সিল যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা উচিত।

6. ***স্টেনসিল আর টেম্পলেট :*** কার্ডবোর্ড দিয়ে জ্যামিতিক আকার, অক্ষর আর সংখ্যার স্টেনসিল কাটতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন যাতে তারা একটি আঙুল, পেন্সিল এবং একটি ক্রেয়ন দিয়ে আকারটাকে আঁকতে পারে।

7. ***ট্রেসিং (প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা) :*** গাঢ়, কালো রং দিয়ে সাদা কাগজে ছবি এঁকে তার উপরে একটি স্বচ্ছ কাগজ ক্লিপ দিয়ে আটকে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন আকার আর অক্ষরগুলোর প্রতিচ্ছবি নিতে। প্রথমে কৌণিক রেখা থেকে শুরু করে তারপর বৃত্ত, তারও পরে আনুভূমিক রেখা, উল্লম্ব রেখা, জ্যামিতিক আকার এবং সবশেষে অক্ষর ও সংখ্যা।

8. ***অক্ষরের মধ্যেকার দূরত্বের ভিতর লাইন আঁকা :*** শিক্ষার্থীদের বলুন, দুটি রেখার মধ্য দিয়ে নানা আকৃতির আর প্রস্থের বস্তু আঁকতে। তারপর তাদের বলুন এই সমান্তরাল রেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে অক্ষরগুলো লিখতে। তীরচিহ্ন দিয়ে দিক এবং পরম্পরা বোঝাতে বলুন।

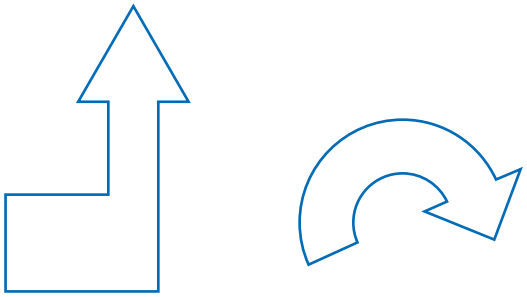

9. ***ডট থেকে ডট :*** একটা সম্পূর্ণ ছবি এঁকে তারপর একই ছবিতে বিন্দু দিয়ে এঁকে শিক্ষার্থীদের বলুন বিন্দুগুলোকে রেখা দিয়ে জুড়ে ছবিটা সম্পূর্ণ করতে।

10. *ইঙ্গিত হ্রাস করার প্রতিচ্ছবি :* একটা সম্পূর্ণ অক্ষর বা শব্দ লিখে শিক্ষার্থীদের বলুন তার উপর দিয়ে ট্রেসিং করতে। তারপর অক্ষর বা শব্দের প্রথম ভাগটা লিখে দিয়ে তাদের বলুন আপনার অংশটুকু ট্রেস করতে, আর অক্ষর বা শব্দটাকে সম্পূর্ণ করতে। একদম শেষে সংকেত কমাতে কমাতে কয়েকটা রেখা এঁকে শিক্ষার্থীদের বলুন সম্পূর্ণ শব্দ বা অক্ষরটা শেষ করতে।

11. *রুল টানা কাগজ :* শিক্ষার্থীদের লেখা শেখানো শুরু করুন রুল ছাড়া কাগজে। পরে চওড়া লাইন টানা আছে এমন কাগজ ব্যবহার করুন আর শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন যাতে তারা অক্ষরগুলো কোথায় বসবে, সেটা বুঝতে পারে। চারটে লাইন আছে, এমন খাতার মাঝখানের লাইনটাকে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বলুন যাতে তারা বর্ণগুলোকে সঠিকভাবে ওই দুই লাইনের মধ্যেই বসায়।

12. *অক্ষর চিনতে অসুবিধা :* বুঝতে সোজা হবার কারণে একটানা লেখার কিছু অক্ষর সাজানো হয় m, n, t, I, u, w, r, s, l এবং e—এইভাবে পরপর। আরো একটু জটিল অক্ষরগুলো সাজানো হয় x, z, y, p, j, h, b, k, f, g এবং q—এই ক্রমবিন্যাসে। অক্ষর সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে me, be, go, it, no, etc.

13. *মৌখিক ইঙ্গিত :* শিক্ষার্থীদের লেখার মতো অঙ্গসঞ্চালনার কাজে সাহায্য করতে কিভাবে অক্ষর তৈরি করা হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ শুনতে বলা হবে। যেমন—"নীচে-উপরে এবং চারপাশে—" একই সময়, অনেক নির্দেশ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাতে শিক্ষার্থীরা খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

14. *শব্দ এবং বাক্য :* অক্ষর চিনে যাবার পর, তারা যখন শব্দ শেখার জন্য প্রস্তুত, তখন তাদের আকার, ব্যবধান বা লেখার টান শেখাতে হবে।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. লেখা শেখানোর জন্য প্রাক্ লিখন দক্ষতা কতটা জরুরি?

.....

.....

.....

.....

ই1. হাতের লেখার দক্ষতা শেখানোর জন্য পরপর কি কি করতে হয়?

.....

.....

.....

.....

5.7 গণিত

অঙ্ক কষার সময় এলেই মন্‌জিৎ ভারি উদ্বেগে ভোগে। দিক্ বুঝতে ওর একটু সমস্যা থাকার কারণে ও মাপ আর স্থানের মধ্যেকার সম্পর্কটা সঠিক বুঝতে পারে না। এই সমস্যার ফলে ভগ্নাংশ, মূল্য আর সময়ের অঙ্ক কষতে ওর খুবই অসুবিধা হয়। শব্দের সমস্যাও ওর জন্য খুবই অসুবিধাজনক। এইসব কারণে অঙ্ক কষার সময় প্রায়ই ও ধাপগুলো বাদ দিয়ে যায়, গাণিতিক চিহ্ন লক্ষ্য করে না আর মূল সমস্যাটাও ধরতে পারে না।

গণিতকে পাঠ্যক্রমের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় বলে ধরে নেওয়া হয় আর স্কুলে ভাল ফল করতে গেলে গণিতে ভাল ফল করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণিত শেক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে সমস্যাজনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—গাণিতিক গণনা এবং গাণিতিক যুক্তি।

গণিতের সমস্যার পিছনে যে কারণগুলি থাকে

1. **শেখার জন্য প্রস্তুতির অভাব :** অনেক সময় শিক্ষক হিসেবে আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে এমন কিছু কিছু ধারণা তুলে ধরি, যা তাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। গোনা, মেলানো, আলাদা করা, তুলনা করা এবং মুখোমুখি আলোচনা করার দক্ষতা—পুরোটাই নির্ভর করে সেই শিশু কোন বস্তুকে কিভাবে হাতে ধরে দেখেছে, সেই অভিজ্ঞতার উপর। গণিত শেখা একটি পারম্পরিক প্রক্রিয়া এবং প্রাথমিক সংখ্যা শেখার পদ্ধতিগুলো হল:-

   - ***স্থানিক সম্পর্ক :*** বাক্স, ব্লক, ভাঁড় এইসব জিনিস নিয়ে খেলার সময় শিশুরা উপর-নাচ, ঊর্ধ্বভাগ-অধোভাগ, উঁচু-নিচু, নিকট-দূর, সামনে-পিছনে, শুরু-শেষ এবং এপার-ওপার—এই সমস্ত ধারণা শিখতে পারে।

   - ***দৃষ্টিজনিত অঙ্গসঞ্চালনা এবং দৃষ্টিজনিত বোধসংক্রান্ত দক্ষতা :*** কোন কোন শিশু শুধুমাত্র আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বস্তু গুণতে পারে না। তারা বস্তুটিকে হাত দিয়ে/শারীরিকভাবে আঁকড়ে না ধরলে গোণার কাজ করতে পারে না। চোখে দেখে কোন বস্তুর সম্পূর্ণ জ্যামিতিক আকার বোঝার বদলে তারা বস্তুটিকে টুকরো টুকরো হিসেবে দেখে। যেমন একটা চৌকোণা জিনিসকে গোটা না দেখে তারা দেখে চারটি অসংলগ্ন রেখা। সংখ্যা আর চিহ্ন বুঝতেও তাদের সমস্যা হয়। দৃষ্টিজনিত অঙ্গসঞ্চালনার সমস্যার কারণে অনেক সময় আকার বা সংখ্যার নকল করাও তাদের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। তারা সংখ্যাগুলো লিখতে বা সঠিক ক্রমানুযায়ী না লিখতে পারার কারণে গণনার সময় প্রায়ই ভুল করে।

   - ***সময় এবং দিকের ধারণা :*** সময় এবং দিক নিয়ে শিক্ষার্থীদের সমস্যা থাকার কারণে তারা শ্রেণীকক্ষে একটা কাজ শেষ করতে কতটা সময় লাগতে পারত, সেটা হিসেব করে উঠতে পারে না। আর তাই কাজ শেষও করতে পারে না।

2. **অনুপযুক্ত নির্দেশ :** পরম্পরাগত বা ক্রমানুসারে দক্ষতা বৃদ্ধির অভাব আর অনুপযুক্ত শিখন সামগ্রী ব্যবহার করা—এই সবই হল অনুপযুক্ত নির্দেশের উদাহরণ।

3. **পড়ার সমস্যা :** পড়ার সমস্যা থাকলে সবসময় যে অঙ্ক করায় বা অঙ্কে উন্নতি করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে এমন নয়। তবে পড়ার সমস্যা কিছু কিছু সময় অঙ্ক করার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অক্ষরগুলো যদি ঘুরিয়ে বা উল্টো করে বা বিপরীতভাবে লেখা থাকে, তাহলে সংখ্যাগুলোও উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। দৃষ্টির বৈষম্য করার অসুবিধা সংখ্যা চিনতেও অসুবিধার জন্ম দেবে। আর শব্দ নিয়ে যে অসুবিধা তৈরি হয়, তা আর কিছুই নয়—শব্দ চিনতে এবং বুঝতে অসুবিধা।

4. **আগ্রহ ও প্রেরণা:** আগে অসফল হবার কারণে অনেক শিক্ষার্থীই অঙ্ক বা অঙ্কের মতো কোন বিষয়ের প্রতি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর সেগুলো করতে পিছিয়ে যায়।

5. **তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সমস্যা:** অঙ্ক করার সমস্যার সাথে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বেশ কিছু সমস্যা সরাসরি যুক্ত। যেমন—মনোযোগ দেওয়া, দৃষ্টিজনিত প্রক্রিয়াকরণ, শ্রবণজনিত প্রক্রিয়াকরণ, স্মৃতি, পুনরুদ্ধার এবং অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতা ইত্যাদি।

অঙ্ক শেখানোর কৌশল

এর ক্রমিক ধাপগুলো হল:

1. যোগ, বিয়োগ, গুণ আর ভাগ অঙ্ক করার মত শিক্ষার্থীর যথেষ্ট গণনাকারী দক্ষতা আছে কিনা, তা নির্ধারণ করা।
2. শিক্ষার্থীদের অঙ্কের ভাষা শেখানো।
3. শিক্ষার্থীদের অঙ্কের ধারণা ছবি আর রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।
4. শিক্ষার্থীদের বলা যাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাষায় বলতে পারে।
5. আসল টাকা বা খেলার নকল টাকার মধ্যে দিয়ে তাদের টাকার ধারণা শেখানো।
6. আসল বস্তুর (যেমন ঘড়ি) সাহায্যে সময় শেখানো।
7. প্রাথমিক সংখ্যা চেনা শেখানো।

● শ্রেণীবিভাগ এবং বিন্যাস

1. *বাছাই করার খেলা :* শিক্ষার্থীদের যে কোন একটা মাত্র উপাদান আলাদা, যেমন রং বা বুনন এমন বস্তু দেওয়া এবং দুটিকে বাছাই করে আলাদা বাক্সে রাখতে নির্দেশ দেওয়া। যেমন, যদি বস্তুর রং আলাদা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের এক বাক্সে লাল আর অন্য বাক্সে নীল রঙের বস্তু রাখতে অনুরোধ করা।

2. *মেলানো এবং বাছাই করা :* অনেক জিনিস একসাথে মিশিয়ে রেখে শিক্ষার্থীদের বলা সঠিক জিনিসটি তার মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে।

3. *অনেক জিনিস একসাথে মিশে থাকলে সেগুলো আলাদা করতে পারা :* তাস, চুম্বক লাগানো বোর্ড, রঙিন কার্ড, আসল বস্তু ইত্যাদি।

● ক্রমবিন্যাস

1. *ক্রমিক বিন্যাস এবং সম্পর্ক :* যখন শিক্ষার্থীদের ক্রমবিন্যাস শেখানো হবে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা 6-এর পরে বা 5-এর আগে বা 2 এবং 4 এর মধ্যে কোন সংখ্যা আসে? শুধু সংখ্যাই নয়, আকার, ওজন, রং, আয়তন, তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি সবই যে অন্যান্য মাত্রায় সাজানো যেতে পারে, তা শেখানো।

2. *সংখ্যার রৈখিক বিন্যাস :* মেঝের উপর সংখ্যা সাজিয়ে লিখে তার উপর দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাঁটতে বা দাঁড়াতে বলার মধ্য দিয়ে চিহ্ন আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানো সহজ হয়।

3. *আকার আর দৈর্ঘ্য অনুসারে বিন্যাস করা :* বিভিন্ন আকারের বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেগুলি শিক্ষার্থীদের তুলনা করতে বলা, যাতে তারা ছোট, বড়, লম্বা, বেঁটে এই ধারণাগুলো বোঝে। কার্ডবোর্ড দিয়ে নানা আকার, যেমন গোল, গাছ, বাড়ি, ইত্যাদি তৈরি করে শিক্ষার্থীদের

বলা, সেগুলোকে আকৃতি অনুযায়ী সাজাতে। এরই সাথে তাদের শেখানো কেমন করে একটা জিনিস অন্য জায়গায় এঁটে যেতে পারে।

4. *মুখোমুখি যোগাযোগ :* একে অনেক সময় জোট বাঁধা বলা হয়। এটা হল এমন একটা সম্পর্ক, যেখানে প্রথম সেটের একটা বস্তু দ্বিতীয় সেটের একটা বস্তুর সাথে জোট বাঁধে। জোট বাঁধা প্রক্রিয়াটি গণনা শেখার জন্য খুবই উপযোগী। শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে একটা বোর্ডের উপর সারি দিয়ে কিছু গোঁজ পুঁততে। আগে থেকে বোর্ডে কিছু গোঁজ পুঁতে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিতে হবে আগের পোঁতা গোঁজের সাথে তাদের পোতাগুলো এমনভাবে সাজাতে, যাতে প্রত্যেকে একটা করে গোঁজ হাতে পায়।

- **গোনা**

1. *গোনার জন্য ক্রিয়াকলাপ :* শিক্ষার্থীরা যাতে অঙ্গসঞ্চালনার দ্বারা গোনার কাজ ঠিক করে করতে পারে তার জন্য গর্তের মধ্যে গোঁজ পোঁতা, কাপড় শুকনো করার ক্লিপ এক লাইন করে আটকানো, পুঁতি গাঁথা, তিনবার হাততালি দেওয়া, চারবার লাফানো, টেবিলের উপর চারবার চাপড় মারা। কানে শোনা আরো জোরদার করে চোখে দেখে গোনাকেও জোরদার করলে শিক্ষার্থীরা চোখ বন্ধ করেও তালে তালে শুনতে পারবে।

2. *কাপ গোনা :* কয়েকটা কাপ নিতে হবে, আর প্রতিটা কাপের গায়ে একটা করে সংখ্যা লিখে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন প্রতিটা কাপকে সেই সংখ্যার জিনিস দিয়ে ভর্তি করতে—যেমন বোতলের ছিপি, চিপস, বোতাম, স্ক্রু বা ওয়াশার।

3. *খালি সেটের ধারণা (শূন্য) :* এই ধারণাটির সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

- **সংখ্যা চেনা**

1. *সংখ্যা চোখে দেখে চেনা :* ছাপার সংখ্যা (6, 9, 7) এবং এই কথায় লেখা সংখ্যাগুলোকে চেনা কথা (ছয়, নয়, সাত)—এই দুই পদ্ধতি নিয়ে চোখে দেখে চেনার কাজটি চলে। শিক্ষার্থীদের মৌখিক চিহ্নের সাথে লিখিত চিহ্নগুলোকেও মেলাতে শিখতে হবে। চিহ্নগুলো বুঝতে রংয়ের ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন '3'-এর মাথাটাকে সবুজ এবং নীচটা লাল রংয়ের করে দেওয়া যায়।

2. *'পার্কিংয়ের জায়গা' :* পোস্টার—একটা পোস্টার তৈরি করে সেখানে লিখে রাখুন 'পার্কিংয়ের জায়গা'। এবার বিন্দু দিয়ে সংখ্যাগুলো লিখে পার্কিংয়ের জায়গায় সাজিয়ে দিন। সংখ্যাগুলো স্পষ্ট করে লেখা থাকবে না। এবার ছোট্ট ছোট্ট খেলনা গাড়িতে সংখ্যাগুলো লিখে শিক্ষার্থীদের সঠিক জায়গায় গাড়িগুলো পার্ক করতে বলুন।

8. গণনা করার দক্ষতা শেখানো

- *গোটা অংশের ধারণা:* যোগ-বিয়োগ অংকের মধ্যে গোটা অংশের সম্পর্ক আছে, তাই এই ধারণা শেখা খুবই জরুরি। দুই বা তার চেয়ে বেশি অংশকে যোগ করলে আমরা একটা গোটা বা পুরো জিনিস পাই। আর পুরো জিনিস থেকে খানিকটা বিয়োগ করলে খানিকটা অংশ পাই। একটা ওভারহেড প্রোজেক্টারের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীদের এই ধারণাটা ব্যাখ্যা করুন।

অংশ	অংশ
সম্পূর্ণ	

- *গণনা করার প্রাথমিক দক্ষতা :* সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে একটা বড় অসুবিধা হল শিক্ষার্থীদের গণনা করার প্রাথমিক দক্ষতার অভাব (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ, শতকরা, দশমিক)

- *যোগ :* + চিহ্নটার মানে বুঝিয়ে দিন (মানে একসাথে যুক্ত কর) এবং = (সমান বা ওর মত একই)। তাদের বুঝিয়ে দিন যোগ করার মানে ''অংশ যুক্ত অংশ'' ''সমান ''গোটা''। কঠিন বস্তু দিয়ে শুরু করুন, পরে সংখ্যাযুক্ত কার্ড ব্যবহার করুন। সর্বশেষে সংখ্যা দিয়ে বাক্য তৈরি করে সেখানে শুধু সংখ্যা ব্যবহার করুন—যেমন 3 + 2 = ? এর থেকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে, 2 + 3 = ?, ? + 2 = 5 এবং 3 + ? = 5। 10 থেকে 20-এর মধ্যে সংখ্যা দিয়ে যোগ শেখানো অনেক বেশি কঠিন। এর অনেক রকম প্রক্রিয়া আছে। জোড়া সংখ্যা দিয়ে শেখানো সবসময়ই সোজা। যেমন 8 + 8 = 16। এরপর জিজ্ঞেস করুন 9 + 9 = ? এটা কি 16-র চেয়ে বেশি?

- *বিয়োগ :* একটা দরকারি নতুন চিহ্ন হল – (বিয়োগ করা বা নিয়ে নেওয়া)। যে কোন কঠিন বস্তু দিয়ে যোগের মত করেই বিয়োগের ধারণাটা বুঝিয়ে দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। সংখ্যার লাইনও এই ধারণা বোঝার জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

- *গুণ :* বারবার যোগ করার মানেই হল গুণ। গুণ অঙ্ক বোঝানোর একটি পদ্ধতি হল অঙ্কের ভাষা দিয়ে বাক্য তৈরি করা—যেমন 2টো করে জিনিসের 3টি গোছায় মোট কতগুলি জিনিস আছে? শিক্ষার্থীরা উত্তরটা জিনিসগুলো হাতে গুণেও বলতে পারে বা সমান সংখ্যা যোগ করেও বার করতে পারে। উল্টো ধারণাও শেখানো যেতে পারে—যেমন 3 × 5 = যা হবে, 5 × 3 = একই উত্তর হবে। গুণের ক্ষেত্রে সংখ্যার আলাদা বিন্যাসে উত্তর আলাদা হয় না।

- সমান সংখ্যা যোগ করার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সংখ্যার লাইন প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারে—সেটা যোগ বা গুণ দুটো ক্ষেত্রেই হতে পারে। সংখ্যার লাইনে 5 সংখ্যাটা 3 বার যোগ করে শিক্ষার্থী 15 উত্তর বার করতে পারে। সমান্তরাল বিন্যাস পদ্ধতিতে প্রতি লাইনে সমান সংখ্যক জিনিস থাকে। যেমন 3 × 5কে এই পদ্ধতিতে নীচের বিন্যাসে লেখা যায়

  00000

  00000

  00000

- *ভাগ :* শেখার এবং শেখানোর ক্ষেত্রে এটি হল সবচেয়ে কঠিন। ভাগ শেখাবার জন্য 6 ÷ 3 = ? যে বিন্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে, তা হল 6টা একটা গুচ্ছকে তিনটে সমান গুচ্ছে ভাগ করা। 2 সংখ্যাটি হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা হিসেবে ধরে নিতে হবে। এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে হবে কতগুলি ছোট গুচ্ছ আছে আর প্রতি গুচ্ছে কতগুলি করে বস্তু আছে?

0 0	0 0	0 0

নম্বরের লাইনও ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি 3এর ঘরে পৌঁছতে হয়, তাহলে কতবার লাফাতে হবে?

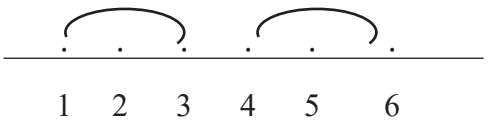

কোন সংখ্যা বাদ গেছে, এই প্রক্রিয়াটি প্রথমে সোজা গুণ ব্যবহার করে। প্রক্রিয়াটি পুরো উল্টো দেওয়া হয়: 3 × (––) = 12, তারপর ভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়: 12 ÷ 3 = (––) ।

- ***ভগ্নাংশ :*** ভগ্নাংশের অঙ্ক করাতে হলে জ্যামিতিক আকারের ব্যবহার করতে হবে। যদি $\frac{1}{2}$ এই ভগ্নাংশটা দেখি, তাহলে বুঝতে পারব, লব হল ভাঙা অংশ আর হর হল সমান মাপের পুরো সংখ্যা। কাগজের প্লেট থেকেও এই আকৃতিগুলো কেটে বার করা যায়।

1							
1/2				1/2			
1/4		1/4		1/4		1/4	
1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8

- ***'টিন' সংখ্যা থেকে 9 বিয়োগ করা :*** নীচের অঙ্কটিতে: 16 – 9 = ( ), 1 আর 6 যোগ করলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে 7। এই পদ্ধতিটে যে কোন 'টিন' সংখ্যা থেকে অন্য সংখ্যার বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

- ***সাজানো :*** শিক্ষার্থীদের 1, 2, 3 এই সংখ্যাগুলো দিয়ে বলুন কতভাবে তারা এই সংখ্যাগুলো সাজাতে পারে—1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1 (3×2×1 = 6)। অন্য আর এক ধরনের সাজানোর ধাঁধাঁ হল—যদি 4 জন শিশু একটা চৌকোণা টেবিলের চারপাশে বসে, তাহলে কতরকমভাবে তারা নিজেদের সাজাতে পারবে? (4×3×2×1 = 24)।

- ***ধাঁধাঁর কার্ডের সংমিশ্রণ :*** কার্ডবোর্ডের কার্ড তৈরি করে তার উপর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের অঙ্ক কষা থাকবে। প্রত্যেকটা কার্ডকে দুই ভাগে এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে একদিকে সমস্যা আর অন্যদিকে তার উত্তর থাকে। এই পাজলগুলো এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা যখন এগুলোকে পাশাপাশি রেখে মেলানোর চেষ্টা করবে, তখন শুধু সঠিক উত্তরটাই জায়গামত বসবে।

- *তাস :* একটা সাধারণ তাসের প্যাকেট যে কতরকমভাবে সংখ্যা শেখানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। সংখ্যার ক্রমবিন্যাস, সংখ্যার সাথে সংখ্যা মেলানো, যোগ আর বিয়োগ শেখানো এবং গুচ্ছের মধ্যে সংখ্যা চেনা ইত্যাদি সবই শেখা যায় এর মাধ্যমে।

- *সংখ্যা তথ্য :* সংখ্যা তথ্য— + 1, – 1, × 1, × 0, + 0, – 0, % 1 এবং 0 একই সংখ্যার যোগ এবং একই সংখ্যার বিয়োগ।

9. **শব্দ সংক্রান্ত গল্প সমস্যা :** যে সমস্ত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে, তা হল—

✓ যে সমস্ত শব্দ সংক্রান্ত সমস্যা শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করবে এবং যা তারা কখনো না কখনো অভিজ্ঞতা করেছে।

✓ সমস্যাটা মৌখিকভাবে পড়ে শোনানো, যাতে পড়তে অসুবিধা আছে, এমন শিশুরা উপকৃত হয়।

✓ কঠিন বস্তু, আঁকা, লেখচিত্র, ইত্যাদি ব্যবহার করে সমস্যাটা বোঝা। শিক্ষার্থীদের সমস্যাটা অভিনয় করে দেখাতে বলুন।

✓ শিক্ষার্থীদের বলুন সোজা আর ছোট সংখ্যা দিয়ে সমস্যাটার সমাধান করতে। জটিল বা বড় সংখ্যার বদলে ছোট সংখ্যায় সমাধান তাড়াতাড়ি আর সহজে হয়ে যাবে।

✓ শিক্ষার্থীদের বলুন সমস্যাটাকে নিজেদের ভাষায় গুছিয়ে বলতে। এর ফলে তারা নিজেরাই সমস্যাটা ঠিক কেমন সেটা বুঝতে পারবে—আর তারা এই সমস্যাটা বুঝতে পারছে কিনা, তাও বুঝিয়ে দিতে পারবে সবাইকে।

✓ শব্দের সমস্যা সমাধান করার জন্য ধাপগুলো হল:

- প্রতি শিক্ষার্থীকে সমস্যাটা পড়তে বা শুনতে বলুন এবং সমস্যাটির কারণ ভাবতে বলুন
- ওদের সিদ্ধান্ত নিতে বলুন ওরা কি নতুন করে আবিষ্কার করতে চায় কোন সমস্যার সমাধান করতে চায় তারা
- শিক্ষার্থীদের সমস্যাটি জোরে জোরে পড়তে বলুন এবং তারপর এর থেকে দরকারি আর অদরকারি তথ্য আলাদা করে তালিকা প্রস্তুত করবেন
- শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন, যাতে তারা তথ্যের মধ্যেকার সমার্থ এবং কোন গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সেটি ঠিক করে নিতে হবে। মূল শব্দ—যেমন মোট, বা, সম্পূর্ণ, যেগুলো বোঝায় যোগ এবং পড়ে থাকল, বা পড়ে থাকা—যা দিয়ে বিয়োগ বোঝান হয়, সেগুলো শেখাতে হবে।
- অনুশীলন করার জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

✓ *সময় :* আসল ঘড়ি বা তৈরি করা ঘড়ির দরকার হবে এই দক্ষতা অর্জন করার জন্য। পড়ানোর ক্রম হবে এক ঘণ্টা (1.00), আধ ঘণ্টা (4.30), সোয়া ঘণ্টা (7.15)। পাঁচ মিনিটের বিরতি, ঘণ্টার আগে এবং পরে, মিনিটের বিরতি, সেকেন্ড। টি.ভির অনুষ্ঠানসূচি এবং শ্রেণী কক্ষের কাজকর্ম ব্যবহার করুন এবং সবকিছুই ঘড়ির সাথে মিলিয়ে দেখুন।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

✓ *অর্থ :* আসল টাকা বা আমাদের জীবনে আসল টাকার ব্যবহার অর্থ সংক্রান্ত ধারণা বোঝার জন্য সবচেয়ে ভাল। শিক্ষার্থীদের টাকা ভাঙাতে, খেলনা কিনতে, খাবার অর্ডার দিতে এবং শেষে সবকিছু যোগ করে, যত হয়, সেই টাকা মিটিয়ে দিতে বলুন।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই3. শব্দ সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর ধাপগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ই4. শিখন প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যগুলো অঙ্ক শেখার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি কি এই বিষয়ে সহমত? অঙ্ক শেখার সমস্যাগুলোর কারণসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অনেক পদ্ধতি আছে যা শিক্ষক/নির্দেশক শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য। বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের সবসময় যে আলাদা করে, একা একা পড়াতে হবে, এমন কোন মানে নেই। একবার তার প্রয়োজনীয়তাগুলি চিহ্নিত করে নিলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার্য কৌশলগুলি দিয়েই তাকে সাহায্য করতে পারেন। এই কৌশলগুলির সবচেয়ে ভালো গুণ হল যে এগুলি শ্রেণীকক্ষের সমস্ত রকমের চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিখতে সহায়তা করে। এইসব কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সমস্ত শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধি হয়। ফলে, অনায়াসেই বলা যায় যে, পাঠ করতে সমস্যায় ভুগছে এমন শিশুর উন্নতি হয়, আর সাধারণভাবে পাঠ করত এমন শিশু সাবলীলভাবে পড়তে পারে।

5.9 পরিভাষা

মুখোমুখি পড়ানো : যে অধিবেশনে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে পড়ান

প্রাক্-পঠন দক্ষতা : যথাযথভাবে পড়তে পারার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন

ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক : ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক, যাকে আর ভাঙা যায় না

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : খুবই প্রয়োজনীয়

সরব হওয়া : খুব জোরে বলা

ঝোঁক/প্রবণতা : মানুষের পছন্দ

পথিকৃৎ : যারা পথ দেখায়—যাদের দেখে আমরা শিক্ষা পাই বা গ্রহণ করি

শ্রবণজনিত বোধশক্তি : তথ্যকে কানে শুনে মানে বোঝা

দৃষ্টিজনিত স্মৃতি : চোখে যা দেখছি, তাই মনে রাখা

বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা : শেখার জন্য একাধিক অনুভূতিকে কাজে লাগানো

চিত্রকল্প : মনের মধ্যে ছবি তৈরি করে নেওয়া

শ্রেষ্ঠত্ব : কোন দক্ষতাকে নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করা

5.10 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

ই1. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ কৌশলগুলি হল:

i) স্থানিক সম্পর্ক, যেমন উপর, নীচে, উর্ধ্বভাগ, অধোভাগ ইত্যাদি, সম্পর্কে জানা আর বোঝা।

ii) অঙ্গসঞ্চালনাগত সমন্বয় তৈরি করা। যেমন বাঁকানো, আঁকড়ে ধরা, জোরে চাপ দেওয়া, মোচড়ানো, চেপে ধরা ইত্যাদি।

ই2. হাতের লেখা শেখানোর পারম্পরিক পদ্ধতি হল:

i) যথাযথ বসার ভঙ্গী

ii) কাগজ ঠিক জায়গায় রাখা

iii) পেন্সিল ঠিক করে ধরা

iv) নকশা তৈরি করার ধারণা

v) মৌখিক সংকেত দেওয়া

ই3. ভাষার সমস্যা বোঝানোর ধাপগুলো হল:

i) শিশুর আগ্রহ আছে এমন শব্দ চিহ্নিত করা বা বেছে নেওয়া

ii) প্রতিটি শব্দের জন্য কঠিন অথচ সুনির্দিষ্ট আকারের বস্তু ব্যবহার করা

iii) বোর্ডে ছবি আঁকা

iv) প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করা এবং

v) তথ্যগুলোর মধ্যে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে শিশুদের সহায়তা করা

ই4. শিখন প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্যগুলো অতি অবশ্যই অঙ্ক শেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করে।

যে সমস্ত কারণগুলোর জন্য অঙ্ক শেখার প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় সেগুলি হল:

i) শেখার জন্য প্রস্তুতির অভাব

ii) অপর্যাপ্ত ও অনুপযুক্ত নির্দেশ

iii) পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা

iv) তথ্যগুলোকে প্রক্রিয়াকরণে সমস্যা

5.11 করণীয় কাজ

কিউ1. শ্রেণীকক্ষে শিশুদের জন্য আপনি কোন কৌশল অবলম্বন করবেন

- যাদের পড়ার সমস্যা আছে
- বানান করার সমস্যা আছে
- বোঝার/বোধশক্তির সমস্যা আছে
- শোনা এবং কথা বলার সমস্যা আছে

5.12 উল্লেখ্য প্রসঙ্গ

1. Learning Disabilities and Related Disorders: Janet Lerner (10th Edition)
2. Learning and Learning Difficulties; A Handbook for Teachers: Peter West.

ইউনিট 6 শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রী-II

গঠন

6.1- ভূমিকা

6.2- উদ্দেশ্যসমূহ

6.3- লিখিত অভিব্যক্তি

6.4- সংগঠিত করা

6.5- সামাজিক চেতনা

6.6- এডিডি/এডিএইচডি-র কৌশল

6.7- নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

6.8- অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

6.9- পরিভাষা

9.10- আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

6.11- করণীয় কাজ

6.12- রেফারেন্স

6.1 ভূমিকা

শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রী শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ ও শিখন কৌশলের মধ্যে কিছু সাধারণ ও কিছু নির্দিষ্ট কৌশল আছে। সাধারণ কৌশলগুলোর মধ্যে আছে কাজের বিশ্লেষণ আর সুগঠিত অধিবেশন উপস্থাপনার পরিকল্পনা। কাজের বিশ্লেষণের সময় উদ্দেশ্যগুলো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দিতে হবে এবং সুগঠিত অধিবেশন উপস্থাপনাতেও পড়ুয়াদের যা পড়ানো হবে, সেগুলো সুন্দরভাবে ক্রমানুসারে সাজানো থাকতে হবে। পড়ানো শুরু করার আগেই সমস্ত সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রাখবেন শিক্ষক। নির্দিষ্ট কৌশলের মধ্যে সেই সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যা পড়ুয়াদের পড়া, লেখা এবং শব্দ চেনার সমস্যাকে সংশোধন করতে সাহায্য করবে। এই কৌশলগুলোর উদ্দেশ্য হল পড়ুয়াদের পড়ার মনে শ্রেণীকক্ষের অন্য পড়ুয়াদের সমকক্ষ করে তোলা। এছাড়াও, লেখার সমস্যাযুক্ত শিশুদের বিশেষ কিছু চাহিদা আছে, যেগুলো তাদের হাতের লেখা ভাল করতে সাহায্য করবে। নানারকম প্রতিকারমূলক পদ্ধতি যেমন বইয়ের মলাটে লেখা, নকল করে লেখা ইত্যাদি উদ্ভাবন করা হয়েছে লেখার সমস্যাযুক্ত পড়ুয়াদের জন্য।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যথোপযুক্ত শিক্ষণ ও শিখন সামগ্রীর প্রয়োজন হয় যেগুলো প্রতিটি শিশুর বিশেষ চাহিদা মনে রেখে তৈরি করেন শিক্ষক। এই সামগ্রীগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যাতে ধারণাগুলো কার্যকরীভাবে শিখতে পারে। এই সামগ্রীগুলোর মধ্যে আছে নিজে শেখার জন্য কার্ড, ছবির কার্ড, পত্রিকা/খবরের কাগজ/ক্যালেন্ডার/পোস্টার/ধাঁধাঁ/পাজল/কমিউনিটির মানুষদের তৈরি করা পুতুল/খেলনা/পুতুল/মডেল/উঁচু হয়ে থাকা অক্ষর/কঠিন বস্তু (বোতাম/পুঁতি), রং, শব্দ তৈরি করা/শব্দের

ধারণা, ফ্ল্যাশ কার্ড/স্টেনসিল, ছবি সাজানোর কার্ড, মুখোশ, ব্যানার, ব্লক জোড়া লাগানো, খেলার পুঁটলি, ম্যাপ/গ্লোব/কাজের পাতা/ওয়ার্কবুক, শিক্ষামূলক খেলনা, পেনসিল ধরার বস্তু। এই অধ্যায়টি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ আর শেখার কৌশলের সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে—তার সাথে কৌশলগুলিকে কাজে লাগাবে যে সমস্ত শিক্ষাদানে সামগ্রী—সেগুলো সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা দেবে।

2.2 উদ্দেশ্যসমূহ

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- শিক্ষণ ও শিখন কৌশলগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বিভিন্ন রকম কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষণ আর শিখন সামগ্রীর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

6.3 লিখিত অভিব্যক্তি

লিখিত অভিব্যক্তি হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দক্ষতা, যা স্কুলে থাকতে থাকতেই আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বেশির ভাগ মূল্যায়ণ আর ফিডব্যাক শিক্ষার্থীদের লেখার পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করেই হয়। যাইহোক, সব শিক্ষার্থীই যে যথাযথবাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, এমনটা নয়। এরা হয়তো মুখে তাদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু লিখতে গেলেই খুব বড় সমস্যার মুখোমুখি হয়। শিক্ষক হিসেবে আপনাদের সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে—যাতে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করাই নয়—তারা যাতে যোগ্য লিখিয়ে হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য তাদের সবরকম সহায়তা করতে। পরীক্ষার সময় এইসব শিক্ষার্থীদের আলাদা করে সহায়তা করা, যেমন তাদের ক্ষান বোঝার জন্য অন্যভাবে তাকে মূল্যঅয়ণ করার জন্য বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লিখিত অভিব্যক্তির কৌশল (বসান্ড ভগহ্যান-1998)

1. **দীর্ঘমেয়াদীভাবে লিখতে পারার জন্য সুযোগ তৈরি করা:** শিক্ষার্থীদের লেখার জন্য চিন্তা করার, প্রতিফলন করার, লেখার এবং পুনর্বারলেখঅর জন্য যথেষ্ট সময় চাই। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী মাত্র 10 মিনিটের চেয়েও কম সময় ব্যয় করে কোন কিছু লেখার সময়। লেখার সময়টা যাতে প্রতিদিন অন্ততঃ 50 মিনিট হয়, এবং সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন, সেটাই সুপারিশযোগ্য। কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে লেখার সময়টাই কয়েকটি ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে।

2. **লিখতে জানেন এমন মানুষদের নিয়ে একটা গোষ্ঠা গঠন করা:** লিখতে জানা শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি হওয়া একটা শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং সমবেতভাবে লেখার কাজটিকেও উৎসাহিত করে। শিক্ষকরা প্রতিটি পড়ুয়ারা ফোল্ডারও ব্যবহার করতে পারেন—যে ফোল্ডারে তাদের লেখা প্রজেক্ট, তৈরি হওয়া জিনিসের তালিকা, আগামী দিনে হতে পারে এমন বিষয়বস্তুর সম্পর্কে ধারণা, বানান শেখার জন্য অভিধান ইত্যাদি থাকে।

3. **শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিষয়বস্তু বেছে নিতে অনুমতি দিন:** লেখা সংক্রান্ত প্রজেক্টগুলো সবচেয়ে সফল হয়, যখন শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দসই বিষয় বেছে নিতে পারে।

4. **লেখার প্রক্রিয়া এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা পরিদর্শন করানো:** লেখার প্রক্রিয়াটিকে উৎসাহিত করা যায় যখন শিক্ষক বা আশেপাশের সমবয়স্করা এটিকে অনুকরণ করে। যেমন, একজন শিক্ষক লেখার বিভিন্ন ধাপগুলোকে জোরে জোরে বলতে পারেন—"আমি আমার গল্পের জন্য একটা মজার পটভূমিকা খুঁজছি। আচ্ছা, সেটা সার্কাস হলে কেমন হয়?"

5. **শ্রোতাদের অনুভূতির বিকাশ করানো:** সাধারণতঃ সনাতন লেখার পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সম্পর্কে লেখে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অনুভূতির বিকাশ করার জন্য নরম বোর্ডে কাজগুলো সাজিয়ে দিতে পারেন—তারপর স্কুলের ম্যাগাজিনে সেগুলো ছাপাতে পারেন।

6. **শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে কাজে লাগানো:** শিক্ষককে প্রতিটি শিক্ষার্থীর আগ্রহের জায়গাটি জানতে হবে—আর সাম্প্রতিক কোন কোন বিষয় নিয়ে তারা লিখতে পারে, সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। খেলাধূলা, খবর, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, পরিবারের সাথে ছুটি কাটানো—এ সবই লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে।

7. **কড়াভাবে নম্বর দেবেন না:** নম্বর এমনভাবে দেবেন না, যাতে শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহ না হয়ে পড়ে। ধারণার জন্য নম্বর দিন—প্রযুক্তিগত দক্ষতার ক্ষেত্রে নয় বা দু ধরনের নম্বর দেবার প্রথা শুরু করুন—ধারণাগত আর প্রযুক্তির জন্য আলাদা আলাদা করে।

8. **অনেক বেশি করে উৎসাহ দিন:** লিখতে দেবার আগে অবশ্যই সুনিশ্চিত করুন যে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে রেখা–চিত্রমালা, সৃজনশীল কাজকর্ম বা টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠান, সিনেমা, খেলাধূলা ইত্যাদি দেখার, যা থেকে তারা লেখার রসদ খুঁজে নিতে পারবে।

9. **'বন্ধ' প্রক্রিয়া ব্যবহার করুন:** একটা বাক্য লিখুন যার মধ্যে একটা বাক্য লিখুন যার মধ্যে একটা শব্দ নেই। শিক্ষার্থীদের বলুন সেই শব্দটা কি হতে পারে, তা খুঁজে বার করতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—''রাজু ———— বল নিয়েছে।'' এই বাক্যগুলো তাদের পড়ার বই থেকেই নেওয়া যেতে পারে।

6.4 সংগঠিত করা

রজতকে সবসময়ই খুব 'অগোছালো', ''ভাবনাচিন্তাহীন'', ''নিরুত্তাপ'' বলে মনে হয়। ওর কাছে কখনোই প্রয়োজনীয় সামগ্রী (কাগজ, পেন্সিল) থাকে না—ও কখনোও সময়মত বাড়ির কাজ জমা দেয় না। কত সময় তো এমনও হয়েছে যে ওর ডাইরিতে বাড়ির কাজে কোন উল্লেখই থাকে না। বোর্ড থেকে দেখে লিখতে ওর অসুবিধা হয় আর তাই ওর সব কাজই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রজত খুবই আবেগপ্রবণ ছেলে কিন্তু পড়ার জন্য পরিকল্পনা আর প্রস্তুতির অভাব তার প্রায় রোজকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এটা কেন হয় জানেন কি?

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সংগঠিত হবার ক্ষমতা খুবই কম। প্রতিদিনের জীবনে এই অগোছালো স্বভাব নানা সমস্যা তৈরি করে। এই শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ সময়েই শ্রেণী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না—যেমন হামেশাই কাগজপত্র হারিয়ে ফেলে, প্রয়োজনীয় বইপত্র ফেলে আসে, শ্রেণী করার কাজ বাড়িতে গিয়ে জোর করে, আর সময়মত কিছুতেই কাজ জমা দিতে পারে না। এর কারণ হল মস্তিষ্কের যে অংশ সংগঠিত হতে সাহায্য করে, সেটির সঠিকভাবে কাজ না করা। স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, স্ব-নির্দেশনা, বৃহত্তর উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্য ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া যেমন সংগঠন, লক্ষ্য এবং যেগুলো আমাদের রোজকার আর সৃজনশীল কাজ করতে সক্ষম করে, সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এগুলো থেকে তৈরি হয়:-

- ভুলে যাওয়া
- কাজ করার জন্য তৈরি বা সক্রিয় হতে সময় লাগা
- মনোযোগ, সতর্কতা এবং প্রচেষ্টা ইত্যাদি বজায় রাখার সমস্য হওয়া
- বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে কাজ করার অক্ষমতা আর সাধারণভাবে খুবই দুর্বল স্ব-ব্যবস্থাপনা

সংগঠিত হবার দক্ষতা তৈরির কৌশল

- শ্রেণীকক্ষকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, তাক, ফাইল, নোংরা ফেলার জায়গা সমস্ত কিছুতে সুন্দর করে নাম লিখে রাখা যাতে প্রতিটা শিক্ষার্থী জানে কোথায় কি আছে, আর সহজেই সেগুলি খুঁজে পায়।
- শ্রেণীকক্ষের মধ্যে কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ জমা দিতে পারে বা অসম্পূর্ণ কাজ গুছিয়ে রাখতে পারে।
- বাড়িতে পড়াশুনোর ঘরে একটা জায়গা ঠিক করে রাখা, যেখানে তারা নিয়মিত বাড়ির কাজ করতে বসবে। এই জায়গাটিতে পর্যাপ্ত আলো থাকা দরকার, কাজ করার জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক এবং শান্ত পরিবেশ হওয়া দরকার, যাতে সহজে শিক্ষার্থীরা মনসংযোগ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা পড়তে বসার আগে যেন পড়ার টেবিলে জঞ্জাল জড়ো হয়ে না থাকে।
- পাঠ্যক্রমের বিষয় অনুযায়ী রং ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সহজে আর তাড়াতাড়ি বইগুলো খুঁজে পাবে। যেমন বিজ্ঞানের বইগুলো হলুদ আর ইংরাজী বইগুলো রংয়ের কাগজ দিয়ে মলাট দেওয়া।
- শিক্ষকরা দরকারি টীকা ইত্যাদি তৈরি করবেন বিভিন্ন রং আর বিভিন্ন রকমের কাগজে, যেমন—বানানের তালিকা গোলাপী, অঙ্কের জন্য নীল রং ইত্যাদি।
- ছবি আর চোখে দেখে বোঝা যায় এমন সামগ্রী, রোজকার নিয়মিত কাজের সূচি এবং সময়সূচি।
- রঙিন কাগজের উপর ছোট ছোট টীকা আর বার্তা লিখে দরজা, আয়না, আর অন্যান্য জায়গায় লগিয়ে রাখা, যেখানে শিশু দেখতে পাবে। এটি এগুলি মনে করিয়ে দেওয়ার কাজ করবে।
- ক্যালেন্ডারের উপর নানা রং দিয়ে কাজগুলো চিহ্নিত করা (স্কুল সংক্রান্ত, খেলাধূলা সংক্রান্ত বা সামাজিক কাজকর্ম সংক্রান্ত)।
- দড়ি বা ভেলক্রো দিয়ে শিশুর ডেস্কে একটা পেনসিল আটকে রাখা।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন যে শ্রেণীকক্ষে তাদের কাছে কোন কোন সামগ্রী সবসময় থাকতেই হবে (সূঁচালো পেন্সিল, রবার, নোট বুক)। এগুলি সাথে না রাখলে কি হবে, সেগুলো তাদের বুঝিয়ে দেবেন। দরিদ্রদের জোরজবরদস্তি করবেন না।
- শিক্ষার্থীদের অভ্যাসগুলো পর্যবেক্ষণ করুন এবং যেসব শিক্ষার্থীরা তৈরি হয়ে আসেনি, তাদের নতুন কোন বস্তু দিয়ে ''পুরস্কৃত'' করুন।
- শিক্ষকদের কাছে সবসময় বইয়ের অতিরিক্ত কপি থাকা দরকার, যাতে বই খুঁজতে বা কারুর থেকে ধার নিতে সময় নষ্ট না হয়।
- স্কুলে প্রতিদিন শুরু এবং শেষ হবে 5-10 মিনিটের সংগঠনগত অধিবেশন দিয়ে। এই সময়টাকে টেবিল মোছা, ব্যাগ গুছিয়ে রাখা, বাড়ির কাজ ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা, বাড়ির কাজের জন্য যা যা দরকার, সেগুলো নেওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রতিটি শিশুর বসার জায়গায় একটা তালিকা ঝুলিয়ে রাখা, যাতে সে বোঝে, কোথায় নির্দিষ্ট জিনিসগুলো রাখতে হবে।
- কাগজ কিভাবে সাজাতে হবে, সেটা শিখিয়ে দিন আর তাদের সামনে নমুনা তৈরি করে দেখান (শিরোনাম, ব্যবধান আর মার্জিন ইত্যাদি)।
- যদি শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে অসুবিধা হয় স্কুলে বই নিয়ে আসা বা স্কুল থেকে বই ফেরত নিয়ে যেতে হবে একথা মনে না থাকে, তাহলে বাড়িতে বইয়ের দ্বিতীয় একটা সেট রাখতে বলবেন।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

- সব সামগ্রীতে শিক্ষার্থীদের নাম লিখে রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের ব্যাগ থেকে আধিকারিকরা যেন অদরকারি জিনিসপত্র সরিয়ে নেন (যেমন খেলনা ইত্যাদি) যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিচ্যুত না হয়।
- শিশুদের ব্যাগ, ঘর, বাড়িতে পড়ার ডেস্ক ইত্যাদি গোছাতে আর পরিষ্কার করতে, তাদের সহায়তা করুন। স্কুল আর বাড়িতে এইসব কাজ করার জন্য তাদের পুরস্কৃত করুন।
- সকালবেলার তাড়াহুড়ো আর চাপ এড়িয়ে চলার জন্য প্রতিদিনের একটি নিয়মসূচি তৈরি করুন যাতে শিশুরা আগের দিন রাত্রে গোছানোর আর তৈরি হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।
- স্কুলের ব্যাগগুলোকে অভিভাবকরা প্রতিদিন একই জায়গায় রাখার চেষ্টা করবেন।
- কাজকর্মের মধ্যে কোনটা আগে হবে, কোনটা পরে সেটা শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা করতে শেখান।
- একটা সময়সূচি তৈরি করুন এবং সেটি মেনে চলুন।
- ছোট ছোট অংশে ভাঙা নিয়মমাফিক মোকাবিলা করা।
- কোনগুলো গ্রহণযোগ্য কাজ আর কেসগুলো না সেগুলো শেখাতে হবে।

নিজের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ—

টীকা:- ক) নীচে আপনার উত্তর লেখার জন্য জায়গা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে যে উত্তরমালা দেওয়া আছে, তার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

ই1. সংগঠিত করার দক্ষতা শেখানোর কৌশলগুলো রংয়ের ব্যবহার সমেত তালিকাভুক্ত করুন।

ই2. শ্রেণীকক্ষের গঠন তৈরি করার জন্য কি কি কৌশল নেওয়া যেতে পারে?

6.5 সামাজিক চেতনা

সুমন কারুর সাথেই বন্ধুত্ব করতে পারে না, কারণ ও অন্যদের দেখে সামাজিক ইঙ্গিতগুলো ঠিক ধরতে পারে না। সুমন অন্যদের শরীরের ভাষা বা মুখের ভঙ্গি কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এইসব কারণে ও ফলাফল কি হবে না বুঝেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। অন্যদের মনে হয় ও একেবারেই সংবেদনশীল নয়, অন্যদের প্রতি ওর কোন চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। এই সবকিছুই আসলে হয় কারণ ও নিজেকে মূল্যায়ণ করতে পারে না আর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না।

আপনি কি জানেন কেন?

সামাজিক দক্ষতা, যা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের প্রাথমিক চাহিদা, তার অভাব সম্ভবতঃ শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন সমস্যা সামাজিক চেতনার অভাব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে—সে বাড়িতেই হোক বা স্কুলে বা খেলাধূলোর সময়—যেখানেই হোক না কেন! অনেক শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনার অভাবে সামাজিক দক্ষতাও তৈরি হয় না। তারা অন্যদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয় না। সামাজিক পরিস্থিতির সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই থাকে না, আর ফলে তারা সামাজিকভাবে পরিত্যক্ত হয়—এই সব শিশুরা তাদের সমবয়সীদের তুলনায় সামাজিক কাজকর্মে পিছিয়ে থাকে আশা অনুযায়ী তেমন কিছুই করে দেখাতে পারে না। এরা অনুপযুক্ত ব্যবহার করে, অনুপযুক্ত মন্তব্য করে অন্যদের সাথে মতের অমিল হলেও সেটা খুব খারাপভাবে প্রকাশ করে। এইসব কারণে বন্ধুত্ব করতে এদের সবসময়ই অসুবিধা হয়।

সামাজিক যোগ্যতা তৈরির কৌশল

সামাজিক চেতনার অভাব আছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য চাই সচেতন প্রয়াস আর নির্দিষ্ট শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। সামাজিক পরিবেশ, তার সূদ অনুভূতিগুলো, তার না বলা ভাষা—সবই আলাদা করে শেখাতে হয় তাদের যে দক্ষতাগুলো তাদের শেখাতে হবে, সেই অনুশীলনগুলো আত্মসচেতনতা, অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা, সামাজিক জ্ঞান এবং সামাজিক দক্ষতা—এই পর্যায়গুলো মাথায় রেখে।

আত্মসচেতনতা

1. **নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সচেতনতা:** প্রথমে একটা পুতুল নিয়ে তার শরীরের অঙ্গগুলোর সাথে নিজের শরীরের অঙ্গগুলো মিলিয়ে চিত্রিত করতে বলুন। একইভাবে সহপাঠী এবং নিজের শরীরের অঙ্গগুলোও চিহ্নিত করতে বলুন। কার্ডবোর্ড দিয়ে মানুষের আকৃতি তৈরি করুন, যার হাত-পা এগুলো নড়ানো যায়। এই মানুষটাকে নানা জায়গায় সরিয়ে সরিয়ে বসান আর শিক্ষার্থীদের বলুন সেই জায়গাগুলোতে যেতে।
2. **ছবি শেষ করা:** খানিকটা আঁকা আছে এমন একটা ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বলুন আর তার সাথে শিক্ষার্থীদের বলুন, কোন অংশটা ছবিতে নেই, সেটা বলতে।
3. **স্ক্র্যাপবুক:** নিজেদের সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে স্ক্র্যাপবুক বানাতে সাহায্য করুন। নিজেদের বিভিন্ন বয়সের ছবি, পরিবারের ছবি, তাদের পছন্দ—অপছন্দের তালিকা, নিজেদের আগেকার বয়সগুলোর কিছু ছোটখাট আকর্ষণীয় বা মজার গল্প বেড়াতে যাওয়ার ছবি ইত্যাদি দিয়ে স্ক্র্যাপবুকটা সাজাতে বলুন।
4. **আবেগজনিত সচেতনতা:** শিক্ষার্থীদের নিজেদের আবেগগুলো চিহ্নিত করে তার নাম বলতে বলুন।

অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা

1. **মুখের ছবি:** নানারকম অনুভূতির অভিব্যক্তিযুক্ত মুখের ছবি জোগাড় করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন কোন ছবিটা থেকে তারা কোন অনুভূতি বুঝতে পারছে—খুশির বা দুঃখের। অন্যান্য আবেগগুলো হতে পারে রাগ, বিস্ময়, ব্যথা বা ভালবাসা।
2. **ভাবঙ্গি/অঙ্গভঙ্গি:** শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মানে কি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। যেমন—হাত নেড়ে বিদায় জানানো, আঙুল নাড়ানো, ঘুরে দাঁড়ানো, হাত-পায়ের আঙুল দিয়ে টোকা দেওয়া, হাত ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি।
3. **ভিডিও'র সিডি আর গল্পের পরিস্থিতি:** এমন ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও বা গল্পের পরিস্থিতি ইত্যাদি খুঁজে বার করুন যার মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গি, স্থান এবং সময়ের সামাজিক তাৎপর্য বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন যাতে তারা সংযোগ তৈরি করার পিছনে আবেগ কিভাবে কাজ করে, তা চিহ্নিত করতে পারে।

4. **গলার আওয়াজ কি বলে আমাদের:** শিক্ষার্থীদের মানুষের গলার আওয়াজের তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করুন, কথা বলার বাইরেও টেপ রেকর্ডারে কারুর গলা শুনে তার মেজাজ কেমন, তা কি করে বুঝতে হয়, কিভাবে কথা না বলেও সংযোগ তৈরি করা যায়—এসবই বুঝতে তাদের সাহায্য করুন।

সামাজিকভাবে পরিণত হওয়া

1. **সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যাশিত পরিণতি:** রোল প্লে, সৃজনশীল নাটক, গল্প এবং আলোচনা—এসবই শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করে যে খেলার নিয়ম বা আচরণের নিয়ম ভাঙলো কি ফলাফল হতে পারে। গল্প বা সাহিত্যের শেষটা কি হতে পারে, সেটাও শিক্ষার্থীদের অনুমান করতে বলুন।

2. **স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করা:** শিক্ষার্থীদের সাধারণ ম্যাপ তৈরি করতে উৎসাহ দিন। তার সাথে তাদের দিকনির্দেশ দিয়ে বলুন গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর ধাপগুলো বর্ণনা করতে। এমনভাবে ক্রিয়াকলাপগুলো পরিকল্পনা করুন যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী অন্য মানুষের সাথে কথা বলার, অন্যদের থেকে নির্দেশ পাওয়ার অন্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া ইত্যাদি করার যথেষ্ট সুযোগ পায়।

3. **নৈতিক বিচার করা:** শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ শিখতে এবং মূল্যবোধের মানে বুঝতে সহায়তা করুন। যেমন শিক্ষার্থীরা নিজেদের বয়সোচিত দ্বন্দ্ব এবং সেইসব পরিস্থিতি যেখানে তারা মিথ্যা বলেছে, চুরি করেছে বা কোনো বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করতে পারে।

4. **পরিকল্পনা এবং কাজে রূপান্তরিত করা:** শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা পিকনিক বা পার্টি বা মিটিংয়ের পরিকল্পনা করে। তারপর তাদের এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করুন যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের স্বতন্ত্র আর পরিণত ভাবতে পারে।

সামাজিক দক্ষতা শিখনের কৌশল

1. শিক্ষার্থীকে আগে ভাবতে এবং তারপর জবাব দিতে বলুন।
2. সামাজিকভাবে কি কি উত্তর আসতে পারে সেগুলো আগে মহড়া দিয়ে তবে বলতে বলুন।
3. নিজেদের ব্যবহারের প্রভাব কি হতে পারে সেটা মনে মনে কল্পনা করতে বলুন।
4. সামাজিক ক্রিয়াকলাপ কি হবে, তা পূর্বে পরিকল্পনা করে নিতে বলুন।
5. *গল্পের মধ্যে যে ব্যবহারগুলোর উল্লেখ আছে, সেগুলি বিচার :* একটা অসম্পূর্ণ গল্প পড়ে শোনান বা মুখে বলুন, যার মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের কথা বলা আছে। শিক্ষার্থীদের বলুন গল্পটা শেষ করতে বা গল্পের শেষটা কি হবে, তা আন্দাজ করতে।
6. *সামাজিক পরিস্থিতির ছবির মাধ্যমে :* অনেকগুলো ছবি পরপর সাজিয়ে একটা গল তৈরি করা, যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিস্থিতির কথা বলা হবে। শিক্ষার্থীদের বলুন ছবিগুলোকে ঠিকমত সাজিয়ে গল্পটা মুখে বলতে।
7. *সদ্য শেখা সামাজিক ব্যবহারকে আয়ত্ত করা :* শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে যথাযথ ব্যবহার করা শিখে গেলে তাদের এই ব্যবহারগুলোকে অন্যান্য নানা জায়গাতে—যেমন স্কুলে, বাড়িতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও করে দেখাতে হবে।
8. *কথা বলার দক্ষতা আয়ত্ত করা :* শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিচিত করানো, শুভেচ্ছা জানানো, কথা বলার জন্য বিষয়বস্তু খুঁজে নেওয়া, মন দিয়ে শোনা, প্রশ্ন করা আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং বিদায় দিতে বলা ইত্যাদি যাতে শেখে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
9. *বন্ধুত্ব করার দক্ষতা :* শিক্ষার্থীদের বন্ধুত্ব করতে, সবাইকে প্রশংসা করতে, দলগতভাবে যোগ দিতে এবং ধন্যবাদ গ্রহণ করতে শিখতে হবে।

নিজের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ—

টীকা:- ক) নীচে আপনার উত্তর লেখার জন্য জায়গা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে যে উত্তরমালা দেওয়া আছে, তার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

ই1. সামাজিক চেতনা কাকে বলে?

ই2. সামাজিক চেতনা তৈরি করার জন্য কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ হতে পারে, তার ক্ষেত্রগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

6.6 এ.ডি.ডি/এ.ডি.এইচ.ডি.-র কৌশল

নীচে বর্ণনা করা কৌশলগুলো শিশুদের মনোযোগের ঘাটতি পূরণ করার জন্য উপযোগী হবে। যাইহোক, শিশুর মধ্যে কি ধরনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে মনে রাখতে হবে যখন তার জন্য প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা করা হবে।

1. সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের যে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেওয়ার পর আবার সেটির পুনরুক্তি করতে বলুন যাতে বোঝা যায় যে তারা নির্দেশগুলো বুঝতে পেরেছে।
2. কাজগুলিতে ছোট ছোট অংশে ভেঙে দিন যাতে তারা সহজে আয়ত্ত করতে পারে।
3. একঘেঁয়ে আর পুনরাবৃত্তি করতে হয় এমন কাজ এড়িয়ে চলুন।
4. নেতিবাচক অবাঞ্ছিত ব্যবহারের বদলে ইতিবাচক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নিবেশ করুন। যেমন—শিশুটি কেন শ্রেণীকক্ষে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তার জন্য তাকে না বকুনি দিয়ে সে যদি এক মিনিটও চুপ করে বসে আর লেখে, সেইজন্য তাকে প্রশংসা করুন।
5. ইতিবাচক ব্যবহার—কিছু বিশেষ ধরনের ব্যবহার কেন হচ্ছে না—সেই বিষয়ে প্রশ্ন না করে ইতিবাচক ব্যবহার করতে শিশুদের উৎসাহিত করুন। যেমন—'দৌড়িও না' এটা না বলে 'এখানে বসে খেলা কর"—এটা বলা।
6. কোনো কাজের নেতিবাচক ফলাফলগুলোকে খুব নির্দিষ্ট এবং চোখে পড়ার মত করে সামনে তুলে ধরুন। যেমন—''শ্রেণীকক্ষে দৌড়ে বেড়ানোর অর্থ হল—বিরতির সময় খেলা করতে না পারা—" এটি একটি চার্ট পেপারে লিখে সবার চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা।
7. শিক্ষার্থীদের করতে দেওয়া কাজের মূল্যায়ণ করে সুনিশ্চিত করুন যে তারা জানে তাদের কাছ থেকে ঠিক কি আশা করা হচ্ছে।
8. শিশুদের সাথে স্থির আর শান্তভাবে আদানপ্রদান করুন।
9. শিক্ষার্থীরা টেপ রেকর্ডারে কিছু কিছু অধিবেশন/নোটিশ তুলে রাখতে পারে বা নিজেদের কাজও একটু অন্যভাবে উপস্থাপনা করতে পারে। যেমন উত্তর খাতায় না লিখে চোখে দেখা যায় এমনভাবে উপস্থাপনা করতে পারে।

10. শিশুদের একা একা কাজ না করে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে উৎসাহ দিন।

6.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে আপনারা নিশ্চয় এমন কিছু কিছু কৌশল চিহ্নিত করতে পেরেছেন যেগুলো আপনারা শ্রেণীকক্ষে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করছেন এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা এতে উপকৃতও হয়েছে। বলাই বাহুল্য প্রতিটি শিশুর জোরের বা দুর্বলতার জায়গাগুলো আলাদা আলাদা এবং একই কৌশল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি প্রত্যেকটা কৌশল বুঝে, তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোও কি, যেটা বুঝে নেওয়া। আপনাদের কাছে এই তথ্য থাকলে, আপনার শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশুনা বিষয়ক যে যে অসুবিধা হয়েছে, সেগুলিকেও মনে রেখে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল বেছে নিতে পারবেন।

6.8 পরিভাষা

আত্মস্থ : কোনো কাজকে খুব ভাল করে আয়ত্ত করা

যোগ্যতা : কোনো কাজ করার জন্য তৈরি থাকা

টেঁকসই : কিছুটা সময় ধরে টিকে থাকে

রচনা করা : লেখা বা কিছু তৈরি করা

কমিউনিটি হিসেবে লেখা : অনেক ব্যক্তি নিয়ে তৈরি দলের একসাথে লেখা মিলে লেখা

প্রাথমিক প্রয়োজন : কোনো কাজ শুরুর করার আগে যা যা প্রয়োজন হতে পারে।

6.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

ই1. সংগঠিত করার দক্ষতা তৈরির জন্য রংয়ের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল

- বিষয় বোঝার জন্য রং
- গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তৈরি করার জন্য আলাদা আলাদা রং
- মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য রঙিন কাগজ
- ক্যালেন্ডারে রংয়ের তালিকা

ই2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিখনের সহায়তা করতে শ্রেণীকক্ষকে সাজানোর কৌশলগুলো হল—

- তাক, ফাইল আর নোংরা ফেলার বালতিগুলোতে পরিষ্কার করে নাম লাগানো
- করণীয় কাজ আর অন্যান্য শেষ না হওয়া কাজ রাখার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা
- শিশুদের পড়ার ডেস্কে পেন্সিল আর অন্যান্য সামগ্রী আটকে রাখা

ই3. অন্যের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর দক্ষতাকে সামাজিক চেতনা বলা হয়। এর জন্য প্রয়োজন অন্যদের শরীরের ভাষা পড়তে পারা আর মুখের অভিব্যক্তি বোঝা খুবই দরকার। এর মধ্যে দিয়ে একজন শিশু অন্যদের প্রতি আগ্রহ দেখাতে পারে।

ই4. সামাজিক চেতনা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দরকার, সেগুলো হল—

- নিজের বক্তব্য পেশ করা আর সামাজিক উত্তর কি হবে, তা মহড়া দেওয়া
- কথাবার্তা বলার দক্ষতা তৈরি করা
- সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা
- সামাজিক ব্যবহারের দক্ষতা তৈরি করা

6.10 করণীয় কাজ

কিউ1. আপনার শ্রেণীকক্ষের কোনো একজন শিক্ষার্থী, যার লিখিত অভিব্যক্তির সমস্যা আছে, তার জন্য একটি প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা তৈরি করুন। শিশুটির শিখন কি, সেটি উল্লেখ করুন এবং তার দুর্বলতার কারণগুলো কমানোর জন্য তার জোরের জায়গাগুলোকে পরিকল্পনায় সামিল করুন।

কিউ2. পঞ্চম শ্রেণীর একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর মনসংযোগের প্রবল সমস্যা আছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তার অত্যধিক সক্রিয়তা এবং মনযোগ কম হওয়ার কারণে তার বিদ্যালয়ের কাজ খারাপ হচ্ছে। এই শিক্ষার্থীর প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা আপনি কিভাবে করবেন?

6.11 রেফারেন্স

1. Learning Disabilities and Related Disorders; Janet Lerner.
2. Learning and Learning Difficulties; A Handbook for Teachers by Peter Westwood.
3. Unit 7; Senco Distance Learning Course Module; Orkids.

ইউনিট 7 সহায়ক পদক্ষেপ

গঠন

7.1 ভূমিকা

7.2 উদ্দেশ্যসমূহ

7.3 সহ-পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য

- 7.3.1 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চাহিদা
- 7.3.2 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রতিভার বিকাশ

7.4 পেশাগত চিকিৎসা/ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ চিকিৎসা

- 7.4.1 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতা
- 7.4.2 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া
- 7.4.3 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার প্রক্রিয়া এবং শিখন
- 7.4.4 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার ত্রুটির শ্রেণীবিভাগ
- 7.4.5 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার ত্রুটির জন্য পেশাগত চিকিৎসা

7.5 বাক্‌শক্তি ও ভাষার দ্বারা চিকিৎসা

- 7.5.1 প্রাক্‌শিখন ক্ষমতা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এর ঘাটতি
- 7.5.2 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বাক্‌শক্তি ও ভাষার সমস্যা
- 7.5.3 ভাষা এবং সংযোগের প্রশিক্ষণ

7.6 আচরণের সংশোধন

- 7.6.1 সমস্যাজনক আচরণের প্রকারভেদ
- 7.6.2 আচরণের মূল্যায়ণ
- 7.6.3 আচরণবিধির ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা
- 7.6.4 আচরণবিধিগত প্রযুক্তি

7.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

7.8 পরিভাষা

7.9 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

7.10 করণীয় কাজ

7.11 রেফারেন্স

7.1 ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলোতে আপনারা বিভিন্ন শিক্ষণ ও শিখন কৌশল এবং সামগ্রীর কথা পড়েছেন যেগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষণের জন্য কাজে লাগে। এই অধ্যায়টিতে আপনারা আঁকা, রং করা, গানবাজনা করা, নাটক করা, হাতের কাজ করা ইত্যাদি সহ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে জানবেন। অন্যান্য সহায়ক পদক্ষেপ, যেমন পেশাগত চিকিৎসা, বাক্‌শক্তি ও ভাষার দ্বারা চিকিৎসা এবং ব্যবহারগত পরিবর্তন ইত্যাদিও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয় তৈরি

করা, তাদের মানসিক, সামাজিক এবং জ্ঞানের অক্ষুণ্ণতা বজায় রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে পেশাগত চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যদিকে বাক্‌শক্তি ও ভাষার দ্বারা চিকিৎসা, কথা বলা এবং ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাকে প্রতিকার করতে সহায়তা করে। একটি ধারাবাহিক ব্যবহারের পরিবর্তন কার্যসূচী দু'ধারি তলোয়ারের মত কাজ করে, যাতে একদিকে যেমন সমস্যাজনক ব্যবহারকে কমানো যায়, অন্যদিকে তেমনি শিশুদের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো যায়।

7.2 উদ্দেশ্যসমূহ

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সহ-পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য এই চিকিৎসার কার্যসূচীতে যে ধরনের ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে, সেগুলো পরিকল্পনা করতে পারবেন;
- বাক্‌শক্তি আর ভাষার দ্বারা চিকিৎসার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য এই চিকিৎসার কার্যসূচীতে যে ধরনের ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে, সেগুলো পরিকল্পনা করতে পারবেন;
- আচরণগত সমস্যাযুক্ত মানুষদের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন আর শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের আচরণ পরিবর্তনের কর্মসূচীতে তাদের সামিল করার পরিকল্পনা করতে পারবেন।

7.3 সহ পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য

সহ-পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ শিশু, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের মনোভাব, প্রশংসা, জ্ঞান, দক্ষতা আর আচরণের ধরনের পরিবর্তন হতে সাহায্য করে। এই ক্রিয়াকলাপগুলি শিশুদের সাহায্য করে যাতে তারা নিজেদের ক্ষমতাকে নতুন করে যাচাই করতে পারে, উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে পারে, শিখনের পরিবেশের জন্য নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারে আর সেগুলোতে যোগ দেওয়ার জন্য দক্ষতা তৈরি করতে পারে। সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে তিনটি মূল ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সহায়তা করা যায়। যেমন (ক) শারীরিক, অঙ্গসঞ্চালনা এবং বোধগম্যতার উন্নতি, (খ) আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং আবেগসম্বন্ধীয় উন্নতি। (গ) মনন, জ্ঞান এবং ভাষা সম্বন্ধীয় উন্নতি। এই ক্রিয়াকলাপগুলো শুধু যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা আর গুণগুলোকে বিকশিত করে তা-ই নয়, একাডেমিক ধারণাগুলো বুঝতেও খুবই সাহায্য করে। সহ-পাঠ্যক্রমের কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ, যেমন নাচ, গান, হাতের কাজ, খেলাধূলো, ঘরে বসে খেলা, অন্যান্য শারীরিক কসরৎ, যোগব্যায়াম ইত্যাদি এখন নিয়মিত পাঠ্যক্রমের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে এই প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়। শিশুদের তাদের পছন্দসই আর আগ্রহের বিষয়টি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ক্রিয়াকলাপগুলো মজার, আকর্ষণীয়, আর তাই নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। এর ফলে শিখন হয়ে ওঠে উপভোগ্য এবং শিশুদের ভাষা, অঙ্গসঞ্চালনা এবং সামাজিকীকরণ বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

7.3.1 সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চাহিদা

1. এই শিশুরা তাদের সমবয়সীদের মত একই রকম অগ্রগতি করলেও শিখন পদ্ধতিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়, আর তাই বন্ধুদের মত ফল করে দেখাতে পারে না। এই পাঠ্যক্রম আর সহ-পাঠ্যক্রম—দুই ধরনের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেই শিশুদের কাছে যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।
2. সহ-পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজকর্ম করার জন্য শিশুদের যে ধরনের ক্ষমতা আর আগ্রহ থাকা দরকার, তা প্রায়শই চোখেই পড়ে না, তাই জন্য ক্রমাগত এই আগ্রহ আর ক্ষমতার খোঁজ চালাতে হয়।

3. এরা নানাধরনের সমস্যা প্রকাশ করে যার জন্য পেশাদার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ব্যাপক নির্দেশজনিত সহায়তার প্রয়োজন হয়।

4. জটিল দক্ষতা, যেগুলো সচরাচর তাদের বিশেষ পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে শেখানো হয়, সেগুলো সাধারণ পরিকাঠামোর মধ্যে করে দেখাতে সমস্যা হয়।

5. এদের নানারকম দক্ষতা, মূল্যবোধ আর মনোভাবের প্রয়োজন হয়, যাতে নানারকম পরিস্থিতিতে আর নানারকম মানুষের সাথে ঠিকমতো আদানপ্রদান করতে পারে। সৃজনশীলতা, উৎপাদনশীলতা, গ্রহণযোগ্যতা আর সামঞ্জস্য—এগুলো হলো এই বিশেষ দক্ষতা বাড়ানোর মূল উপাদান।

6. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জ্ঞান, আবেগ আর সাইকোমোটর কাজের সমন্বয় প্রভাবিত হওয়ার কারণে নানাপ্রকারের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে এগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করা।

7. শিখনের প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে এই শিশুদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ভুল যত্নের প্রয়োজন।

7.3.2 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রতিভার বিকাশ

- সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপ সমস্ত শিশুদের—সব বয়সী এবং স্তরের জন্য তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক ধারণা আর সহপাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপগুলো—যেমন জ্ঞান ও সচেতনতা, কাজ এবং দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মনোভাব ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত করা।

- সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপগুলো শিখন অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের সাথে জড়িত এবং এগুলো নিজের মূল্য বোঝা, সৃজনশীলতা আর প্রকাশ করতে পারে এমন ব্যবহার তৈরি করা ব্যক্তিগত স্তর বিকাশে সহায়তা করা, প্রতিভা এবং ক্ষমতার উন্নতি করা এবং উন্নতির উপায়—দুই হিসেবেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- নিয়মিত শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সহ-পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপগুলোর যথাযথ অন্তর্ভুক্তি তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধ্যানধারণা, তথ্য আর অভিজ্ঞতাগুলো যদি ধীরে ধীরে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে শিশুরা কোন কাজটা বেছে নেবে, সে সম্পর্কে ইতিবাচক আর যুক্তিসঙ্গত পছন্দ নিজেরাই করতে পারে। কিভাবে তাদের যুক্ত করা যায়? কীভাবে এই ক্রিয়াকলাপগুলোকে কাজে লাগানো যায়? তাদের আগ্রহ কীভাবে বাড়ানো—যাতে তাদের সন্তুষ্টি হয়।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা অনেক সময় তাদের নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করে, আর তাই নিজেদের কাছ থেকে তাদের আশাও খুবই কম থাকে। নিজেদের সম্পর্কে এই নেতিবাচক মনোভাব অনেক সময়ই এইসব শিশুদের জন্য সমস্যা তৈরি করে। সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়ার মাধ্যমে সমবয়সীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আর ঘনঘন কথাবার্তা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে সহায়ক হয়।

- যেহেতু শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতা আর নিজস্বতা দেখায়, তাই তারা সমবয়সী আর শিক্ষকদের কাছে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তারা প্রতিটা আলাদা শিখন শৈলীর আগ্রহ আর চাহিদাকে বোঝে, নতুন করে সেগুলো গ্রহণ করে, আর তার উপরে দাঁড়িয়েই তৈরি হয়।

- সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপে যোগ দেওয়ার যে সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা হয়, তার প্রতিফলন শিখন

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের উপর স্পষ্টভাবে পড়ে। এর ফলে তাদের ব্যবহারে ইতিবাচক পরিবর্তন হয় আর মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়। নিজের সম্পর্কে, অন্যদের সম্পর্কে এবং পড়াশুনোর বিষয়েও তাৎপর্যপূর্ণ শিখন হতে পারে শ্রেণীকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

- এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জ্ঞান, আবেগ এবং অঙ্গসঞ্চালনাগত উপাদান থাকে আর এগুলোর মাধ্যমে প্রচুর ধরনের উদ্দীপনা, আনন্দ, মজা আর বিনোদনের অভিজ্ঞতা পায় তারা, যা তাদের পড়াশুনো আর জীবনের নানা কার্যক্রমেও ভাল ফল করতে সাহায্য করে।

- সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপগুলোকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এগুলো পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উদ্দীপনা যোগায়। এই ক্রিয়াগুলো অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখনকেও অনেক আকর্ষণীয় করে তোলে। সহ-পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াকলাপ, বিষয়বস্তুর ধারণা এবং এই ক্রিয়াগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে জীবনশৈলীর উপাদান আছে, সেগুলোর সাথে বাকি বিষয়গুলোর ভারসাম্য বজায় থাকে আর নির্দেশ দেওয়ার সুযোগও বাড়ে।

- সুতরাং, বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘমেয়াদী আর সর্বাঙ্গীণ কার্যক্রম তৈরি হওয়া দরকার যাতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

কী করে সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থেকে আনন্দ আর মানে খুঁজে নেওয়া যায় এটি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা হল মূল পাঠ্যক্রমের মধ্যেকার পড়া, গোনা এবং সামাজিকভাবে আদানপ্রদান করা। সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের উপর জোর দিলে হয়ত শারীরিক শিক্ষা, গান, শিল্প এবং মানববিদ্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এদের নতুন করে আগ্রহ জন্মাবে। দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এমন কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ হল শিল্পকলা। যেমন— আঁকা, রং করা, গানবাজনা, নাচ করা, নাটক করা, মূর্তি বানানো আর খোদাই করা, খেলাধূলা করা—সাইকেল চালানো, শারীরিক কসরৎ, দৌড়, বাস্কেটবল, ফুটবল, টেনিস, ভলিবল ইত্যাদি, জনপ্রিয় জাতীয় খেলা—যেমন ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ইত্যাদি, যোগাসন—যেমন প্রাণায়াম, উত্থানাসন, তারাসন, চক্রবাকাসন, পশ্চিম উত্থাসন, ত্রিকোণাসন, ধনুরাসন, বজ্রাসন, অধোমুখাসন, বিহঙ্গাসন, শবাসন ইত্যাদি। শিল্পকলার মধ্যে সাজানো, ইন্টারলেসিং ও ইন্টারলকিং ক্রাফট ইত্যাদি, কাগজ কেটে শিল্প, হাতের কাজ ইত্যাদি, চামড়া আর কাপড়ের কাজ, কাঠ আর ধাতুর শিল্পসামগ্রী, খেলনা, মডেল আর কিটের মধ্যেকার সামগ্রী ইত্যাদি।

নিজের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ—

টীকা:- ক) নীচে আপনার উত্তর লেখার জন্য জায়গা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে যে উত্তরমালা দেওয়া আছে, তার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

ই1. সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে কোন তিনটি মূল ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে সহায়তা করা হয়?

i) ----------

ii) ----------

iii)----------

ই2. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

i) শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা তাদের সমবয়সীদের তুলনায় একটি ---------- উন্নয়নমূলক নকশা অনুসরণ করে।

ii) একটি ---------- স্ব-মূল্যায়ণ এই শিশুদের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকলে তা ---------- ব্যবহার ও মনোভাবে পরিবর্তন আনে।

iii) সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপে ----------, ---------- ও ---------- উপাদান থাকে এবং তা বিভিন্ন রকমের উদ্দীপনা, বিনোদন, আনন্দ আর সুখের অনুভূতি এনে দেয়।

iv) সহ-পাঠ্যক্রমে ক্রিয়াকলাপগুলোকে চেনা যায় শিক্ষা কার্যক্রমের ---------- উপাদান হিসেবে।

7.4 পেশাগত চিকিৎসা/ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ চিকিৎসা

পেশাগত চিকিৎসা বলতে সেই বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিবিশেষের প্রতিদিনকার জীবনের কাজকর্ম করার ক্ষমতাকে বজায় রাখতে সহায়তা করা। এই পদ্ধতি আরো বিশেষ করে লক্ষ্য রাখে ব্যক্তির সামাজিক, মানসিক ও জ্ঞানের বিকাশের দিকে। ''পেশাগত'' কথাটার অর্থ হল ''অনুসরণ, অংশগ্রহণ করা এবং কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা। মানুষকে নির্দেশদানের জন্য বিজ্ঞান ও কলা—এই দুইয়ের সমন্বয়ই হল পেশাগত চিকিৎসা।'' এছাড়া নির্বাচিত কাজে যোগদান, কাজকে আরো জোরদার আর বর্দ্ধিত করা, সেইসব কাজ করার দক্ষতা শেখাকে সহায়তা করা, যেগুলো মানিয়ে নেওয়ার জন্য এবং উৎপাদনের জন্য জরুরি যাতে স্বাস্থ্য ও শরীর বজায় রাখা যায়, সেগুলো করা।

7.4.1 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার দক্ষতা

উপলব্ধি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ যা পরিবেশ আর ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। ব্যক্তি পরিবেশ থেকে যে তথ্য পায়, তাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে, বুঝে, তবেই ব্যবহার করতে হবে। তথ্য গ্রহণ এবং তাকে ব্যবহার করার কাজটা সংঘটিত হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অঙ্গসঞ্চালনা আর জ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আর এই দুইয়ের মাঝখানে যে বোঝার পদ্ধতিটি আছে, সেটি হয় উপলব্ধিগত সঞ্চালনার মাধ্যমে।

7.4.2 ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া

পরিবেশ থেকে মানুষকে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে ইন্দ্রিয়গুলি। প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিশেষভাবে তৈরি হয় নির্দিষ্ট ভৌতশক্তি গ্রহণ করা এবং সেটিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য—যাতে পরবর্তী ক্রিয়া কী হবে, সেটি নির্ণয় করা যায়। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে হিসেবে গ্রহণ করা আর সেগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পাঠানো—এই সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদ্ধতি বলা হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো, তাদের প্রত্যেকটির থেকে কী ধরনের অনুভূতি তৈরি হয় আর যে যে শক্তিগুলি এই অনুভূতির সৃষ্টি করে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল:-

ইন্দ্রিয়	অনুভূতি	শক্তি
চোখ	দেখার অনুভূতি	আলোক রশ্মি
কান	শোনার অনুভূতি	শব্দ তরঙ্গ
নাক	গন্ধ পাওয়ার অনুভূতি	রাসায়নিক বাষ্প
জিভ	খাদ্যগ্রহণের অনুভূতি	রাসায়নিক বাষ্প
ত্বক	স্পর্শের অনুভূতি	যান্ত্রিক ঘর্ষণ
কর্ণজনিত যন্ত্রপাতি	শুনতে পাওয়ার অনুভূতি	মাধ্যাকর্ষণ শক্তি
পেশীতন্ত্র	পেশী সংক্রান্ত অনুভূতি	যান্ত্রিক টান
গ্রন্থি	নড়াচড়ার অনুভূতি	যান্ত্রিক টান ও চাপ
ইন্টোরো-রিসেপ্টর	আভ্যন্তরীণ অনুভূতি	যান্ত্রিক চাপ

7.4.3 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার প্রক্রিয়া এবং শিখন

এই পদ্ধতিটি জ্ঞান আর শিখনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জ্ঞানের সৃষ্টি হওয়া (ধারণা তৈরি হওয়া) এবং শিখন (ব্যবহারের স্থায়ী পরিবর্তন) একই সাথে ঘটা, সমান্তরাল একটি প্রক্রিয়া, যা একে অন্যের পরিপূরক। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি আর ধারণা তৈরি হলে তবেই শিখন পদ্ধতি শুরু হয়। উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার প্রক্রিয়াতে কোনো ঘাটতি বা ত্রুটি থাকলে শিশুদের শিখন পদ্ধতি বিঘ্নিত হয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে অঙ্গসঞ্চালনাগত, উপলব্ধিমূলক এবং জ্ঞানের দিক থেকে অসঙ্গতি থাকে আর তার সাথে থাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তর্ভুক্তি আর উপলব্ধিমূলক প্রক্রিয়াতে সমস্যা। বেশিরভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই উপলব্ধিগত অঙ্গসঞ্চালনার ক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশিত হয়—যেমন বানান করতে পারাটাকে ধরে নেওয়া হয় উপলব্ধিমূলক সঞ্চালনার ক্রিয়া—আসলে এটি হল ধ্বনির চিহ্ন আর অক্ষরের চিহ্নকে মেলাতে পারার ফলে হওয়া একটি ক্রিয়া।

7.4.4 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার ত্রুটির শ্রেণীবিভাগ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ যে ত্রুটিগুলো দেখা যায়, সেগুলো হল:-

1. **স্পর্শজনিত উপলব্ধি:** তাপমাত্রা আর গঠন বিন্যাস—এই দুটোর মধ্যে বিভেদ করতে না পারা এবং এদের মেলাতে পারা।

2. **শ্রবণজনিত উপলব্ধি:** শব্দ আর স্বরকে মেলাতে বা আলাদা করতে না পারা, শ্রবণজনিত সমন্বয় করতে না পারা, শব্দের উৎসকে খুঁজে বের করতে না পারা, শব্দগুলোকে পরপর সাজানো বা তার ধারাবাহিকতাকে বুঝতে না পারা।

3. **দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি:** সৃষ্টির সাথে অঙ্গসঞ্চালনার সমন্বয় করতে পারা, জমি আর অবয়ব এদের আলাদা করতে না পারা, কোনো স্থানের প্রেক্ষিতে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে ত্রুটি, স্থানিক সম্পর্ক বোঝায় ত্রুটি।

4. **শ্রবণপথের দ্বারা উপলব্ধি:** মহাকাশে কোনো স্থানের সাথে শরীরের অবস্থানকে বুঝতে না পারা এবং পৃথিবীর কোনো বস্তু এবং মহাকাশের কোনো বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে না পারার ত্রুটি।

5. **নড়াচড়ার উপলব্ধি:** শরীরের নড়াচড়াকে সমন্বয় করতে পারায় ত্রুটি (ক্রিয়া, ভঙ্গি, চলাফেরা)।

6. **স্বর্শজনিত উপলব্ধি (এস্টিরিওগনোসিস):** কোনো বস্তুকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে আলাদা করতে বা মেলানোতে ত্রুটি।

7. **শ্রবণ এবং দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি:** ছবি ও ধ্বনিগত তথ্যকে আলাদা করতে বা মেলানোতে ত্রুটি।

8. **দৃষ্টি এবং নড়াচড়ার উপলব্ধি:** যে কোনো পরিকাঠামোর অংশগুলো বোঝার ত্রুটিও সেই অংশগুলো আর অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ত্রুটি।

9. **শ্রবণপথ, স্পর্শ, নড়াচড়ার উপলব্ধি:** মহাকাশে কোনো শরীরের নড়াচড়ার গতি বুঝতে পারার ত্রুটি।

10. **শ্রবণপথ, দৃষ্টিজনিত আর শ্রবণজনিত উপলব্ধি:** মহাকাশে কোনো বস্তুর নড়াচড়ার গতি বুঝতে পারার ত্রুটি।

11. **স্পর্শ ও ছোঁওয়া, নড়াচড়া, শ্রবণপথ এবং দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি:** শরীর সম্পর্কে সচেতনতা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্কে সচেতনতা, শরীরের প্রতিচ্ছবি, পার্শ্বচালনা, দিক্‌নির্দেশনা, মস্তিষ্কসংক্রান্ত আধিপত্য, মধ্য-রেখা পার করার সচেতনতা—এই সবের ত্রুটি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে যে ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা গেছে, সেগুলো আগে আয়ত্ত না করা দক্ষতার ফলে তৈরি হয়, আর এই কাজগুলো করতে গেলে সঞ্চালনাগত পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়াকরণের ঘাটতি দেখা যায় দুর্বল সমন্বয়, দুর্ঘটনাপ্রবণতা এবং অগোছালো চলাফেরার সাথে। যে কোনো নতুন দক্ষতা আয়ত্ত করতে গেলে শিশুটি অত্যধিক মনোযোগ দেখায়। এদের চলাফেরায় অগোছালো আর জবুথবুভাব লক্ষ্য করা যায়। এরা সহজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আবেগের দিক থেকে অস্থিরতা আর কোনো রকম পরিবর্তনে অনীহা দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সঞ্চালনাগত অগ্রগতির যে যে পরিমাপকগুলো হয়, সেগুলো সবই এদের মধ্যে এসেছে বলে মনে করা হলেও এই দক্ষতাগুলো—যেমন ঠিকভাবে সাজগোজ করা বা খেলনা নিয়ে খেলা (ব্লক, পাজল ইত্যাদি) আয়ত্ত করায় বিলম্ব দেখা যায়। দক্ষতার অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

7.4.5 উপলব্ধিমূলক অঙ্গসঞ্চালনার ত্রুটির জন্য পেশাগত চিকিৎসা

এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণতঃ সেই সমস্ত ত্রুটিকে সরানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা সঞ্চালনা আর জ্ঞানের অভাবে তৈরি হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্গত ধাপগুলি হল:-

1. **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনা**—এই ধরনের উদ্দীপনা দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ এবং দৃষ্টি, শ্রবণ এবং নড়াচড়ার মধ্যে যে সমস্ত প্রভেদমূলক ক্রিয়াকলাপ আছে, তার মাধ্যমে পরিবেশের বস্তুর মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। এক্ষেত্রে ধীরে নড়াচড়া, শান্ত অথচ তালময় উদ্দীপনাকে আস্তে আস্তে ব্যবহার করা হয়। যেমন—শিশুটিকে একটি বলের উপর বসিয়ে আস্তে আস্তে দোলা দেওয়া, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দোলনায় দোলানো, প্রতিরোধমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে অবস্থান পরিবর্তন, শরীরের গ্রন্থির সংকোচন, কোনো শক্ত বস্তু বা মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করা, স্পর্শের মাধ্যমে চাপ দেওয়া—এ সবই করা হয় হাতে করে।

2. **সঞ্চালনগত পরিকল্পনা**—এই ধরনের পরিকল্পনা মস্তিষ্ককে নির্দেশ দেয় কোনো একটি কাজ নির্দিষ্টভাবে কেমন করে করতে হবে, সে বিষয়ে। যখনই কোন নতুন ধরনের বা অপরিচিত দক্ষতা শেখা হয়, তখন কাজটা সঠিকভাবে বুঝতে আর কার্যকরীভাবে সম্পূর্ণ করতে সঞ্চালনাগত পরিকল্পনার দরকার হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনো শিশু হয়তো দড়ি নিয়ে লাফানো অভ্যাস করতে করতে তাতে যথেষ্ট পটু হয়ে উঠল। কিন্তু এই কাজে সামান্য কোনো পরিবর্তন—যেমন দড়িটা নিয়ে উল্টোদিকে লাফানো—এটা করতে গেলে শুধু যে অন্য ধরনের ক্রিয়া পরিকল্পনা করতে হবে, তা-ই নয়—এটাতে পূর্ণ মনোযোগ দিলে তবেই এই দক্ষতা আয়ত্ত করা যাবে।

3. **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ**—এই ধরনের প্রশিক্ষণ সাধারণতঃ শ্রবণপথের মধ্যে দিয়ে সরলরেখায় পাঠানো উদ্দীপনার মাধ্যমে দেওয়া হয়। যেমন দোলনা বা ফোলানো বল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া গতিবিধি—যা প্রতিরোধ, চাপ এবং আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে, কঠিন তলের মধ্যে চতুর্মুখী অবস্থানে বসে সামনের দিকে তুলনামূলক কম কঠিন তলের দিকে ধাক্কা মারা, কোনো আসন বা দোলনায় বসা, পিপের উপর বসা ইত্যাদি। শ্রবণপথের প্রক্রিয়াকরণের ক্রিয়া—যেমন শিশুকে পাটাতনে বসিয়ে দোলা দেওয়া, চিত হয়ে শোওয়া, বসা, কুকুরছানাদের মত বসার অবস্থান, কঠিন তলের উপর চারপায়ে হেলে দাঁড়ানো, হাঁটু গেড়ে বসা বা দাঁড়ানো অবস্থান, শিশুকে সামনের দিকে মুখ করা একটা ধাতুর পাটাতনের উপর দিয়ে পিছলে দেওয়া, একইভাবে পিছনের দিকে আর পাশের দিকে মুখ করে বসানো, কুকুরছানার বসার ভঙ্গী আর দাঁড়ানো, মাথার উপর বই রেখে সরলরেখায় হাঁটা, ব্যালেন্স পাটাতনের উপর হাঁটা ইত্যাদি।

4. **উপলব্ধিগত সঞ্চালনার প্রশিক্ষণ**—এই প্রশিক্ষণ সাধারণতঃ নানাপ্রকার ক্রিয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয় যাতে একইরকম উদ্দীপনা মেলাতে পারা যায়, আলাদা উদ্দীপনাগুলোকে বেছে নেওয়া যায়, উদ্দীপনার তথ্যগুলো শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—শরীরের সচেতনতা, প্রতিচ্ছবি, পার্শ্বসঞ্চালনা, ফর্মের স্থিরতা আর স্থূল বৈষম্য চিত্র পাওয়ার জন্য কসরৎ, ফিড ব্যাক অনুশীলনের মাধ্যমে সমন্বয়, স্থান সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম (দোলনা, জঙ্গল-জিম, জিমনাস্টিক), মিডলাইন ক্রসিং, আকার-আকৃতি নির্ণয় করতে পারা, অভ্যাস করা, সঞ্চালনা করার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই3. নীচের তালিকাগুলো মেলান:

i)	তাপমাত্রা আর বুননের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা	ক)	শোধনমূলক উপলব্ধি
ii)	দৃষ্টিজনিত আর স্পর্শ সংক্রান্ত উপলব্ধি	খ)	মাধ্যাকর্ষণ টান
iii)	ব্যবহারের স্থায়ী পরিবর্তন	গ)	স্টিরিওগ্নোসিস
iv)	পেশী তন্তু	ঘ)	অভ্যাস
v)	স্পর্শজনিত উপলব্ধি আর শোধক উপলব্ধি	ঙ)	শিখন
vi)	শ্রবণপথের সংবেদনশীলতা	চ)	স্পর্শজনিত উপলব্ধি

ই2. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

i) শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা ----------, ---------- এবং ---------- বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করে, যার মূলে হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তির সমস্যা ও উপলব্ধিগত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সমস্যা।

ii) ---------- এর জন্য মনোযোগের প্রয়োজন হয়, যা মস্তিষ্ককে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

iii) ধ্বনি আর ছবির মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের মধ্যে প্রভেদ করা এবং সেগুলোকে মেলাতে পারার অক্ষমতাকে ---------- বলে।

iv) ---------- এর জন্য স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য যে ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ প্রয়োজন সেগুলি করা, কাজকর্ম জোরদার করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দক্ষতা শিখনে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখা দরকার।

v) দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্পর্শ সংক্রান্ত অনুভূতি এবং পরিবেশের দৃষ্টি, শ্রবণ এবং বস্তুর নড়াচড়া বোঝার জন্য বৈষম্যমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ---------- দেওয়া হয়।

7.5 বাক্‌শক্তি ও ভাষার দ্বারা চিকিৎসা

এই ধরনের চিকিৎসা হল প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ কার্যসূচীর অন্তর্গত একটি পদ্ধতি, যা সংযোগমূলক আচরণকে উন্নত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত উপাদানগুলো ভাষা আর সংযোগ তৈরি আর রক্ষা করার জন্য ব্যবহার হয়, সেগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে অন্য একটি নতুন ধরনের সংযোগমূলক আচরণ তৈরি করতে সহায়তা করে এই চিকিৎসা পদ্ধতি।

ভাষা হল একটি অর্থবহ সংকেত, যা বহু মানুষ ব্যবহার করেন সংযোগ তৈরি করার জন্য। এর মাধ্যমে পৃথিবীর নানা ধরনের তথ্য পরিবেশিত হয় একগুচ্ছ নিয়মবহির্ভূত সংকেতের মাধ্যমে (মূলত, সনাতন পদ্ধতিতে)। ভাষা হল সংযোগ সাধনের প্রধান বাহক।

ভাষার নানা ধরন আছে—যেমন গঠন, বিষয়বস্তু এবং ব্যবহার। ভাষার গঠনের মধ্যে আছে ধ্বনিবিজ্ঞান—বাক্‌ধ্বনি ও শব্দ তৈরির জন্য ধ্বনিবিদ্যা সংক্রান্ত নিয়মাবলী শব্দবিন্যাস ব্যাকরণ, বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে শব্দার্থ আর ব্যবহার বলতে বোঝানো হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভাষার যথাযথ প্রয়োগ। যদি কেউ কোনো কথা বলতে চায়, সে সঠিক শব্দটি বেছে নেয় (শব্দার্থ অনুযায়ী), যাতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, তারপর সেগুলোকে পরপর একটি বিশেষভাবে সাজায় (শব্দ বিন্যাস) তারপর ঠিক করে যে এই শব্দ আর বাক্যগুলো কোন পরিস্থিতিতে, কিভাবে ব্যবহার করবে। যখনই এই পুরো কাজটা শেষ হয়, তখনই মস্তিষ্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশিগুলোকে নির্দেশ দেয় আর তার ফলেই বাক্ বা কথা তৈরি হয়।

বাক্‌শক্তি হল ভাষা প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকরী আর বহুল ব্যবহার ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মধ্যে কয়েকগুচ্ছ মৌখিক সংকেত আছে (কথা বলার ভাষা)। নিজেদের চাহিদা মেটাতে আমরা একে অপরের সাথে সংযোগ রক্ষা করি। আমাদের এই চাহিদা সময়ের সাথে সাথে পাল্টাতে থাকে। আমরা তথ্য পাই, লোকের সাথে আদান-প্রদান করি, ইত্যাদি। সংযোগ হল একটি সক্রিয় এবং ইচ্ছাকৃত পদ্ধতি। এখানে বক্তা

নিজের ইচ্ছায় তথ্য (বার্তা) পাঠায় এবং শ্রোতাও স্বেচ্ছায় এই বার্তা গ্রহণ করে। আবার, অনেক সময় স্বেচ্ছায় না হলেও সংযোগ তৈরি করা সম্ভব। যেমন—আমরা অনেক সময়ই বিরক্তির ভাব লুকিয়ে রাখতে চাই কিন্তু আমাদের চোখ, গলার স্বর বা শরীরের ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কথা বলার ভঙ্গি, পড়া, লেখা, অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি, নাচ, নাটক, শারীরিক স্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমেও সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব।

7.5.1 প্রাক্‌শিখন ক্ষমতা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এর ঘাটতি

সংযোগ তৈরি করার জন্য ভাষা শেখা আর ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তির কিছু কিছু প্রাক্ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যেমন—*ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, সঞ্চালনার ক্ষমতা, কথা তৈরির প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা, উদ্দীপনার পরিবেশ এবং সংযোগ তৈরির পদ্ধতি।* এর মধ্যে অনেকগুলো দক্ষতাই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের থাকে না বিশেষ করে ইন্দ্রিয় ও সঞ্চালনাগত এবং প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা। এই দক্ষতাগুলো না থাকার কারণে শিশুরা মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং ভাষা বুঝতে সমস্যা বোধ করে। জ্ঞানের বিষয়েও (প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা) তাদের অসুবিধা হয়—যেমন মনোযোগ ধরে রাখা, কথার মানে বোঝা, প্রতীক বা চিহ্নগুলো মুখস্থ রাখা, যে কোনো বার্তাকে ব্যাখ্যা করা, বাক্-ধ্বনি কিভাবে তৈরি হয় এবং তারপর কি ক্রমানুসারে শব্দ আর বাক্য তৈরি হয়, সেটিকে বোঝা ইত্যাদি। অনেক সময় এইসব শিশুরা সংযোগ তৈরি অথবা ভাষা শেখার যথাযথ উদ্দীপনাযুক্ত পরিবেশও পায় না।

7.5.2 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বাক্‌শক্তি ও ভাষার সমস্যা

কথা বলা আর ভাষাকে স্বাভাবিক বলে তখনই ধরে নেওয়া হয়, যখন একই পরিবেশ, সংস্কৃতি, বয়স, লিঙ্গ, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষাগত পটভূমিকায় বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষের বাক্‌ভঙ্গি আর ভাষা একইরকম হয়। বেশিরভাগ শিশুর স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে ও ভাষা শিখলেও কিছু সংখ্যক শিশু এই দলে যোগ দিতে পারে না।

অস্বাভাবিক কথা ও ভাষা : কথা বলা আর ভাষা শেখাকে তখনই অস্বাভাবিক মনে করা হয় যখন আশেপাশের অন্যান্য মানুষদের থেকে সেটা এতটাই আলাদা হয় যে তা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা সংযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কথা আর ভাষাকে ত্রুটিপূর্ণ ভাবা হয় যখন তা বুঝতে অসুবিধা হয় বা অপ্রীতিকর এবং নীচে উল্লেখ করা যে কোনো বিষয়ে তার ত্রুটি আছে:-

1. *ভাষাগত সমস্যা (প্রতীক চিহ্ন বুঝতে আর বোঝাতে সমস্যা) :*

শিখন প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের বোধ এবং প্রকাশ ক্ষমতা দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রেই সমস্যার তীব্রতা ও পরিসীমা আলাদা আলাদা হওয়া সম্ভব। দুটি শিশুর সমস্যার ধরনও যে একইরকম হবে, তারও কোনো মানে নেই। কিছু কিছু সাধারণ সমস্যার নীচে বিবৃত হল:

- **প্রকাশ করার সমস্যা**

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত অনেক শিশুই অতিরিক্ত কথা বলে, যা অভিভাবকদের কাছে অনেক বড় সমস্যা বলে মনে হয়। মূল সমস্যাটা হয়তো মানে বুঝতে না পারা (শব্দার্থ বোঝার সমস্যা)। জটিল আর নেতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে কি প্রশ্ন করতে হবে, সেটা তারা বোঝে না। কোনো ঘটনা বা ক্রিয়াকে কী করে বর্ণনা দেবে, বা তথ্য কী করে চাইতে হবে, নিজেদের চাহিদা কী করে খুলে বলবে, সেটা বুঝতে পারছে না। সেটা কেমন করে জানতে চাইবে, মিথ্যা কথা বলা, মজার মজার গল্প বলা এইসব

কিছু নিয়েই তাদের সমস্যা হয়। কীভাবে অন্যের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হবে, সেটা জানা সত্ত্বেও এই শিশুরা লোকের সাথে কথাবার্তা বলতে অসুবিধা বা সংকোচ বোধ করে। এইসব সমস্যাকে একত্রে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করা হয়।

- **বোঝার সমস্যা**

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা শব্দভাণ্ডারের কিছু কিছু বিষয় সহজে বুঝে উঠতে পারে না। যেমন—বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পরিবর্তন কি করে করতে হয়, প্রশ্নের ধরণ বোঝা বা একসাথে হওয়া অনেক নির্দেশ বোঝা—এগুলোতেও সমস্যা হয়। এদের বিমূর্ত বা কাল্পনিক প্রশ্ন শব্দভাণ্ডারের অত্যন্ত অভাব থাকে। একটু ঘুরিয়ে করা প্রশ্ন, বা ক্যুইজের প্রশ্ন, ধাঁধা, মজার গল্প, গল্পের রসগ্রহণ করা—এইগুলি বুঝতে সমস্যা দেখা যায় শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের। ধাপে ধাপে করতে হবে এমন কাজের নির্দেশ বুঝতেও অসুবিধা হয় তাদের।

2. *প্রকাশ করার সমস্যা (কথা আর ধ্বনি সৃষ্টির সমস্যা) :*

কথা আর ধ্বনি তৈরির সময়ে দু'ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে মনে করা হয়। কখনো কখনো এটা তৈরি হয় অসংলগ্নভাবে—যেমন কখনো কখনো শব্দ সঠিকভাবেই তৈরি হয় আর কিছু সময় হয় না। আবার কখনো কোনো ধ্বনি তৈরিই হয় না। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা অনেকসময় বোধগম্য হয় না এমন সব বাক্য বা শব্দ বলে। ওদের কথা বোধগম্য না হওয়ার পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ হল ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ। অনেক সময়ই ধ্বনি তৈরি যখন হয়েছে, তখন তাতে কোনো ত্রুটি না থাকলেও বাক্য বা শব্দ বলার সময় বা তাড়াতাড়ি কথা বলার সময় তাতে অস্পষ্টতা তৈরি হতেই পারে।

অস্পষ্টতা যে শুধু ধ্বনি তৈরি হওয়ার অসুবিধার জন্য সৃষ্টি হয়, তা নয়, যদি একটি শিশু শব্দের উপর যথাযথ জোর দিতে না পারে, বা বাক্যের ভেতরের শব্দতে ঠিকমতো উচ্চারণ না করতে পারে, তার জন্য স্পষ্টতা তৈরি হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'চাপ এবং স্বর' যাকে অনেক সময় দীর্ঘায়িত স্বর বলা হয়, এবং এটা হল স্পষ্ট এবং ভাল কথা বলার মূল কারণ। অনেক সময় যথাযথ দীর্ঘায়িত স্বর ব্যবহার করতে সমস্যা বোধ করে এবং তারই ফলে একঘেয়ে আর বোধগম্য হয় না, এমন ভাষা তৈরি হয়।

3. *স্বর সমস্যা (গলার স্বর নিক্ষেপ, জোর, গলার গুণমান) :*

গলার স্বরের সমস্যা বোধগম্যতাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। স্বরের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হল হয় দুর্বল স্বর—যা খুব একটা জোরে নয় আর স্পষ্ট শোনা যায় না। তার সাথে যদি শিশু ঠিক করে কথা না বলে, তাহলে কথা বোঝা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে যায়। স্বর নিক্ষেপের সময় যদি গলা ভেঙে যায়, বা একঘেঁয়ে কণ্ঠস্বরের জন্যও কথা বোঝা যায় না।

4. *সাবলীলতার সমস্যা (কথা উচ্চারণ করার মসৃণতার সমস্যা) :*

কথা বোঝার সমস্যা হওয়ার আরো একটা কারণ হলো কথা বলার মধ্যে ছন্দের বা সাবলীলতার অভাব। এর ফলে, কথা বলা সাবলীলভাবে হয় না আর তাল মিলিয়েও হয় না। সব মিলিয়ে কথা বলার মধ্যে দিয়ে বোঝানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই সাবলীলতার অভাবই সংযোগ তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি করে আর তারা থেমে থেমে কথা বলে। এই সবই পরবর্তীকালে তাদের মানসিক সমস্যা তৈরি করে।

5. *অন্যান্য সমস্যা :*

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শোনারও সমস্যা হয়। এরা যদিও বা শুনতে পায়, এরা বুঝতে পারে না শব্দের উৎস কী, বা শব্দের ধরন আলাদা করতে পারে না, শব্দ আর ধ্বনির মানে নির্ণয় করতে পারে না ইত্যাদি। এই শিশুদের পঠন এবং লেখার দক্ষতাও থাকে না। ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গীতা আর প্রেমা (2007) দুজনেই বিলম্বিত ভাষাজনিত সমস্যা (DLD) এবং তার ফলে হওয়া সমস্যাগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করেছে সেগুলি হল:

	DLD	প্রভাবিত হওয়া পদ্ধতি
I	ধ্বনিগত সমস্যা	বোধগম্যতা
II	বাক্য গঠনের সমস্যা	প্রকাশ
III	শব্দার্থের সমস্যা	মৌখিক
IV	ব্যবহারিক সমস্যা	অঙ্গভঙ্গিগত
V	আচরণগত সমস্যা —ভাষাগত/ভাষাগত নয় এমন	পঠন লেখা
VI	মিশ্র বৈকল্য/সমস্যা	বানান

7.5.3 ভাষা এবং সংযোগের প্রশিক্ষণ

এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষক বা অভিভাবকরা বাক্-বিশারদের সহায়তায় সবচেয়ে ভাল করে দিতে পারবেন কারণ তারা শিশুটির প্রতিদিনের কাজকর্মের সাথে সরাসরি জড়িত থাকেন। শব্দ আর বাক্য কীভাবে বলতে বা ব্যবহার করতে হয় শিক্ষার্থীদের সেটা শেখানোই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পদক্ষেপের সাধারণ কৌশল

কৌশলগুলির গুরুত্ব নীচে বর্ণনা করা হল:

1. **বোঝার দক্ষতা:** এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অনেকগুলো নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে থেকে দুই বা তার চেয়ে বেশি নির্দেশ বেছে নিয়ে উত্তর দিতে বলা হয়। এই উত্তরগুলো সাধারণতই একটা সংশোধনমূলক উত্তর-ই হয়। সঠিক উত্তরদাতাকে মৌখিকভাবে বা কোনো উপহার দিয়ে প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয়। আস্তে আস্তে বিমূর্ত কিছু ধারণা বা কাল্পনিক শব্দ, পরোক্ষ প্রশ্ন এবং অসংলগ্ন প্রশ্ন/বাক্য ইত্যাদির সাথে পরিচিত করানো যাতে তাদের বোঝার ক্ষমতা বাড়ে।

2. **নির্দেশ মেনে চলা:** শিশুদের বেশিরভাগ সময়েই যে নির্দেশ মানতে বলা হয়, সেগুলি তাদের বোঝার জন্য অসুবিধাজনক, কারণ তাদের বোধগম্যতা অনেক কম। যে সমস্ত নির্দেশ ধাপে ধাপে মেনে চলতে হবে, সেগুলো তাদের ক্রমানুসারে দেওয়া উচিত, যাতে তারা সেগুলো সহজে মেনে চলতে পারে।

3. **নকল প্রশিক্ষণ:** শিক্ষাদানের একেবারে প্রথম দিকে এই ধরনের কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়। শিক্ষকেরা মডেলিংয়ের কৌশল ব্যবহার করেন এবং শিক্ষার্থীরা চোখে দেখে প্রথমেই আকৃষ্ট হয়। পরে, অভ্যাস করার সাথে সাথে শিশু নকল করতে শিখে যায়। শিশুর উত্তর যথাসম্ভব সঠিকভাবে নকল করার মধ্যে দিয়ে হবে।

4. **প্রকাশ করার দক্ষতা:** এই দক্ষতা শেখানোর জন্য যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তা হল শিক্ষার্থীদের কোনো বস্তু, ছবি বা ঘটনা দেখিয়ে সেগুলিকে বর্ণনা করতে বলা। শিশুদের উৎসাহ দিতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তারা প্রশ্ন করতে বা নানারকম তথ্য পেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, নানা ঘটনা, ক্রিয়া বা চাহিদা প্রকাশ করতে পারে, কথাবার্তায় যোগদান করতে পারে, কোনো বিষয়ে স্পষ্টতা আনার জন্য প্রশ্ন করতে পারে ইত্যাদি।

5. **ভাষার মাধ্যমে গল্প বলার কৌশল:** শিশুদের কাছে গল্প মানেই মজা আর উত্তেজনা—আর যিনি গল্প বলছেন, তিনি যদি তাতে একটু রঙ্গ-তামাশা জুড়ে দিতে পারেন, তাহলে তো আর কথাই নেই। বিষয়বস্তুভিত্তিক গল্পের সাথে পরিচিত কিছু পরিস্থিতি বা আকর্ষণীয় ঘটনা যুক্ত করে ব্যবহার করলে, সেটা খুব কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতা হতে পারে। ভাষার মাধ্যমে গল্প বলা শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাকরণের নিয়মকানুন আর শব্দের অর্থ বোঝার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

6. **ভাষার ব্যবহার:** এই পদ্ধতির মধ্যে কথা বলা বোঝা ছাড়াও আছে কথাবার্তায় যোগ দেওয়া বা একই রকমের বিষয় নিয়ে কথা বলা। স্বরনিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে গলার জোর, তীব্রতা আর কথা বলার গুণমান বাড়ানো যায়। এর সাথে, সাবলীলতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণে কথা যাতে সাবলীলভাবে, না থেমে বলতে পারে তার জন্য সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নেয় এবং এর ফলে কথা বলার সময় তোতলামি, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সমস্যা কমে যায়।

7. **উচ্চারণের প্রশিক্ষণ:** এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ত্রুটিপূর্ণ ধ্বনি উৎপাদন সংশোধন করে তারা যাতে সার্বিকভাবে পরিষ্কার কথা বলতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করা। ত্রুটিপূর্ণ ধ্বনি উৎপাদন করার সবচেয়ে প্রচলিত ধরন হল সঠিক ধ্বনির বদলে নতুন কোনো ধ্বনি তৈরি আর ব্যবহার করা (পরিবর্তে ব্যবহার করা), শব্দের মধ্যেকার কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারণ না করা (বাদ দিয়ে যাওয়া), যথাযথ নয় এমন ধ্বনি তৈরি করা (বিকৃত করা) বা শব্দের সাথে নতুন কোনো ধ্বনি যুক্ত করা (যুক্ত করা)। এর মধ্যে বাদ দিয়ে যাওয়া, পরিবর্তে ব্যবহার করা এবং বিকৃত করা—এই ত্রুটিগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের কথা বলার ক্ষেত্রে হামেশাই লক্ষ্য করা যায়।

   সাধারণভাবে, উচ্চারণের প্রশিক্ষণ চারটি স্তরে করা হয়—যেমন, একাকী ধ্বনির স্তর (যেমন—ক, ট, ড), অক্ষরের স্তর (যেমন—কি, কু, তে, ডু), শব্দ স্তর (যেমন—রাজা, নাও, হাঁস) এবং বাক্য স্তর (বাক্যের মধ্যেকার শব্দ)। শিশুর জন্য সবচেয়ে উপযোগী যে স্তর হবে, প্রশিক্ষণ সেই স্তর থেকেই শুরু হবে। প্রতি স্তর উত্তীর্ণ হলে, তবেই পরবর্তী স্তরে যাওয়া যাবে। প্রতি স্তরেই প্রশিক্ষণে থাকবে চারটি ধাপ: *ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য/উপলব্ধিগত প্রশিক্ষণ*, যার মাধ্যমে ভুলগুলো চেনা যাবে, *সংশোধন* নতুন শব্দ তৈরি হলে সেই সংক্রান্ত ত্রুটি, প্রতি স্তরে ধ্বনির ব্যবহারকে *শক্ত করা* এবং সাবলীলভাবে কথা বলার জন্য ধ্বনিকে *পরিবহন* করা, যাতে প্রতিদিনকার কথা বলায় তা ব্যবহার করা যায়।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই5. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

i) কথা বলা হল ---------- পদ্ধতি, আর ভাষা হল সংযোগ তৈরি আর রক্ষা করার জন্য ----------।

ii) ---------- বলতে ভাষার ব্যাকরণগত দিকটি বোঝায়, আর ---------- বলতে ভাষার অর্থগত দিকটিকে বোঝানো হয়।

iii) কথা বলার জন্য শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় ----------।

iv) ---------- ও ---------- হল ভাষা আর সংযোগ তৈরির পূর্ব শর্ত, যেগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সাধারণতই থাকে না।

ই6. নীচের তালিকাগুলো মেলান:

i)	ধ্বনিবিদ্যা, রূপবিদ্যা এবং বাক্য গঠন	ক)	প্রকাশ করা
ii)	স্বর, ছন্দ, চাপের উপলব্ধি	খ)	সাবলীলতার অভাব
iii)	তোতলা	গ)	গলার আওয়াজ
iv)	স্বর নিক্ষেপ, জোর এবং গুণমান	ঘ)	ধরণ—ভাষায় দক্ষ
v)	কথা বলার ধ্বনি তৈরির প্রক্রিয়া	ঙ)	দীর্ঘায়িত করার বৈশিষ্ট্য

7.6 আচরণের সংশোধন

ব্যবহার বা আচরণের সংশোধনের প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে বিশেষ করে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে। আচরণ প্রযুক্তি বাঞ্ছিত আর অবাঞ্ছিত—দুই ধরনের আচরণের জন্যই ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তির নিয়মিত ব্যবহার বয়স, লিঙ্গ, তীব্রতা নির্বিশেষে যে কোনো শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর আচরণ সংশোধিত পরিবর্তন করতে সাহায্য করে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক—বাড়ি বা বিদ্যালয়—যেখানেই হোক।

সব ধরনের আচরণই শিখতে হয়। এই আচরণগুলো শিশুদের আশেপাশের পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। আচরণবাদীরা মনে করেন, আচরণ হলো মানুষের পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপযোগ্য ক্রিয়া, যা বিষয়গতভাবে বর্ণনা করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 'খুশি' আর 'দুঃখ' বলতে সব সময় যে ''আচরণ'' বোঝায়, তা নয়। যেহেতু এই শব্দগুলো খুবই অস্পষ্ট, তাই পরিমাপযোগ্য নয় বা পর্যবেক্ষণ করে

বোঝার মত নয়। 'খুশি' শব্দটার মধ্যে দিয়ে বোঝানো যেতে পারে যে ''শিশুটি কাঁদছে''। আচরণকে পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্যতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। শিশুদের এই ব্যবহারগুলো মূলতঃ দুটি ভাগে করা যায়:-

i) দক্ষতা/বাঞ্ছিত/অভিযোজিত আচরণ—এই ধরনের আচরণ আমাদের নিজেদেরকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে সহায়তা করে এবং শিশুদের এই ধরনের আচরণ মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার জন্য শিখিয়ে দিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি শিশু যে 10 অবধি সংখ্যা গণনা করতে পারে, তাকে দক্ষতাগত আচরণ বলা হয়।

ii) সমস্যা/অবাঞ্ছিত/খারাপ আচরণ—এই ধরনের আচরণ চারপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের মধ্যে থেকে এই আচরণ কমাতে হবে, বন্ধ করতে হবে, বা একেবারে নির্মূল করে ফেলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে যদি কোনো শিশু নিজের বইপত্র ছিঁড়ে ফেলে তাকে সমস্যাজনক আচরণ বলা যেতে পারে।

সেই আচরণগুলোকেই আমরা সমস্যাজনকরূপে চিহ্নিত করি,

1. যদি তা বয়সোচিত না হয়।
2. যদি তা নিজের শিখন পদ্ধতিকে বাধা দেয়।
3. যদি তা অন্যদের শিখন পদ্ধতিকে বিঘ্নিত করে।
4. যদি তা সামাজিক/সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণীয় না হয়।
5. যদি তা নিজের জন্য ক্ষতিকারক হয়।
6. যদি তা অন্যদের ক্ষতি করে।
7. যদি তা অকারণে/অযথা অন্যদের চাপের কারণ হয়।
8. যদি তা সামাজিকভাবে পরিত্যাজ্য হয়।

7.6.1 সমস্যাজনক আচরণের প্রকারভেদ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সমস্যাজনক আচরণ করার ঝুঁকি খুব বেশিমাত্রায় থাকে। এই ধরনের আচরণের সাথে যুক্ত থাকে অপোজিশনাল ডেফিঅ্যান্ট ডিসঅর্ডার (জেদী আর বিদ্রোহী), ধ্বংসাত্মক কাজ (বিধ্বংসী এবং সমাজবিরোধী), বাইপোলার ডিসঅর্ডার (মেজাজের পরিবর্তন), উদ্বেগ এবং অবসাদ, মনোযোগ সংক্রান্ত অতিসক্রিয়তার অভাব, টরেট সিনড্রোম (স্নায়ুবিদ্যা এবং পুনরাবৃত্তির অভ্যাস)। ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের সমস্যাজনক আচরণের ব্যবহারিক নাম এবং উদাহরণ সহ বর্ণনা নীচে দেওয়া হল:-

1. হিংস্র এবং বিধ্বংসী আচরণ (অন্যদের শারীরিক ক্ষতি করা এবং সম্পত্তির ক্ষতি করা): উদাহরণ—অন্যদের মারধর করা, কামড়ে দেওয়া, চুল ছেঁড়া ইত্যাদি।
2. বদমেজাজ: উদাহরণ—চিৎকার করা, চিৎকার করে কাঁদা, মেঝেতে গড়াগড়ি দেওয়া, পা দাপানো ইত্যাদি।
3. অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা: উদাহরণ—অন্যদের বিরক্ত করা, নিগ্রহ করা।
4. নিজের ক্ষতি করে এমন আচরণ: উদাহরণ—মাথা ঠোকা, নিজেকে কামড়ে দেওয়া ইত্যাদি।
5. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ: উদাহরণ—গা দোলানো, মাথা নাড়ানো ইত্যাদি।
6. অদ্ভূত আচরণ: উদাহরণ—নিজে নিজে হাসা, কথা বলা, গন্ধ শোঁকা ইত্যাদি।
7. অতিসক্রিয় আচরণ: উদাহরণ—কোনো কাজে মন দিতে না পারা, এক জায়গায় স্থির হয়ে না বসা।

8. বিদ্রোহী আচরণ: উদাহরণ—নির্দেশ না মেনে চলা, স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়া।
9. অসামাজিক আচরণ: উদাহরণ—চুরি করা, টোকা, মিথ্যে বলা
10. ভীতি: উদাহরণ—স্থান, ব্যক্তি, বস্তু, জন্তু-জানোয়ারে ভয়।
11. প্রত্যাহারী আচরণ: উদাহরণ—একা একাই খেলা করে।

7.6.2 আচরণের মূল্যায়ণ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য যে উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়, তার পরিকল্পনা করার জন্য এই মূল্যায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শিশুর দক্ষতামূলক এবং সমস্যাজনক—দুই ধরনের আচরণেরই মূল্যায়ণের মাধ্যমে করা হয়। সময় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিশুটির মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছে, সেটি পরিমাপ করতে সাহায্য করে এই মূল্যায়ণ। আচরণগত মূল্যায়ণের মধ্যে থাকে পদ্ধতি মেনে জোগাড় করা এবং সাজানো তথ্য, যা শিশুটির বর্তমান দক্ষতা সংক্রান্ত ও সমস্যাজনক আচরণ ঠিক কোন স্তরে রয়েছে, সেটি বুঝতে সাহায্য করে এবং এর জন্য সাক্ষাৎকার বা পর্যবেক্ষণ, চেকলিস্ট মিলিয়ে দেখা ও মানদণ্ডে এই ব্যবহারগুলোকে পরিমাপ করা—এ সবই অন্তর্ভুক্ত।

7.6.3 আচরণবিধির ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা

প্রাথমিক পদক্ষেপ রেকর্ড করার পর, আচরণের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ফলাফল বিশ্লেষণ করে তবেই আচরণবিধির ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা হয় যাতে সমস্যাজনক আচরণ দূর করা যায়। সমস্ত প্রযুক্তিই হয় আচরণের পূর্ববর্তী এবং/বা পরবর্তী আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে করা হয়। আচরণবিধির ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কাজে লাগানো হয়, বিদ্যালয়, বাড়ি, খেলার মাঠ, সব জায়গাতে এবং শিক্ষক, অভিভাবক, সহপাঠী সবাইকে সাথে নিয়ে, সময়ে সময়ে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ণের সময়েও এই আচরণবিধির রেকর্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

7.6.4 আচরণবিধিগত প্রযুক্তি

বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন কাজের বিশ্লেষণ, প্ররোচনা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, রূপায়ণ করা, নির্মাণ করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, টোকেন ইকনমি, আকস্মিক চুক্তি ইত্যাদি আচরণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজে লাগে। নীচে কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাতে শিশুদের সমস্যাজনক আচরণ কমানো যায়। এইসব পদ্ধতি বিশদে আলোচনা করা হল:-

সমস্যাজনক আচরণ কমানোর প্রক্রিয়া

- *পরিবেশকে পুনর্গঠন করা :* এই পুনর্গঠনের জন্য কোনো একটি বিশেষ জায়গার, পরিস্থিতির, ব্যক্তির উপস্থিতির, শিশুর নির্দিষ্ট চাহিদার, কাজের যথাযোগ্যতা, অভিভাবকদের দেওয়া নির্দেশ ইত্যাদির পূর্ব ইতিহাস পরিবর্তন করতে হবে। কোনো কোনো উপাদান শিশুর সেই নির্দিষ্ট সমস্যামূলক আচরণের জন্য দায়ী, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। তারপর সেইসব পূর্ববর্তী ইতিহাসকে এড়িয়ে চলতে/পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণ—যদি কোনো শিশু শ্রেণীকক্ষে খুব ছটফট করে—কাজে অল্প মন দেয়—তাহলে তার বসার জায়গা বদলে দিয়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

- *উপেক্ষা/এক্সটিংশন :* যে সমস্ত শক্তিশালী উপাদানগুলো আচরণে সমস্যা তৈরি করছিল, সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে বা উপেক্ষা করতে হবে। একে বলা হয় এক্সটিংশন। এই পদ্ধতিটিকে অনেক সময় আবার বলা হয় পদ্ধতিগত উপেক্ষা। যেমন—যদি একজন শিশু খুব চিৎকার করে কাঁদে এবং বদমেজাজ দেখায়, তাহলে তাকে উপেক্ষা করে চলতে হবে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

- ***টাইম অডিট :*** একটি শিশুকে কোনো কাজ বা উদ্দীপক পরিস্থিতি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া বা সাময়িকভাবে আলাদা করে দেওয়া টাইম আউটের সময়। যেমন—শিশুটিকে 5 মিনিট টি.ভি দেখা বন্ধ করে অন্য কোথাও বসিয়ে রাখা।

- ***জবাব দেওয়ার মূল্য :*** অবাঞ্ছিত ব্যবহারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্যক্তিকে যে মূল্য দিতে হয়, তাকে বলে জবাব দেওয়ার মূল্য। এটি সাধারণতঃ 'প্রতীকী অর্থনীতি' (টোকেন ইকনমি) কার্যক্রমের সাথে জড়িত। উদাহরণ—যদি কোনো শিশু তার সহপাঠীর সাথে মারামারি করে, তাহলে তার কাছ থেকে নিদর্শন বা সুবিধা—যা সে আগে পেত, সেটি কেড়ে নেওয়া হবে।

- ***অতি-সংশোধন :*** এটি এমন একটি পদ্ধতি যা অনেক পদ্ধতির সংমিশ্রণ। এটি ব্যক্তিকে কী করতে হবে না—শুধু যে তা শেখায়, এমনটা নয়, তার সাথে কী কী করা উচিত, সেটিও শেখায়। সেটি পুনরুদ্ধার, অতি সংশোধন বা ইতিবাচক সাড়া দেওয়া—যে কোনো রকমেরই হতে পারে।

- ***পুনরুদ্ধার এবং ইতিবাচক অভ্যাস :*** পুনরুদ্ধার মানে নতুন করে উদ্ধার করা আর পরিস্থিতিকে সংশোধন করে স্বাভাবিক করে তোলা। ইতিবাচক অভ্যাস বলতে বোঝানো হয় যেসব পরিস্থিতিতে শিশুরা সাধারণতঃ দুর্ব্যবহার করে, যথাযথ অভ্যাসের মাধ্যমে সেইসব ব্যবহারগুলোকে পাল্টানো। যেমন—একটি শিশু সবসময় কাগজ ছেঁড়ে আর শ্রেণীকক্ষ নোংরা করে। তাকে বলা যেতে পারে সারা শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করতে (পুনরুদ্ধার) আর কাগজের কুচিগুলো যাতে নোংরা ফেলার জায়গায় ফেলে, সেটা তাকে শেখাতে (ইতিবাচক অভ্যাস)।

- ***তিরস্কার :*** এটি একপ্রকারের শাস্তি—অনুপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য মৌখিকভাবে শিশুকে তিরস্কার করা। এছাড়া শিশুর যে ধরনের আচরণের জন্য তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার—যেমন নিজের বা অন্যের ক্ষতি হচ্ছে, সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে ইত্যাদির জন্যও তিরস্কারমূলক শাস্তি দেওয়া হয়।

- ***শারীরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা :*** নিজের ক্ষতি করা বা শারীরিকভাবে উগ্র ব্যবহারকে সংযত করার জন্য এই নিয়ন্ত্রণ খুবই কার্যকরী। সারা শরীর বা শরীরের বিশেষ কোনো অংশের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করলে নিজের বা অন্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কমে যাবে। যেমন কিছুক্ষণের জন্য শিশুটির হাত শক্ত করে ধরে থাকা।

- ***ভীতির থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া/পদ্ধতিগতভাবে সংবেদনশীলতা হ্রাস করা :*** সাধারণতঃ ভয় কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়—যেখানে সঞ্চালক শিশুর সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে, ধাপে ধাপে কিছু কাজকর্ম করান, যাতে শিশুটির ভয় ক্রমশঃ কেটে যায়।

- ***বিতৃষ্ণা (বিতৃষ্ণার উদ্দীপনা) :*** এই পদ্ধতিটির মাধ্যমে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের পুনরাবৃত্তির হার কমানো যায়। বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী কোনো আসল বা কাল্পনিক উদ্দীপনার সাতে অবাঞ্ছিত ব্যবহারগুলোকে যুক্ত করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় তীব্র বা পচা গন্ধ এবং তারপরই কোনো একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা—এইভাবে উপস্থাপিত হতে পারে।

- ***পার্থক্যের পুনরাবৃত্তি :*** এই প্রক্রিয়াটি উদ্দীপনার সামনে যথাযথ ব্যবহার করার সাথে সাথে অন্য কোনো উদ্দীপনার সামনে সেই ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি না করাকে বলা হয়। এই পদ্ধতিটির মধ্যে আছে ইতিবাচক পুনরাবৃত্তি যাতে যথাযথ বিকল্প আচরণ (ডি.আর.এ) করা যায়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবাঞ্ছিত ব্যবহারের অনুপস্থিতি এবং অন্যান্য আচরণের উপস্থিতি (ডি.আর.ও), যে সমস্ত আচরণ অন্যান্য সমস্যাজনক আচরণের সাথে অনুপস্থিতি (ডি.আর.আই) কম মাত্রায় অবাঞ্ছিত আচরণ (ডি.আর.এল) ইত্যাদি।

- *স্ব-ব্যবস্থাপনার কৌশল :* এই কৌশলের মধ্যে আছে সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা, ঘটনাটি ঘটার বিবরণ নথিভুক্ত করা, ঘটনা ঘটার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার ক্রিয়াকলাপগুলোর মূল্যায়ণ এবং সর্বশেষে সমস্যাজনক ব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই7. সত্যি/মিথ্যার মাথায় টিক (✓) দিন:

i) শিশুটিকে সবরকমের ক্রিয়াকর্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। T/F

ii) সমস্যাজনক আচরণ কমাতে পরিবেশকে নতুন করে গঠন করতে হলে কাজকর্মকে নতুন করে তৈরি করতে হতে পারে। T/F

iii) পুনরুদ্ধার এবং ইতিবাচক অভ্যাসকে একই সাথে অনুশীলন করতে হবে। T/F

iv) আচরণের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শাস্তিমূলক নয় এমন একটি প্রক্রিয়া কিন্তু পার্থক্যের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করা একটি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া। T/F

ই8. নীচের তালিকাগুলো মেলান:

i)	নাক খোঁটার মতো ব্যবহারের বদলে লেখার অভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া	ক)	নিজের ক্ষতি করা
ii)	দাঁত দিয়ে নখ কাটা, ক্ষত খোঁটা	খ)	পরিবেশ পুনর্গঠন করা
iii)	ঝগড়া করার জন্য ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া	গ)	ডি.আর.আই
iv)	নাক খোঁটা, অবাঞ্ছিত জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাটি করা	ঘ)	ডি.আর.ও
v)	পূর্ববর্তী ঘটনা বা তার পরিণতিকে পাল্টে ফেলা	ঙ)	জবাব দেবার
vi)	পেইন্টিং কার্যকলাপ আচরণ শক্তিশালী করা	চ)	স্কুলের বাইরে ঘোরাঘুরি করার বদলে অদ্ভুত আচরণ

7.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

সহ-পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপগুলো জীবনকে সমৃদ্ধ করে, সবকিছুর সাথে জড়িত থেকে এবং স্ব-পরিচালিতভাবে যোগদান করে এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে অতিবাহিত করা যায়, মনোভাবের পরিবর্তন আর

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

প্রশংসার মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতাকেও মনোরম করে তোলা যায়। কিছু কিছু সহ-পাঠ্যক্রমের উদাহরণ হল শিল্পকলা, খেলাধূলা, জাতীয় স্তরের নানা জনপ্রিয় খেলা, যোগব্যায়াম, আসন, হাতের কাজ ইত্যাদি।

পেশাগত চিকিৎসা হল এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রতিদিনের জীবনে যে যে গতিবিধি প্রয়োজন, সেগুলি পুনরুদ্ধার, সমৃদ্ধ করা আর শক্তিশালী করা যায়। এই পদ্ধতি প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক, মানসিক এবং জ্ঞানের উন্নতির সাথে জড়িত। এই চিকিৎসা পদ্ধতি শিখন দক্ষতা ও সঠিকভাবে কাজ করছে না এমন সমস্ত ক্রিয়ার সংশোধন, সুস্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ইত্যাদির জন্য একান্ত জরুরি।

কথা বলা আর ভাষা—এই দুই-ই ত্রুটিপূর্ণ হয় যখন সেগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়। সেই ভাষা বা কথা শুনতেও মনোরম লাগে না এবং বোঝা, প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা, গলার স্বর আর সাবলীলতার দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ হয়। কথা আর ভাষা দ্বারা চিকিৎসা একটি পদক্ষেপ যার দ্বারা বর্তমান সংযোগপূর্ণ আচরণে উন্নতি করার জন্য ব্যবহার করা হত। এছাড়াও যে সব উপাদানগুলো ভাষা আর সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে, সেগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সংযোগ তৈরি করার জন্য নতুন রকমের আচরণ সৃষ্টি করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

আচরণ ব্যবস্থাপনার কর্মসূচী সমস্যাজনক ব্যবহারকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে এবং সামাজিক ব্যবহারকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যেও কাজ করে। যথাযথ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে পরিবেশ পুনর্গঠন, উপেক্ষা, পার্থক্যের পুনরাবৃত্তি, টাইম আউট, জবাবের মূল্য, ইত্যাদি, যা সমস্যাজনক ব্যবহারকে কমাতে সাহায্য করে, আর অন্যান্য পদ্ধতি, যেমন কাজের বিশ্লেষণ, প্রম্পটিং, চেইনিং, গঠন করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, মডেলিং, কন্টিনজেন্সি কনট্রাক্টিং ইত্যাদি হল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আচরণ।

7.8 পরিভাষা

উচ্চারণ : এটি হল কথা আর ধ্বনি উৎপাদন পদ্ধতি।

আচরণ সংশোধন : এটি হল একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা বাঞ্ছিত আচরণ বাড়ানো আর অবাঞ্ছিত আচরণ কমানো যায়।

আচরণ : আচরণ হল পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য ক্রিয়া

হড়বড় করা : হড়বড় করা হল কথা আর ভাষার সমস্যা, যার বৈশিষ্ট্য হল তাড়াহুড়ো আর/বা অসংলগ্ন কথা বলার ভঙ্গি।

সংযোগ : সংযোগ বলতে তথ্য গ্রহণ এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা।

বোধগম্যতা : মৌখিকতার দৃষ্টিজনিত নির্দেশ মেনে চলার ক্ষমতা।

ত্রুটিপূর্ণ কাজ : কাজ করার মধ্যে ভুল হওয়া

চোখ-হাতের সমন্বয় : চোখ আর হাতের একসাথে কোনো কাজ করার ক্ষমতা।

সঞ্চালনাগত পরিকল্পনা : এই পরিকল্পনা বলতে বোঝানো হয় নতুন বা অনিয়মিত কোনো কাজকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে করতে পারা।

সঞ্চালনা : এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া-আসা।

পেশাগত চিকিৎসা : সাইকোমোটর সমস্যার চিকিৎসা পদ্ধতি।

উপলব্ধি : তথ্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি।

পুনরুদ্ধার : পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতি।

অনুভূতি : তথ্যগ্রহণ করার পদ্ধতি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ চিকিৎসা : এই চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে শারীরিক অনুশীলন—যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আর সঞ্চালনার সমন্বয় ঘটে, তাদের উন্নতি করা হয়, যাতে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

বাক্‌শক্তি ও ভাষার দ্বারা চিকিৎসা : সংযোগ তৈরি আর রক্ষা করার পদ্ধতিকে উন্নত করা।

তোতলামি : কথা বলার তাল আর ছন্দের ত্রুটিকে বোঝানো হয়।

7.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

ই1. সহপাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে যে তিনটি মূল ক্ষেত্রের উন্নতি করা যায় তা হল—(i) শারীরিক সঞ্চালনা আর উপলব্ধিগত উন্নতি, (ii) আচরণ, ব্যক্তিত্ব আর অনুভূতির উন্নতি ও (iii) মনন, জ্ঞান ও ভাষার উন্নতি।

ই2. (i) একই রকম
(ii) নেতিবাচক, ইতিবাচক
(iii) জ্ঞান, অনুভূতি ও সঞ্চালনা
(iv) সম্পূর্ণ

ই3. (i) (চ) (ii) (ঘ) (iii) (ঙ)
(iv) (ক) (v) (গ) (vi) (খ)

ই4. (i) সঞ্চালনা, উপলব্ধিগত সঞ্চালনা
(ii) সঞ্চালনাগত পরিকল্পনা
(iii) শ্রবণ ও দৃষ্টিজনিত উপলব্ধি
(iv) পেশাগত চিকিৎসা
(v) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনা

ই5. (i) মৌখিক, যানবাহন
(ii) বাক্যগঠন, শব্দার্থ
(iii) স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা
(iv) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঞ্চালনা ও প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা

ই6. (i) (ঘ) (ii) (ঙ) (iii) (খ)
(iv) (গ) (v) (ক)

ই7. (i) মিথ্যা (ii) সত্যি (iii) সত্যি (iv) মিথ্যা

ই8. (i) (গ) (ii) (ক) (iii) (ঙ)
(iv) (চ) (v) (খ) (vi) (ঘ)

7.10 করণীয় কাজ

কিউ1. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কোনো শিশুর জন্য জ্ঞান ও আবেগ—এই দুই ক্ষেত্রেই দুটো করে সহ-পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়া পরিকল্পনা করুন।

কিউ2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ভারসাম্য ও সঞ্চালনার সমন্বয় আরো উন্নত করার জন্য পাঁচটি ক্রিয়া বর্ণনা করুন।

কিউ3. একটি শিশু যে 'র'-কে 'ল' বলে ভুল উচ্চারণ করে—অর্থাৎ '**রে**লগাড়ি'-কে বলে '**লে**লগাড়ি' এবং 'ক'-কে বলে 'ট'-যেমন তা**কিয়া**'-কে বলে 'তা**টিয়া**'—তার জন্য ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা করুন।

কিউ4. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত একটি শিশুর মধ্যে দুটি সমস্যাজনক আচরণ চিহ্নিত করুন আর তার আচরণগত সংশোধনের পরিকলাপনা করুন।

7.11 রেফারেন্স

1. Batshaw, M.L. and Perret, Y.M. (1986). Learning disabilities. Children with handicaps-a medical primer, Paul H. Brookes Pub. Co., Maryland: Baltimore.

2. DSE (MR) notes on Occupational Therapy. NIMH: Secunderabad.

3. Geetha, Y.V. and Prema, K.S. (2007). Classification of Developmental Language Disorders (DLD) – an exploratory study. Journal of All India Institute of Speech and Hearing, vol.26, pp.41-46.

4. NIMH (1989). Mental retardation-a manual for psychologists. NIMH: Secunderabad.

5. Penso, D.E. (1988). Occupational therapy for children with disabilities. London: Croom Helm.

6. Subba Rao, T.A. (1992). Manual on developing communication skills in mentally retarded persons, NIMH: Secunderabad.

ইউনিট 8 দক্ষতা বৃদ্ধি করা

গঠন

8.1 ভূমিকা

8.2 উদ্দেশ্যসমূহ

8.3 সামাজিক দক্ষতা

8.4 আবেগজনিত দক্ষতা

8.5 আচরণগত দক্ষতা

8.6 জীবন শৈলী

8.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

8.8 পরিভাষা

8.9 আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য উত্তরমালা

8.10 করণীয় কাজ

8.11 রেফারেন্স

8.1 ভূমিকা

প্রতিটি সফল মানুষের জীবনে একাধিক তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা আছে যার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় নিজের মূল্য বোঝার মতো প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতিগুলো। এছাড়া তৈরি হয় নিজের সন্তুষ্টির জন্য আর অন্যদের খুশি করার সুযোগ। নিজেদের কৃতিত্বের অনুভূতি আর নিজের চারপাশের সবার সম্পর্কে সচেতনতার ফলে এই শিশুদের মধ্যে নিজেদের মূল্য আর পরিচিতির অনুভব ঘটে। তারা নিজেদের মা, বাবা এবং তাদের জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে সুস্থ সম্পর্ক তৈরি করে। তারা নিজেদের মূল্য বোঝে, হতাশার সাথে লড়াই করার সহিষ্ণুতা আর অন্যদের প্রতি বিবেচনা গড়ে তোলে।

এর বিপরীতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের আবেগজনিত, সামাজিক আর ব্যক্তিত্ব বিকাশ একটি সম্পূর্ণ নকশা মেনে চলে। যদি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অক্ষত না থাকে, আর স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সঞ্চালন আর উপলব্ধিগত বিকাশও মানুষের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কাজ দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে না পারার ফলে কৃতিত্বের অনুভূতি হয় না, বরং হতাশার জন্ম দেয়। ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর বদলে কমিয়ে দেয় এবং একই সাথে অভিভাবকদের স্বাভাবিক গর্ববোধের ভাবটাও নষ্ট করে দেয়। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন আর ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়ে, আর তার ফলে হয় তারা শিশুদের পরিত্যাগ করেন নয়তো অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বলাই বাহুল্য, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বহু শিশুই সামাজিক আর আবেগজনিত সমস্যায় ভোগে। যদি সেই সমস্যা অন্যান্য শিখন পদ্ধতিকে ব্যাহত করার মত গুরুতর হয়, তখন সেই শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

8.2 উদ্দেশ্যসমূহ

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- সামাজিক, আবেগজনিত, আচরণগত এবং জীবন শৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের এই দক্ষতাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ও বৃদ্ধি করতে সহায়তা করতে পারবেন;

8.3 সামাজিক দক্ষতা

সামাজিক দক্ষতা হল অন্যদের সাথে মেলামেশার মূল ভিত্তি। এই দক্ষতার অভাবে বিদ্যালয়ে আচরণগত সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা, অমনোযোগীতা, সমবয়স্কদের সাথে মিশতে না পারা, আবেগজনিত সমস্যা, চিৎকার করা, বন্ধুত্ব পাতাতে না পারা, উগ্র ব্যবহার, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কে সমস্যা, নিজের সম্পর্কে খারাপ ধারণা, পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়া, মনসংযোগের অভাব, সমবয়সীদের থেকে একা হয়ে পড়া, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

যে শিশুদের শিখন প্রতিবন্ধকতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ সমস্যা, অ্যাসপারজার'স ডিসঅর্ডার, অটিসম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, স্নায়ুঘটিত ত্রুটি এবং আবেগজনিত প্রতিবন্ধকতা আছে, তাদের অনেকসময়ই সামাজিক দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞদের সরাসরি নিদর্শনে এরা সামাজিক দক্ষতার বিভাগে সুফল লাভ করতে পারে বলে মনে করা হয়, আর তার সাথে প্রয়োজন হয় সুরক্ষিত পরিবেশের, যেখানে সদ্য শেখা দক্ষতাগুলো তারা অভ্যাস করতে পারে।

শিখন এবং আচরণগত সমস্যাযুক্ত শিশুদের সামাজিক দক্ষতা আয়ত্ত করতে কোথায় অসুবিধা হয়, সেটা বুঝতে গেলে সামাজিক পারদর্শিতা এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা খুবই জরুরি। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল শিখনের সমস্যা—কিন্তু বহু শিক্ষার্থী আছে যারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমবয়সী বা অন্যান্যরা তাকে সামাজিক দক্ষতার অভাব আছে বলে চিহ্নিত করে।

সামাজিক যোগ্যতা আছে এমন শিশুরা সামাজিক দক্ষতা শেখে প্রতিদিনকার জীবনযাপন আর পর্যবেক্ষণ দ্বারা। সামাজিক দক্ষতার অভাবযুক্ত শিশুদের নির্দিষ্ট শিক্ষা এবং সচেতন চেষ্টা দরকার যাতে তারা বাইরের সমাজ এবং তার নির্দিষ্ট ভাষা সম্পর্কে জানতে পারে। আমরা যেমন শিশুদের বিদ্যালয়ের কাজ করতে, পড়তে, লিখতে, বানান করতে, অঙ্ক কষতে শেখাই এবং তারপর তারা পরীক্ষায় পাস করে—ঠিক একইভাবে আমরা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের কিভাবে জীবনযাপন করতে হয়, আর লোকের সাথে মিশতে হয়, তা শেখাতে পারি, ঠিক যেমনভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিখন শৈলীর শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়—ঠিক একইভাবে আমাদের রকমারি পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মানুষের সাথে মেলামেশা করা শেখাতে হবে।

সামাজিক দক্ষতার অভাবযুক্ত শিক্ষার্থীদের পড়াশুনো খুবই প্রভাবিত হয়। শিক্ষক এবং প্রশাসকরা তাই বুঝেছেন যে এই ধরনের অভাবকে অন্যভাবে দূর করতে হবে। সামাজিক দক্ষতাকে সরাসরি শেখাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের এগুলো অভ্যাস করার যথেষ্ট সুযোগও দিতে হবে। যদিও অনেক শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থী এগুলো শিখে যায় যাদের যথাযথ সামাজিক দক্ষতা আছে তাদের সাথে থাকতে থাকতে। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী এমন আছে, যাদের মধ্যে হয় এই দক্ষতা নেই, নয়তো সামাজিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার বা কখন কিভাবে বিশেষ কোনো একটি সামাজিক দক্ষতা ব্যবহার করবে—সেই বিষয়ে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। যেসব শিক্ষার্থী প্রবল আবেগপূর্ণ বা আচরণের সমস্যা দেখায়, তাদের বারবার মূল্যায়ণ হওয়া দরকার, যাতে অন্যান্য রোগ ইত্যাদির সম্ভাবনাকে সরিয়ে দেওয়া যায়। এই শিশুদের সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ ছাড়াও তাদের অন্য চিকিৎসাও শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতার অভাবের জন্য বারবার বরখাস্ত না করে

বিদ্যালয়ের উচিত আরো বেশি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার। বিদ্যালয়ের উচিত বিশেষ সহায়ক/সহায়িকাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এছাড়া সাধারণ সহায়ক/সহায়িকা এবং পেশাদার বিশেষজ্ঞদের জন্যও সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ আর সমাজকর্মীদেরও যদি সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তারাও বিদ্যালয়কে সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করতে সাহায্য করতে পারবেন যা পরবর্তীকালে শিক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে ধরনের সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়, সেগুলো হল:-

1. **শরীরের প্রতিচ্ছবি আর আত্ম-উপলব্ধি:** সঞ্চালনাগত কাজকর্ম, পাজল, ''কী নেই'', খেলা, মূকাভিনয়, নির্দেশ মেনে চলা, অনুমান করা, ছবি শেষ করা, স্ক্র্যাপবুক ইত্যাদি।

2. **অন্যদের প্রতি সংবেদনশীলতা:** কথ্য ভাষা সংযোগ তৈরি করার অনেক উপায়ের মধ্যে একটি। এছাড়া অনেক 'নিঃশব্দ ভাষা' আছে, যার মাধ্যমে কথা না বলেও সংযোগ তৈরি করা যায়। তারা অনেক বেশি নির্ভর করে অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভাব, গলার আওয়াজ, ইত্যাদির উপর। সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি আছে এমন শিশুদের এই 'নিঃশব্দ ভাষা' বোঝার জন্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। যেমন—এই শিক্ষার্থীরা অনেক সময় মুখের ভাব বা অঙ্গভঙ্গির মানে বুঝতে পারে না। মুখের ছবি, ভিডিও ও গল্পে বর্ণিত পরিস্থিতি বা গলার আওয়াজ বুঝতেও সমস্যা হয় তাদের।

3. **সামাজিক পরিপক্কতা:** সাধারণতঃ সামাজিক উন্নতি বলতে অপরিপক্কতার স্তর থেকে পরিপক্কতার স্তরে, পরনির্ভরশীলতা থেকে স্বনির্ভরতা, উত্তীর্ণ হওয়াকে বোঝানো হয়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে মানবশিশুই বোধহয় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে পরনির্ভরশীল। সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা থেকে অপেক্ষাকৃত স্ব-নির্ভরতার পথটা অনেক লম্বা এবং এই ক্রমশঃ বৃদ্ধিই সামাজিক পরিপক্কতার দিকে নিয়ে যায় তাদের। সামাজিক পরিপক্কতা বলতে নিজের এবং অন্যের অধিকার এবং কর্তব্যকে চেনা ও বোঝা, বন্ধুত্ব পাতানো, দলের সাথে সহযোগিতা করা, সবাই যে প্রক্রিয়াগুলো মেনে চলে, সেগুলো মেনে চলা, ধার্মিক ও নৈতিক বিচার করতে পারা, এবং যাতায়াত করার স্বাধীনতা অর্জন করা, সামাজিক ক্রিয়াগুলোর পরিণতি কী হতে পারে তা পূর্বানুমান করা, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, নৈতিক বিচার করা, পরিকল্পনা করার পর সেগুলোকে কাজে রূপান্তরিত করা।

4. **সামাজিক দক্ষতা এবং শিখন কৌশলসমূহ:** শিখন কৌশলসমূহ শিক্ষার্থীদের পড়াশুনো সংক্রান্ত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, একইসাথে এগুলি সামাজিক দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে উপযোগী (দেশলার, এলিস এবং লেনজ, ১৯৯৬) সামাজিক কৌশল সংক্রান্ত নির্দেশ শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিস্থিতিতে চিরাচরিত উত্তর দেওয়ার রীতিটাকে বদলে দেয়। শিক্ষার্থীরা সামাজিক সমস্যাগুলোকে নতুন জ্ঞানভিত্তিক নজরে দেখার চেষ্টা করে এবং নতুন করে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে।

   শিখন কৌশলের প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের শেখানো যে উত্তর দেবার আগে ভাবনা চিন্তা করা, সামাজিক নিয়মনীতি অনুযায়ী জবাব দেবার আগে মুখস্থ করা ও মহড়া দেওয়া, তাদের আচরণের প্রভাব কী হতে পারে সেটা কল্পনা করা, আর তার পরেই কী করবে, সেটা ঠিক করা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বহু শিক্ষার্থীদের জবাব নানা সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই খুবই আবেগপ্রবণ হয়—কী দরকার সেটা বিবেচনা না করে বা সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে, সেটা না বুঝে এবং তাদের কাজের পরিণতি কী হতে পারে, তা না বুঝেই কাজ করে ফেলে। স্ব-মৌখিকতা এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ কৌশলের নির্দেশ পেলে এইসব শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো যেতে পারে, যা তাদের তাৎক্ষণিক এবং চিন্তাভাবনা নেই এমন

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত করবে। শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আর নিজেদের যাতে তারা প্রশ্ন করতে পারে 'আমার কী করণীয়?' অন্যভাবে বলতে গেলে, তাদের আগে ভেবে আর বুঝে, তবেই জবাব দিতে শেখানো হয়। শিক্ষকরা সামাজিক শিখন কৌশল শেখানোর জন্য কথার ব্যবহার করতে পারেন—যেমন ''এই সমস্যাটার সাথে অন্য কোনো সমস্যার মিল আছে, যার সাথে আমি মুখোমুখি হয়েছি?' বা 'তিনটে সম্ভাব্য সমাধান কী কী হতে পারে?' তারপর শিক্ষার্থীরা এই দক্ষতাগুলোকে মুখস্থ করে বা জোরে জোরে বলে। স্ব-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনুপযুক্ত সামাজিক জবাব কমানো গেছে, এটা প্রমাণিত। (দেসলার অ্যান্ড সুমাখার, ১৯৮৬)।

5. **সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ:** সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণের অত্যন্ত বড় গুরুত্ব আছে (এই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে) এবং শিশুদের অল্পবয়সীদের সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সাথে শিখনের অন্য ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে এমন পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে। এর মধ্যে আছে সরাসরি নির্দেশ, অনুকরণ করে দেখানো, মহড়া দেওয়া এবং জোরদার করা (কার্টার অ্যান্ড সুগাই, ১৯৮৮)। গল্পে শোনা বিচারমূলক ব্যবহার, সামাজিক পরিস্থিতিকে ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবকে তৈরি করা পরিস্থিতির থেকে আলাদা করা, সদ্য শেখা সামাজিক ব্যবহারকে সাধারণের জন্য বোধগম্য করা, কথাবার্তা বলার দক্ষতা শেখা, বন্ধুত্ব পাতানোর দক্ষতা, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক পরিস্থিতিকে ধরে রাখা আর তার সম্বন্ধে বলা ইত্যাদি।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. সামাজিক দক্ষতা বলতে কী বোঝেন?

.....

.....

.....

.....

ই2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ যে যে প্রকারের সামাজিক দক্ষতার অভাব দেখা যায়, সেগুলোর নাম লিখুন।

.....

.....

.....

.....

8.4 আবেগজনিত দক্ষতা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যে শুধুমাত্র পড়াশুনোয় খারাপ করে, তাই-ই নয়, তারা আবেগজনিত

আঘাতেরও মুখোমুখি হয়। প্রতি সাত জন শিশুর মধ্যে যখন একজন শিশু শিখন প্রতিবন্ধকতায় ভোগে, তখন তা শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য যারা শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির সাথে যুক্ত তাদের সবারই কর্তব্য হয় সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং তার যথাযোগ্য সমাধান খুঁজে বার করা।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যে আবেগজনিত সমস্যায় ভোগে, এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। এই সমস্যাগুলো নানারকম চেহারা নেয়—যেমন শেখার প্রতি সচেতনভাবে অনীহা প্রকাশ করা, খোলাখুলিভাবে প্রতিকূল ব্যবহার করা, চাপ নিতে না পারা, অন্যের উপর নির্ভর করে থাকা, তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাওয়া, সাফল্যে ভয় পাওয়া আর নিজেদের দুনিয়ায় গুটিয়ে থাকা। যদি এই সমস্যা এতটাই বেশি হয়, যেখানে তাদের শিখন পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাদের মনস্তত্ত্ববিদের কাছে বা কাউন্সেলিংয়ের জন্য পাঠানো উচিত (সিলভার, ১৯৯২)। সুতরাং, এই ধরনের সমস্যাকে এড়িয়ে চলা উচিত নয় এবং এইরকম হাজার হাজার শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু, যাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে অথচ অপেক্ষা আছে সেই বিশেষজ্ঞদের, যারা তাদের এই ক্ষমতা বুঝতে পারবেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত তাদের সেই চাহিদাকে পূরণ করা।

বারবার অকৃতকার্য হবার ফলে, ভাল ফল করতে না পারার অক্ষমতা, নিজেকে যোগ্য মনে না করতে পারা, নিজেকে কম মূল্য দেওয়া—এগুলি শিশুদের মনে গভীর আবেগজনিত ক্ষত সৃষ্টি করে। প্রায়ই দেখা যায়, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা অনেক সময়ই আবেগজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়। সাইকোডায়নামিক উন্নতি এবং ব্যক্তিত্বের গঠন এই দুইয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শিখন প্রতিবন্ধকতার আবেগজনিত পরিণতি কী হতে পারে, তা বোঝার ক্ষেত্রে (সিলভার, ১৯৯২)। সাইকোডায়নামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি মনে হয়, সেটি হল শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীটি কেমন অনুভব করে? পড়াশুনোর সময় শুরু থেকেই যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শিখন সংক্রান্ত সমস্যা দেখায়, তাদের সম্ভবতঃ এই সমস্যা প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর থেকেই ছিল বলে মনে করা হয়। বিদ্যালয় তাদের এই সমস্যাকে সম্ভবতঃ সঠিকভাবে সমাধান করতে পারেনি এবং যারা শিক্ষাদান করছিলেন, তারাও সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষত্ব হল অসামঞ্জস্য আর অনিশ্চয়তা যা তাদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে একটা বড় সাফল্য চিহ্নিত করে, যখন তারা ভালো ফল করে। আর এরকম হঠাৎ পাওয়া কৃতিত্ব ঘটনাকে ভালো করার বদলে আরো খারাপ করে দেয়। বিদ্যালয় মনে করে যে ওরা একটু খাটলেই ভালো করতে পারে। অকৃতকার্যতাকে এখন খারাপ আচরণ আর মনোভাবের পরিণতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। শিক্ষকদের কাছ থেকে বর্ধিত অধৈর্যতা এবং দোষারোপ শিক্ষার্থীর উদ্বেগ, হতাশা, দ্বন্দ্ব আরো বাড়িয়ে দেয় আর তার পরিণতি হয় বিপর্যয়কর।

শিখন অকৃতকার্যতা বা আবেগজনিত সমস্যা প্রাথমিক বিষয় কিনা এটা নির্ধারণ করাটা খুবই সামান্য গুরুত্ব রাখে। এর চেয়ে অনেক বেশি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হল শিক্ষার্থীদের পড়াশুনোর বিষয়ে সহায়তা করা যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস একটি ইতিবাচক দিকে পরিচালিত করা যায়। এর ফলে এদের আত্মাভিমান বাড়ে আর শিখনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলপ্রসূ চিকিৎসার শুরুই হয় পারস্পরিক ক্ষমতাকে জোরদার করার মধ্যে দিয়ে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যখন শিখন প্রতিবন্ধকতাকে আমরা বিশ্লেষণ করতে যাব, তখন শিক্ষার্থীদের অনুভূতিকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে। সাইকোডায়নামিক এবং আবেগজনিত অবস্থা শিখন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—শিক্ষার্থী কেমন অনুভব করছে? শিক্ষার্থীর চাহিদা সম্পূর্ণ হয়েছে? শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা এখন কেমন? যথার্থ শিখনের পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে ভাল থাকা এবং একটি ইতিবাচক মনোভাব হওয়া।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই3. আবেগজনিত সমস্যা বলতে কী বোঝানো হয়?

.....

.....

.....

.....

ই4. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময় কী কী মনে রাখা উচিত?

.....

.....

.....

.....

8.5 ব্যবহারিক দক্ষতা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা নিজেদের ও অন্যদের ক্ষেত্রেও আত্মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমস্যা বোধ করে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সহযোগিতা করতে, মনসংযোগ করতে, কোনো কিছুকে সংগঠিত করতে, নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে, সামাজিকভাবে কিছুকে স্বীকার করতে, দায়িত্ব নিতে সক্ষম হতে, করণীয় কাজ শেষ করতে বা কৌশল করতে তাদের সমস্যা হয়। উল্লেখ করা সমস্ত ক্ষমতাগুলিই (দক্ষতা) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয় প্রতিটি মানুষের শারীরিক আর সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্য। শিশুদের এই দক্ষতাগুলো সাফল্যের সবচেয়ে জরুরি উপাদান, আলাদা করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখাতে হয়।

আচরণগত সংশোধন ওপেরান্ট কন্ডিশনিংয়ের ধারণা থেকে উদ্ভূত। (স্কিনার, ১৯৫৭)। এই ধরনের ভিত্তি হল যে আচরণ হল শিক্ষণীয় আর আচরণের পরিণতির একটি ক্রিয়া। ওয়ালেস আর কউফম্যান (১৯৮৬)-এর মতানুযায়ী, ''আচরণের সংশোধন বলতে পরিবেশের ঘটনাবলীগুলোর নিয়মমাফিক ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়, যার ফলে আচরণে নির্দিষ্ট, লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে।' তাই, এটি খুবই সংগঠিত এবং নিয়মানুগ হয় যার দ্বারা আচরণকে জোরদার বা দুর্বল করা বা বজায় রাখা যায়।

লক্ষ্য আচরণ চিহ্নিত করা এবং তার সম্পর্কে তৃণমূলীয় স্তরের তথ্য যোগাড় করার পর শিক্ষক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন যখন শিক্ষার্থী এই আচরণ করবে, তার আগে (পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান) আর আচরণের পরে আবারও একটা অনুষ্ঠান (পরবর্তী অনুষ্ঠান)। এই অনুষ্ঠানগুলো তারপর নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয় এবং যখন আচরণে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়। তখন নানাভাবে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয় বা পুরস্কৃত করা হয়।

শক্তিবৃদ্ধিকারী বলতে বোঝানো হয় যখন কোনো অনুষ্ঠান কোনো আচরণকে অনুসরণ করে এবং তার ফলে আচরণ বজায় রাখা আর পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধির অর্থ হল কোনো ইতিবাচক বা আনন্দদায়ক পরিবেশের সাথে যুক্ত করা। (অর্থাৎ যে পরিণতির ফলে এই আচরণের পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়)। আর উল্টোদিকে, নেতিবাচক শক্তিবৃদ্ধির অর্থ পরিবেশের কোনো নেতিবাচক বা অপ্রীতিকর ঘটনা (অর্থাৎ নেতিবাচক পরিণতিকে এড়িয়ে চলার জন্য করা আচরণ)। শক্তিবৃদ্ধি সাধারণতঃ আচরণকে জোরদার আর শক্ত বানায়।

নানারকমের সামাজিক বা স্পর্শযোগ্য শক্তিবৃদ্ধিকারক আছে যেগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন— প্রশংসা, জড়িয়ে ধরা, খাওয়ানো, খালি সময় ইত্যাদি) নীচে কতগুলি শক্তিবৃদ্ধিকারী স্তর বর্ণনা করা হল যেগুলো অনুক্রমিকভাবে সাজানো আছে—বহির্মুখী (কাজের বাইরে থেকে শক্তিবৃদ্ধি) থেকে অন্তর্মুখী (কাজ সরাসরি করার ফলে শক্তিবৃদ্ধি হওয়া)।

বহির্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারক

1. প্রাথমিক শক্তিবৃদ্ধিকারক—(উদাহরণ: ঘুমোনো, খাওয়া, পান করা—জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন)।
2. ছোঁওয়া যায় এমন শক্তিবৃদ্ধিকারক—(উদাহরণ: খাওয়ার বস্তু, পেন্সিল, সার্টিফিকেট)।
3. শক্তিবৃদ্ধিকারক সাথে রাখা জিনিস বা ক্রিয়া—(উদাহরণ: যে কোনো পছন্দসই জিনিসের বা কাজের বিনিময়ে চিপ্স পাওয়া, যখন কিছু পরিমাণে টাকা)।
4. সামাজিক অনুমোদন—(উদাহরণ: অঙ্গভঙ্গি, স্পর্শ, মুখের অভিব্যক্তি)।
5. পরিকল্পনা বা ক্রিয়াকর্ম—(উদাহরণ: কাজ করানো, নেতা হিসেবে কাজ করা, খালি সময় পাওয়া, খেলা করা ইত্যাদি)।

অন্তর্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারক

6. কাজ শেষ করা
7. ফিডব্যাক বা ফলাফল
8. জ্ঞান বা দক্ষতা
9. কৃতিত্বের অনুভূতি।

বহির্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারকগুলি প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য যাতে সে যথাযথ আচরণ করে বা, কোনো কাজ ঠিকভাবে করে। শিক্ষক ধীরে ধীরে বস্তুগত শক্তিবৃদ্ধিকারকগুলোকে সরিয়ে জোর দেবেন ক্রিয়াকর্ম আর অনুষ্ঠানের দিকে। যেমন যেমন কাজগুলো শেষ করার যোগ্যতা বাড়বে, বহির্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারকের প্রয়োজন কমবে এবং অন্তর্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারকরা কাজের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

প্রশংসা করা হল অন্যতম প্রধান কার্যকরী এবং সুবিধাজনক ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধিকারক, যা শিক্ষকরা ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে। ডার্চ (১৯৮৩) একটি প্রতিবেদনে বলেছেন যে, কার্যকরীভাবে করা প্রশংসার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে: ভালভাবে করা প্রশংসা ''যদি তাহলে'' এই করে তাহলে (একমাত্র তাহলেই) শিক্ষক তাকে প্রশংসা করবেন। প্রশংসা বলতে শিক্ষার্থীর নাম বর্ণনা করা এবং এই প্রশংসার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেয় যে শিক্ষক যা বলছেন, সেটা বিশ্বাসযোগ্য এবং এটি শ্রেণীকক্ষের কাজকর্মের বা শিক্ষার্থীর পড়াশুনোর গতিতে কোন বাধা দেয় না।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

শক্তিবৃদ্ধিকারক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার সময় শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে, এগুলো ব্যবহারের ঠিক পরের আচরণটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও অনেক সময় অনুপযোগী আচরণের ক্ষেত্রে মনোযোগ শক্তিবৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—যদি শিক্ষক খুব জোরে কথা বলেন বা মুখবিকৃতিকরেন, শিক্ষার্থীরা মনে করতে পারে যে এটি মনোযোগ আকর্ষণের পদ্ধতি। সেইজন্য শিক্ষককে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে অনুপযুক্ত আচরণ যা মনোযোগ আকর্ষণ করে তা শ্রেণীকক্ষে যাতে প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে। শিক্ষকের প্রচেষ্টা হবে, প্রতিদিন উপযুক্ত আচরণের মধ্যে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়াশুনোর দিকে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া। কিছু কিছু আচরণ—যেমন কথা বলার জন্য হাত তোলা, বা দুপুরের খাবারের সময় লাইন করে দাঁড়ানো—এগুলো যাতে প্রতিদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় এবং বজায় থাকে, সে বিষয়ে তাদের প্রশংসা না করেও শিক্ষক নিয়ম হিসেবে বেধে দিতে পারেন। আকস্মিকভাবে পড়াশুনোর পরিবর্তিত শিখন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কাজের মানও ভাল হয় আর সাফল্যের মাত্রাও বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে যে পড়াশুনোয় ফল এবং উপযুক্ত আচরণ সাফল্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। গবেষণা এটাও নির্দেশ করে যে যদি পড়াশুনো এবং উপযুক্ত আচরণ দুটোকেই শক্তিবৃদ্ধিকারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ফল হিসাবে যে পড়াশুনো খুব উন্নতি করবে, এমন কোন কথা নেই। তাই জন্য, প্রথমে আচরণকে নিয়ন্ত্রণে এনে তবেই শিক্ষক পড়াশুনোর বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেবেন আকস্মিকভাবে উপযুক্ত আচরণের শক্তিবৃদ্ধি করার পদ্ধতিটি পরবর্তী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য।

শক্তিবৃদ্ধিকরণের যে সময়সূচী আছে (অর্থাৎ যে পরিকল্পনা মাফিক শক্তিবৃদ্ধি হবে) তা একটানাও হতে পারে, বা মাঝেমাঝেও হতে পারে। একটানা সময়সূচীতে, বাঞ্ছিত আচরণ যতবার ঘটে, প্রত্যেকবারই আরো জোরদার করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে হওয়া সময়সূচীতে বিরতি দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা হয়—(শক্তিবৃদ্ধিকারক একটি বিশেষ সময়ে প্রয়োগ করা হয়) বা আনুপাতিক হারে হয় (নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রতিক্রিয়ার পর দেওয়া হয়)।

শেপিং বা রূপান্তরিত করা বলতে বোঝানো হয় একটা বিশেষ ধরনের বাঞ্ছিত আচরণের লক্ষ্য মেনে চলা শক্তিবৃদ্ধির কয়েকটি স্তরকে বৃহত্তর উদ্দেশ্যটাকে ক্রম অনুসারে কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে বা কাজে ভেঙে নেওয়া হয় এবং শক্তিবৃদ্ধিকারক দেওয়া হয় বাঞ্ছিত আচরণের সবচেয়ে কাছাকাছি যে আচরণ পৌঁছায় তাকে। সুতরাং, বাঞ্ছিত আচরণকে ধীরে ধীরে গড়ে নেওয়া হয় প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শক্তিবৃদ্ধিকারকের প্রয়োগের মাধ্যমে—যতক্ষণ না লক্ষ্য আচরণে পৌঁছানো যাচ্ছে।

অন্যদিকে শক্তিবৃদ্ধিকারকের বিপরীতে আছে শাস্তি, যা হল আচরণ দেখে কোনো ইতিবাচক বস্তুকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বা নেতিবাচক কোনো কিছু সামনে নিয়ে আসা। এর ফলে অবাঞ্ছিত আচরণ অনেকটাই কমে যায়। শাস্তি ব্যবহার করার আগে শিক্ষকরা তার বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাববেন—যেমন (ক) শিক্ষার্থীর সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, (খ) সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত আচরণকে উপেক্ষা করা, (গ) যারা যথাযথ ব্যবহার করছে, তাদের আচরণকে আরো জোরদার করা।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই5. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে কী ধরনের আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়?

.....

.....

.....

ই6. সবচেয়ে কার্যকরী আর উপযোগী ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধিকারকের নাম লিখুন যা শিক্ষার্থীদের আচরণকে সামলাতে সাহায্য করে।

.....

.....

.....

.....

8.6 আচরণের সংশোধন

UNICEF জীবন শৈলীকে ব্যাখ্যা করেছে ''আচরণের পরিবর্তন, বা আচরণের উন্নতি যা জীবনের তিনটি ক্ষেত্র—জ্ঞান, মনোভাব আর দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মতো করে ভাবা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জীবন শৈলীকে ব্যাখ্যা করেছে—''অভিযোজিত এবং ইতিবাচক আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা, যা ব্যক্তিকে কার্যকরীভাবে দৈনন্দিন চাহিদা আর ঝুঁকিগুলোকে সামলাতে সাহায্য করে। 'UNICEF এর এই সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে গবেষণাভিত্তিক, যা ইঙ্গিত করে যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন হবে না—যদি জ্ঞান, মনোভাব আর দক্ষতার যোগ্যতাকে সময়মতো পরিবর্তনা না করা যায়।

জীবনশৈলী হল সেই সমস্ত ক্ষমতা, যা অল্পবয়সীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে যোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে, তারা যত জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, ততই এগুলো তাদের প্রয়োজন হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত অধিকাংশ পেশাজীবীরা মনে করেন যে জীবন শৈলী সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয় স্বাস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে। যদিও তাদের যে কোনো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়—যেমন মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রতিরোধ, যৌন হিংসা, বয়ঃসন্ধিকালীন গর্ভাবস্থা, এইচ.আই.ভি/এইডস প্রতিরোধ এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ।

এই সংজ্ঞাকে আরো প্রসারিত করলে ক্রেতা শিক্ষা, পরিবেশগত শিক্ষা, শান্তি শিক্ষা, বা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, জীবিকা এবং রোজগার—এই সমস্ত বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, জীবন শৈলী অল্পবয়সীদের ক্ষমতায়ণে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের রক্ষা করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য ও ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

UNICEF, UNESCO এবং WHO এর তালিকাভুক্ত দশটি মূল জীবন শৈলী কৌশল এবং পদ্ধতি হল: সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক ভাবনা, কার্যকরী সংযোগস্থাপনকারী দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা, আত্মসচেতনতা তৈরির দক্ষতা, সহমর্মিতা এবং চাপ ও আবেগের সাথে মোকাবিলা করা।

আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস আর আত্মসম্মান এগুলি হল ব্যক্তির শক্তি এবং দুর্বলতা বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। এর পরিণতি হিসেবে ব্যক্তি প্রাপ্ত সুযোগগুলো কী, তা বুঝতে পারে আর সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোর সম্মুখীন হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এর প্রত্যক্ষ ফল হল তার পরিবার আর সমাজের সম্পর্কে সচেতনতার বিকাশ আর বৃদ্ধি। আর তার জন্য পরিবার আর সমাজ—এই দুই জায়গাতে হওয়া সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়।

জীবন শৈলী জানা থাকলে মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজার সুযোগ পায়, কোনো বিষয় বা সমস্যা মেটাতে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার পূর্বাপর বিচার করতে পারে। এর ফলে অন্যদের সাথে ফলপ্রসূ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলাও সম্ভবপর হয়। জীবন শৈলী কার্যকরী সংযোগ বানাতে সহায়তা করে।

উদাহরণ—শোনা আর মন দিয়ে শোনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। বার্তাগুলো যাতে নির্ভুলভাবে শ্রোতার কাছে পৌঁছায় এবং যাতে কোনোরকম ভুল বার্তা বা ভুল ব্যাখ্যার পরিস্থিতি এড়ানো যায়, তা সুনিশ্চিত করতে পারা।

WHO জীবন শৈলীকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে।

ক) **সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা/সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা**—এর মধ্যে আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের/সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা আর তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে যাতে নিজেদের এবং অন্যের বর্তমান কাজের ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হবে সেটা মূল্যায়ণ করার দক্ষতা থাকে। তাদের আরো জানা উচিত যে, বিকল্প সমাধান কী হতে পারে এবং নিজেদের মূল্যবোধ এবং চারপাশের মানুষদের মূল্যবোধের প্রভাব কি হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করতেও জানা উচিত।

খ) **আন্তর্ব্যক্তিক/সংযোগের দক্ষতা**—এর মধ্যে আছে মৌখিক আর অ-মৌখিক সংযোগ, মনোযোগ সহকারে শোনা, মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা আর ফীডব্যাক দেওয়া। এছাড়াও এই বিভাগে আছে প্রত্যাখ্যান/আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়া করার দক্ষতা এবং দৃঢ়তার দক্ষতা—যা, যে কোনো সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সহমর্মিতা বলতে বোঝায় মন দিয়ে শোনা এবং অন্যের চাহিদাকে বোঝার ক্ষমতা ও অন্যতম প্রধান একটি আন্তর্ব্যক্তিক দক্ষতা। দলগত কাজ এবং সহযোগিতা করার ক্ষমতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চারপাশের সবার প্রতি সম্মান দেখানো। এই দক্ষতার বৃদ্ধি অল্পবয়সীদের সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক আচরণের মূল ভিত্তি হল সামাজিক নিয়মনীতিকে মেনে চলা আর এই দক্ষতা থেকেই তৈরি হয় নিয়মনীতিকে মেনে চলার মানসিকতা।

গ) **মোকাবিলা করা এবং স্ব-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা**—এই দক্ষতা আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ায়, যাতে ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে তারা পৃথিবীতে কোনো না কোনো পরিবর্তন আনতে পারবেই। আত্মসম্মান, আত্ম-সচেতনতা, স্ব-মূল্যায়ণ এই সব দক্ষতা এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্য তৈরি করা এ সবই হল স্ব-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা। রাগ, দুঃখ এবং উদ্বেগ এগুলোকে মোকাবিলা করতেই হবে আর ক্ষতি আর গভীর আঘাতের সাথেও মানিয়ে নিতে হবে। মানসিক চাপ এবং সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই হল ইতিবাচক ভাবনা এবং মনের ভাব হালকা করার জন্য নানা পদ্ধতির ব্যবহার।

UNICEF থেকে বারবার এই কথাই বলা হয় যে, জীবন শৈলীর পন্থাটি তখনি সফল হবে যদি নীচের সবকটি পদক্ষেপ একসাথে নেওয়া হয়:-

ক) দক্ষতা—এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় একগুচ্ছ মনসামাজিক এবং আন্তর্ব্যক্তিক দক্ষতা, যেগুলো একে অন্যের সাথে জড়িত। যেমন—সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাধারণতই থাকে সৃজনশীল আর সমালোচনামূলক ভাবনার সংমিশ্রণ আর অবশ্যই মূল্যবোধের বিশ্লেষণ।

খ) বিষয়বস্তু—আচরণকে যদি কার্যকরীভাবে প্রভাবিত করতে হয়, তাহলে দক্ষতাকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকেন্দ্রিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। "আমরা কী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি?" সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিখন পদ্ধতি তখনই সবচেয়ে অর্থবহ হবে যখন বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক হয় এবং অপরিবর্তিত থাকে। এই বিষয়বস্তু হতে পারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, HIV/AIDS/STI প্রতিরোধ, আত্মহত্যা নিবারণ বা যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তিনটি উপাদানের সামঞ্জস্য থাকা খুবই দরকার—জ্ঞান, মনোভাব আর দক্ষতা।

গ) পদ্ধতি—দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা হওয়া তখনই সম্ভব, যখন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোনো আদানপ্রদান থাকে না। এটা নির্ভর করে যখন দলের সদস্যদের আন্তর্ব্যক্তিক আর মনসামাজিক দক্ষতা একা একা বসে,

বই পড়ে আয়ত্ত করা যায় না। এই পন্থা যদি সফল করতে হয়, তাহলে তিনটি উপাদান—জীবন শৈলী, বিষয়বস্তু আর পদ্ধতিকে একত্রে কাজ করতে হবে।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই7. জীবন শৈলী বলতে কী বোঝেন?

.....

.....

.....

.....

ই৪. ১০টি মূল জীবন শৈলীর কৌশল আর পদ্ধতির নাম বলুন।

.....

.....

.....

.....

8.7 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

- অন্যদের সাথে মেলামেশা করার মূল ভিত্তিই হল সামাজিক দক্ষতা। এই দক্ষতার অভাবে বিদ্যালয়ে আচরণগত সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা, অমনোযোগীতা, সহপাঠী/সমবয়স্কদের সাথে মিশতে না পারা, আবেগজনিত সমস্যা, চিৎকার করা, বন্ধুত্ব করতে সমস্যা, আগ্রাসী বা উগ্র মনোভাব, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কে সমস্যা, নিজের সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা, পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়া, মনসংযোগের অভাব, সমবয়স্কদের থেকে একাকী হয়ে যাওয়া, অবসাদ ইত্যাদি নানা রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে যে যে ধরনের সামাজিক দক্ষতার অভাব লক্ষ্য করা যায় সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—শরীরের ছবি ও নিজের সম্পর্কে ধারণা, অন্যদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সামাজিক পরিপক্কতা, সামাজিক দক্ষতা এবং শিখন কৌশল, সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ আবেগজনিত সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা নানারকম রূপধারণ করতে পারে—যেমন (i) সচেতনভাবে শিখতে প্রত্যাখ্যান করা, (ii) অতিরিক্ত বিরূপতা, (iii) শিখনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনভাব, (iv) প্রতিকূলতার কারণে ঘরছাড়া, (v) চাপ নিতে না পারা, (vi) পরনির্ভরশীলতা, (vii) সহজেই নিরুৎসাহী হয়ে পড়া, (viii) 'সাফল্য খুবই বিপজ্জনক' এই মনোভাব পোষণ করা, (ix) অত্যাধিক অস্থিরতা বা অমনোযোগীতা, (x) নিজেদের জগতে ঢুকে থাকা।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাকে বিশ্লেষণ করার সময় শিক্ষার্থীদের অনুভূতিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মূল কারণ হল আবেগজনিত আর সাইকোডায়নামিক অবস্থান, এই দুই-ই শিখন পদ্ধতিকে প্রভাবিত

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

করে। এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে যে, শিক্ষার্থীরা কেমন অনুভব করে? তাদের চাহিদা কি পূরণ হচ্ছে? শিক্ষার্থীর আবেগজনিত মানসিক স্থিতি কেমন?

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সাধারণ নিজেদের বিষয়ে এবং অন্যদের বিষয়েও শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে না। বিশেষতঃ, সহযোগিতা করা বা মনযোগ দেওয়া, গুছিয়ে কাজ করা, নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা, দায়িত্বগ্রহণ করা, করণীয় কাজ সময়ে শেষ করা, বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি সামলানো—এই সব বিষয়গুলিতে তাদের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।
- আচরণ সংশোধন করার যে যে কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে সেগুলো সবই এসেছে ওপেরান্ট কন্ডিশনিং থেকে (স্কিনার, ১৯৫৭), আচরণের প্রাথমিক বক্তব্য হল যে আচরণ শিখতে হয় এবং তা হল আচরণের পরিণতি, ওয়ালিস এবং কউফম্যানের (১৯৮৬) মতে, ''আচরণের সংশোধন বলতে পরিবেশের ঘটনাবলীগুলোর নিয়মমাফিক ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়, যার ফলে আচরণে নির্দিষ্ট, লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে।''
- UNICEF জীবন শৈলীকে ব্যাখ্যা করেছে ''আচরণের পরিবর্তন, বা আচরণের উন্নতি যা জীবনের তিনটি ক্ষেত্র—জ্ঞান, মনোভাব আর দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মতো করে ভাবা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জীবন শৈলীকে ব্যাখ্যা করেছে—''অভিযোজিত এবং ইতিবাচক আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা, যা ব্যক্তিকে কার্যকরীভাবে দৈনন্দিন চাহিদা আর ঝুঁকিগুলোকে সামলাতে সাহায্য করে। 'UNICEF এর এই সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে গবেষণাভিত্তিক, যা ইঙ্গিত করে যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন হবে না—যদি জ্ঞান, মনোভাব আর দক্ষতার যোগ্যতাকে সময়মতো পরিবর্তন না করা যায়।
- UNICEF, UNESCO এবং WHO এর তালিকাভুক্ত দশটি মূল জীবন শৈলী কৌশল এবং পদ্ধতি হল: সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক ভাবনা, কার্যকরী সংযোগস্থাপনকারী দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা, আত্মসচেতনতা তৈরির দক্ষতা, সহমর্মিতা এবং চাপ ও আবেগের সাথে মোকাবিলা করা।
- WHO জীবন শৈলীকে মূলতঃ তিনটি উপাদানে বিভক্ত করেছে—(ক) সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা করার দক্ষতা/সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতা, (খ) আন্তর্ব্যক্তিক/সংযোগ তৈরির দক্ষতা (গ) মানিয়ে নেওয়া এবং স্ব-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা।

8.8 পরিভাষা

অ্যাসপারজার'স ডিসঅর্ডার : এটি অটিস্টিক ডিসঅর্ডারের একটি ছোটো অবস্থান। অ্যাসপারজার'স ও অটিস্টিক ডিসঅর্ডার—এই দুটি একটি বৃহত্তর সমস্যা উপবিভাগ, যা ইউরোপে অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে এবং আমেরিকায় পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার (পিডিডি) নামে পরিচিত। অ্যাসপারজার ডিসঅর্ডারের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে একাকী আর শৈশবে খামখেয়ালী আচরণ করে। অ্যাসপারজার শব্দটি এসেছে অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক হান্স 'অ্যাসপারজার'-এর নাম থেকে—যিনি ১৯৪৪ সালে প্রথম এই সমস্যাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন।

অটিসম্ স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার : অটিসম্ হল একটি বিকাশজনিত প্রবল প্রতিবন্ধকতা যা সাধারণতঃ জন্মানোর সাথে সাথে বা জন্মের পর প্রথম তিন বছরের মধ্যেই প্রকাশ

পায়। এটি স্নায়ুঘটিত একটি বৈকল্য, যা মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতিকেই পাল্টে দেয়—যার ফলে বিভিন্ন দক্ষতা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে, শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স অবধি সবারই দেরি হয় বা সমস্যা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, অটিসম্ আছে এমন মানুষেরা সামাজিক আদানপ্রদানের এবং মৌখিক, অযৌক্তিক সবক্ষেত্রেই নানা সমস্যা প্রদর্শন করে। এরা সবাই বিদঘুটে, একঘেঁয়ে বা সীমিত ক্রিয়াকর্ম করতে আগ্রহী থাকে। যদিও অধিকাংশ অটিস্টিক শিশুদের দেখতে যে কোনো স্বাভাবিক শিশুর মতোই হয়, কিন্তু এদের বিভ্রান্তিকর এবং জটিল আচরণ এদের স্বাভাবিক শিশুদের থেকে আলাদা করে।

আচরণ পরিবর্তন : ক্রমিক বা ধারাবাহিকভাবে সাজানো পরিবেশের ঘটনাবলী যা আচরণে নির্দিষ্ট পরিবর্তন আনে।

জীবন শৈলী : অভিযোজিত এবং ইতিবাচক আচরণ করার ক্ষমতা, যা ব্যক্তিকে প্রতিদিনের চাহিদা আর প্রতিবন্ধকতাকে কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে।

শাস্তি : নেতিবাচক বস্তু উপস্থাপনা করা বা ইতিবাচক কোনো বস্তু সরিয়ে ফেলা।

শেপিং : অভীষ্ট আচরণ করার জন্য শক্তিবৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ।

8.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

ই1. সামাজিক দক্ষতা হল অন্যদের সাথে মেলামেশার মূল ভিত্তি। এই দক্ষতার অভাবে বিদ্যালয়ে আচরণগত সমস্যা, অপরাধপ্রবণতা, অমনোযোগীতা, সমবয়স্কদের সাথে মিশতে না পারা, আবেগজনিত সমস্যা, চিৎকার করা, বন্ধুত্ব পাতাতে না পারা, উগ্র ব্যবহার, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কে সমস্যা, নিজের সম্পর্কে খারাপ ধারণা, পড়াশুনোয় পিছিয়ে পড়া, মনসংযোগের অভাব, সমবয়সীদের থেকে একা হয়ে পড়া, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

ই2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে ধরনের সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়, সেগুলো হল:- *শরীরের প্রতিচ্ছবি আর আত্ম-উপলব্ধি, অন্যদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সামাজিক পরিপক্কতা, সামাজিক দক্ষতা এবং শিখন কৌশলসমূহ, সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ।*

ই3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের সাধারণতঃ আবেগজনিত সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা নানারকম রূপধারণ করতে পারে—যেমন (i) সচেতনভাবে শিখতে প্রত্যাখ্যান করা, (ii) অতিরিক্ত বিরূপতা, (iii) শিখনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনভাব, (iv) প্রতিকূলতার কারণে ঘরছাড়া, (v) চাপ নিতে না পারা, (vi) পরনির্ভরশীলতা, (vii) সহজেই নিরুৎসাহী হয়ে পড়া, (viii) 'সাফল্য খুবই বিপজ্জনক' এই মনভাব পোষণ করা, (ix) অত্যাধিক অস্থিরতা বা অমনোযোগীতা, (x) নিজেদের জগতে ঢুকে থাকা।

ই4. শিখন প্রতিবন্ধকতাকে বিশ্লেষণ করার সময় শিক্ষার্থীদের অনুভূতিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর মূল কারণ হল আবেগজনিত আর সাইকোডায়নামিক অবস্থান, এই দুই-ই শিখন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে যে, শিক্ষার্থীরা কেমন অনুভব করে? তাদের চাহিদা কি পূরণ হচ্ছে? শিক্ষার্থীর আবেগজনিত মানসিক স্থিতি কেমন?

ই5. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা সাধারণ নিজেদের বিষয়ে এবং অন্যদের বিষয়েও শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে না। বিশেষতঃ, সহযোগিতা করা বা মনযোগ দেওয়া, গুছিয়ে কাজ করা, নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা, দায়িত্বগ্রহণ করা, করণীয় কাজ সময়ে শেষ করা, বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি সামলানো—এই সব বিষয়গুলিতে তাদের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

ই6. প্রশংসা করা হল অন্যতম প্রধান কার্যকরী এবং সুবিধাজনক ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধিকারক, যা শিক্ষকরা ব্যবহার করেন শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে।

ই7. ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জীবন শৈলীকে ব্যাখ্যা করেছে—''অভিযোজিত এবং ইতিবাচক আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা, যা ব্যক্তিকে কার্যকরীভাবে দৈনন্দিন চাহিদা আর ঝুঁকিগুলোকে সামলাতে সাহায্য করে।

ই8. দশটি মূল জীবন শৈলী কৌশল এবং পদ্ধতি হল: সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক ভাবনা, কার্যকরী সংযোগস্থাপনকারী দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা, আত্মসচেতনতা তৈরির দক্ষতা, সহমর্মিতা এবং চাপ ও আবেগের সাথে মোকাবিলা করা।

8.10 করণীয় কাজ

কিউ1. সামাজিক দক্ষতা কাকে বলে? শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কিউ2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মানসিক সমস্যাগুলির নাম লিখুন।

কিউ3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের আচরণগত সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।

কিউ4. বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী শক্তিবৃদ্ধিকারক বলতে কি বোঝেন?

কিউ5. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জীবনে জীবন শৈলীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

8.11 রেফারেন্স

1. Carter, J. and Sugai, G. (1988). Teaching social skills. Teaching Exceptional Children. 20(3). pp. 68-71.

2. Deshler, D.D. Ellis, E.S. and Lenz, B.K. (1996). Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and Methods. Denver: Love publishing.

3. Deshler, S.L. and Schumacher, J.B. (1986). Learning strategies as instructional alternative for low achieving adolescents. Journal of Learning Disabilities. 52(6). pp. 583-589.

4. Silver, L. (1992). The Misunderstood Child. Blue Ridge Summit. PA: Tab Books.

5. Skinner, B. (1957). Verbal Behaviour. New York: Appleton-Century-Crofts.

6. Wallace, G. and Kauffman, J.M. (1986). Teaching Students with Learning and Behavior Problems.3rd ed. Columbus. OH: Merrill.

7. Darch, C. (1983). Teaching LD Students Critical Social Skill: A Systematic replication. Learning Disability Quarterly. 10. pp. 82-91.

8. Venkateshwarlu, D. (2005). Source Book for Teachers of Learning Disabled. UGC-DRS Project.

9. www.unodc.org

ইউনিট 9 সচেতনতা ও সম্পদ সমাবেশীকরণ

গঠন

9.1 ভূমিকা

9.2 উদ্দেশ্যসমূহ

9.3 সচেতনতা তৈরি

9.3.1 শিক্ষক

9.3.2 অভিভাবক

9.3.3 সমবয়সী বন্ধু

9.4 সর্বশিক্ষা অভিযানে BRC/CRCদের ভূমিকা

9.5 প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের (PHC) ভূমিকা

9.6 গ্রাম শিক্ষা কমিটির (VEC) ভূমিকা

9.7 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে কাজ করার জন্য শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা

9.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

9.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

9.10 করণীয় কাজ

9.11 রেফারেন্স

9.1 ভূমিকা

SSA-র মূল উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা—(UEE–Universalization of Elementary Education). এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 6–14 বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, তাদের নাম পঞ্জীকরণ এবং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ধরে রাখা। UEE-র এই বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সংবিধান আইন (86তম সংশোধন) আরো জোরদার করেছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক আর বাধ্যতামূলক করে দিয়ে। যাতে এই বয়সী সমস্ত শিশু শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। সংবিধানের এই সংশোধনী বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে (CWSN), কারণ এই শিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরণ না হলে UEEর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সত্যি কথা বলতে কি, UEEর সাফল্যের জন্য যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভবতঃ সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তা হল বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের। তাই, সর্বশিক্ষা অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষা।

সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) সুনিশ্চিত করে যে বিশেষ চাহিদাযুক্ত প্রতিটি শিশু—তার প্রতিবন্ধকতার প্রকার, বিভাগ বা মাত্রা যাই হোক না কেন, যাতে অর্থপূর্ণ এবং উচ্চমানের শিক্ষা পায়। তাই, SSA 'কোনো প্রত্যাখ্যান হবে না'—এই নীতি মেনে চলে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং তাদের এমন পরিবেশে শিক্ষাদান করা হবে, যা তার শিখন চাহিদার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বিশেষ বিদ্যালয়, EGS, AIE এমনকি গৃহ-ভিত্তিক শিক্ষাও।

SSA সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে অন্তর্ভুক্তিকরণ বা CWSNদের প্রথাগত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মূলস্রোতে যুক্ত করা। DPEP কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা এবং নানা গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে অন্তর্ভুক্তিকরণ তখনই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়, যখন প্রতিটি শিশুর চাহিদা মেটানো যায়। যদি তাদের যথাযথ সহায়তা করা যায়, তাহলে বিশেষ চাহিদাযুক্ত অধিকাংশ শিশুকে প্রথাগত বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত করা এবং ধরে রাখা সম্ভব। আবার অন্যদিকে, আরো শিশুরা আছে যাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার আগে কোনো না কোনো ধরনের

প্রাক্‌অন্তর্ভুক্তিকরণ সহায়তার কর্মসূচীর মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এর পরেও বহু বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু থাকে যাদের মধ্যে প্রবল প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। এদের জন্য আলাদা করে শিক্ষা কর্মসূচী তৈরি এবং বিশেষ ধরনের সহায়তা দিতে হয়, যা বর্তমান প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা বা উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বাইরে।

সুতরাং SSA অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়টি সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী এবং সুগভীর ধারণা তৈরি করেছে, যেখানে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীগুলোর দ্বিমুখী উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, আরো বেশি সংখ্যায় বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের এই কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা আর দ্বিতীয়ত, বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতাবৃদ্ধি—সেটা জীবিকাভিত্তিকই হোক, ব্যবহারিক স্বাক্ষরতাই হোক বা প্রতিদিনকার কাজকর্মই হোক না কেন। এছাড়াও, এই সমস্ত দক্ষতা যাতে সবচেয়ে উপযুক্ত শিখন পরিবেশে হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

এই অধ্যায়টি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রেক্ষিতে কিভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ সমাবেশীকরণ করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করবে।

9.2 উদ্দেশ্যসমূহ

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমবয়স্কদের কাছ থেকে সহায়তার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পরিপ্রেক্ষিতে BRC/CRCদের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- PHC এবং VECদের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বড় প্রেক্ষিতে সর্বশিক্ষা অভিযানে শিক্ষকদের জন্য দেওয়া নির্দেশিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য কি ধরনের শিক্ষাদান ও শিখনসামগ্রী ব্যবহার হবে, তা চিহ্নিত করতে এবং তৈরি করতে পারবেন।

9.3 সচেতনতা তৈরি

শিখন প্রতিবন্ধকতা মূলতঃ শিশুদের পঠন, লিখন এবং বোঝার দিকটিকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য অনেক সমস্যার সাথে প্রায় একইরকম লক্ষণ থাকার কারণে এইগুলো চিহ্নিত করতে খুবই সমস্যা হয়। সঠিক পদক্ষেপ কর্মসূচী নিতে গেলে শিখন প্রতিবন্ধকতার সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হওয়া খুবই দরকার। নিম্নলিখিত স্টেকহোল্ডারগণ শিখন প্রতিবন্ধকতার উপর সচেতনতা তৈরি করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন:-

9.3.1 শিক্ষক

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং এর প্রতিকারমূলক দিকটি তৈরি করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা বিষয়ে সচেতন হতে হবে, বিশেষ করে শিক্ষাগ্রহণের কৌশল, শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী সম্পর্কে। এছাড়া নানারকম সংগঠন যারা শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণ আর তার জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন নিয়ে কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যাতে শিশুটিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, এবং যথাযোগ্য সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা শ্রেণীকক্ষে হওয়া কাজকর্মকে বুঝতে পারে, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষকরা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎসহ শিক্ষকরা গোটা এলাকার বাসিন্দাদের আর অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন আর শিখন প্রতিবন্ধকতার নানা দিকগুলো নিয়ে তাদের সচেতন করতে পারেন।

9.3.2 অভিভাবক

শিখন প্রতিবন্ধকতার সাথে যুক্ত শিক্ষার সম্ভাবনাগুলো আর সাথে সাথে তার প্রতিকারমূলক দিকগুলো সম্পর্কে অভিভাবকরা হয়তো অনেকেই সচেতন থাকতে পারেন। অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের গ্রহণ করেন এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপগুলির পরিকল্পনা করার জন্য তারা উপযুক্ত সংস্থার সাহায্য নিতে পারেন। অভিভাবকদের সচেতনতা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য খুবই সাহায্যকারী কারণ যদি অভিভাবকরাই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে তারা যথাযোগ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাই নিতে পারবেন না।

9.3.3 সমবয়সী বন্ধু

অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন কোনো শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর সমবয়সীরা তাকে গ্রহণ করে, তখন তার নিজের সম্পর্কে অনেক ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের কাজ এবং আত্মসচেতনতা এই দুটি বিষয়ের সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং প্রমাণিত। সমবয়সী বন্ধুদের সচেতনতা বাড়ানো মাধ্যমে এই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে আর এটি হবে শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। উষ্ণ আন্তর্ব্যক্তিক আদানপ্রদান সব ধরনের সংস্কারকে দূরে সরিয়ে দেবার সবচেয়ে সহজ উপায়। সেই কারণে, শিক্ষকদের উচিত পাঠ্যক্রম এবং সহপাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে আন্তর্ব্যক্তিক আদানপ্রদানকে উৎসাহিত করা যাতে শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

9.4 সর্বশিক্ষা অভিযানে BRC/CRCদের ভূমিকা

ব্লক এবং ক্লাস্টার স্তরের অ্যাকাডেমিক সম্পদের কেন্দ্র হল BRC & CRC। BRCরা একাধিক CRCর সাথে কাজ করে এবং প্রায় 10-20 জন সম্পদ শিক্ষক সারা ব্লক জুড়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় EGS/AEF কেন্দ্র, বিভিন্ন দপ্তর, অন্যান্য অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের সাথে কাজ করে। BRC এবং CRCদের মুখ্য ভূমিকাগুলি নীচে বর্ণনা করা হল:-

- *প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরি করা:* শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, EGS/AIE শিক্ষক, সঞ্চালক, VEC, PRI ইত্যাদিদের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য স্থানগুলো ব্যবহৃত হয়।
- *মাসিক অ্যাকাডেমিক পরামর্শ:* এই কেন্দ্রগুলি সমবয়সীদের নিয়ে আদানপ্রদানের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষক-সহায়ক, সম্পদ দলের সদস্য এরা যোগদান করেন। এছাড়া প্রতি মাসের শিক্ষকদের পরামর্শ সভা বসে এই CRCগুলোতে।
- *নিয়মিতভাবে অ্যাকাডেমিক সহায়তা:* এই কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয়ের সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে নিয়মিত যাতায়াত, মডেল অধিবেশনগুলি, বিদ্যালয়ের পড়ার মূল্যায়ন ইত্যাদি হয়।
- *শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ:* অ্যাকাডেমিক সম্পদ কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় (শিক্ষা-শিখন সামগ্রী, ভালো অনুশীলন, তথ্য ইত্যাদি)।
- *গুণমান ভালো করার পদক্ষেপ হিসেবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:* BRC ও CRCরা নানারকম উচ্চমানের পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।
- *কমিউনিটিকে অনুপ্রাণিত করা:* কমিউনিটি আর বিদ্যালয়ের মধ্যেকার দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন করার মঞ্চ হিসেবে কাজ করে এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য VEC, SMC, PTA/MTAদের সাথে নিয়মিত আদান প্রদান করে।

- *কার্যকরীভাবে সম্পদ সমাবেশীকরণ:* একটি কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ করা, যাতে সম্পদশালী মানুষদের নানাবিধ কার্যকলাপের জন্য সহজেই পাওয়া যায়। এই কার্যকলাপের মধ্যে আছে সার্বজনীন অভিগম্যতা, নাম নথিভুক্ত করা, প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং গুণমান বজায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপস্থিতি। এছাড়াও এর মধ্যে আছে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়।

- *স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা:* স্থানীয় বিষয় এবং সেই সংক্রান্ত বিরোধগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে মেটানোর চেষ্টা করার জন্য প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। BRC এবং CRCরা শিখন বিকাশ বাড়ানো সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করে। এগুলি স্থানীয় স্তরে, বিদ্যালয় শিক্ষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের যৌথ প্রয়াসে তৈরি হয়।

- *প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত পুনঃনবীকরণ:* এটি স্থানীয় জ্ঞান আর সংস্কৃতিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সাথে মিশ্রিত করার একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

- *অ্যাকাডেমিক লিঙ্ক প্রতিষ্ঠান:* বিদ্যালয়, কমিউনিটি এবং DIETএর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এরা VEC, PTA, MTA, DIET, DPO এবং SPOদের নিয়মিত ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে BRC/CRCর ভূমিকা

এই শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয়ের মূলস্রোতের সাথে যুক্ত করার জন্য বর্তমানের যে শিক্ষাদান কৌশল আছে বা কার্যকরী শিক্ষাগত কৌশল আছে, তাকে এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হয় যাতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদাগুলো মেটানো যায়। সর্বব্যাপী শিক্ষার (I.E) মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের যথাযথ ক্রিয়াকর্মগুলোকে সমস্ত শিশুদের শিখন পদ্ধতিতে যাতে কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই চেষ্টা করা হয়। প্রথাগত বা নিয়মিত বিদ্যালয়গুলিতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত কিছু শিশু আছে যাদের প্রতিকারমূলক সহায়তা/সম্পদ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে, যে সহায়তা দেওয়া একজন সম্পদ শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ। এই শিক্ষকদের হয় সহজে পাওয়া যায় না—যদিও বা পাওয়া যায়, তাহলেও দেখা যায় যে এরা চলমান অবস্থায় কাজ করে। এর ফলে, যে শিশুর বিশেষ চাহিদা আছে, তারা অনেক সময়ই সম্পদ শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পায় না। এই ফাঁকটা BRC/CRCদের পরিষেবার মাধ্যমে পূরণ করা যায়—যদি তাদের শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সর্বব্যাপী শিক্ষার যে সুযোগ আছে, সে বিষয়ে সচেতন করা যায়। BRC/CRCদের মূল কাজই হল শিক্ষকদের প্রয়োজনে সহায়তা করা এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা। তাই, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে BRC/CRCদের যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

BRC/CRCদের মুখ্য কাজগুলোকে নীচের তালিকা অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে:-

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মূল্যায়ন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের কার্যকরী মূল্যায়ন করা।

- শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া।

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যে সমস্ত শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার করে এবং যে পাঠ্যক্রম মেনে চলবে, সেগুলি শেখা।

- সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে জানা।

- শ্রেণীকক্ষ ও পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে শিক্ষকদের সহায়তা করা এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাহায্য করতে কৌশল/নির্দেশ অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া।

- সাধারণ শিক্ষকদের সহায়তা করা যাতে নতুন ধরনের সর্বব্যাপী TLM এবং বর্তমান যে TLM আছে, সেগুলিকে শিখন চাহিদা অনুসারে গ্রহণ করা।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য পরিবর্তনের মাধ্যম এবং গ্রহণযোগ্য মডেল হিসেবে কাজ করা।
- সমবয়সীদের সচেতনতা তৈরি করার জন্য সহায়তা করা।
- কমিউনিটি ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা।

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে সবাই আশা করে যে BRC এবং CRCরা পদক্ষেপ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য/ব্যবস্থাপনা, অভিগম্যতা, নথিভুক্তিকরণ, গুণমান বজায় রাখা এবং ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংগঠন এবং ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে।

9.5 প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের (PHC) ভূমিকা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) এবং তার উপকেন্দ্রগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র 100টিরও বেশি গ্রামের প্রায় 1,00,000 জনসংখ্যাকে পরিষেবা দেয়। এই কেন্দ্রগুলির দেখাশুনো করেন একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক, ব্লক এক্সটেনশন এডুকেটর, একজন মহিলা স্বাস্থ্য সহায়িকা, একজন কম্পাউন্ডার এবং একজন গবেষণাগারের প্রযুক্তিবিদ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা আছে। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি যে যে পরিষেবা দেয়, তা হল:-

- প্রাথমিক চিকিৎসা ও যত্ন
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও যত্ন
- সুরক্ষিত জল সরবরাহ ও প্রাথমিক শৌচব্যবস্থা
- স্থানীয় রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য জোগাড়
- স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা এবং
- স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য নির্দেশকদের প্রশিক্ষণ

সর্বশিক্ষা অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে PHCগুলিকে শিখন প্রতিবন্ধকতা যাতে একেবারে শুরুতে চিহ্নিত করা যায় এবং প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়াও উপযুক্ত পুনর্বাসন পরিষেবার জন্য উল্লেখ করে দেবার কাজও এরা করে। PHCগুলো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের রেফারেন্স এবং পরবর্তী ফলো আপের ক্ষেত্রে মুখ্য সমন্বয়কারীর ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে।

শিখন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কমিউনিটিতে সচেতনতা প্রসার করাও এদের একটি মুখ্য কাজ। কমিউনিটি, পরিষেবা প্রদানকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে শিশুদের জন্য পুনর্বাসন পরিষেবার গুণমান আর অভিগম্যতা দুই-ই বাড়ে। PHCরা ব্লক/ক্লাস্টার স্তরে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য শংসাপত্র (প্রতিবন্ধকতাযুক্ত পরিচয় পত্রের সঙ্গে) দেবার জন্য শিবির সংগঠিত করার জন্য মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। PHC কমিউনিটি, অভিভাবক ও শিক্ষক এদের সবার সাথে শিখন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রসার করার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাও PHCদের একটি মুখ্য কাজ। PHCদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য তৈরি করতেও বলা যায় যেগুলো অভিভাবক আর পরিষেবা প্রদানকারীদের দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে তারা নিজেদের লক্ষণ নিজেরাই বুঝতে পারবে আর

সময়মতো তা রিপোর্টও করতে পারবে।

গবেষণাতে দেখা গেছে যে যদিও শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের মধ্যে অন্যান্য মানুষের তুলনায় বেশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, কিন্তু তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের হার খুবই কম। PHC স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের এই সমস্ত শিশু/ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অভিভাবক আর শিক্ষকদের সাথে তাদের সংযুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

9.6 গ্রাম শিক্ষা কমিটির (VEC) ভূমিকা

সর্বশিক্ষা অভিযানে তৃণমূল স্তরে কিছু পরিকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ আছে, যেমন গ্রাম শিক্ষা কেন্দ্র বা VEC বা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) বা ওই ধরনের কোনো মঞ্চ। SSA রাজ্য মিশন সোসাইটির উচিত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবকদেরও VEC বা SMC র সদস্য হিসেবে গণ্য করা। কমিউনিটির নেতাদের 2 দিনের প্রশিক্ষণের মধ্যেও CWSNদের এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

VECগুলি:

- স্থানীয় বিদ্যালয় স্তরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
- গ্রাম শিক্ষা রেজিস্টার খাতা দেখে CWSNদের এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের নথিগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পরিষেবা প্রদান করতে পারে।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যাতে শিক্ষক এবং সমবয়সীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, সেই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে বা চিহ্নিত না করে দেয়, সেই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে।

9.7 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে কাজ করার জন্য শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে যে সমস্ত শিক্ষকরা কাজ করেন, তাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার:-

- অ্যাকাডেমিক দিকে নজর রেখে, শিক্ষক নির্দেশিত শ্রেণীকক্ষে, ধারাবাহিকতা ব্যবহার করে, গঠনমূলক সরঞ্জাম দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পুরোপুরি ধরে রাখা।
- অ্যাকাডেমিক বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে, এমন সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করা, যা শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট মনে রাখবে।
- নির্দেশ দেবার জন্য যথেষ্ট সময় রাখা।
- শিক্ষার্থীদের কাজ দেখা আর বারবার সেগুলোকে পরীক্ষা করা।
- অধিবেশন আর প্রশ্নগুলো বারবার পরিকল্পনা করা, যাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সঠিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীদের তাদের কাজের উপর যথাযথ ফীডব্যাক দেওয়া।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

যে সমস্ত শিক্ষকরা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে কার্যকরীভাবে কাজ করে, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার:-

- ✓ **মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য ইতিবাচক মনোভাব :** শিক্ষকদের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকতে হবে, যে শিশুরা সর্বব্যাপী শিখন পরিবেশের মধ্যে থাকলে উপকৃত হবে। সর্বব্যাপী শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ শিশুকে বড়দের মতো করে সমাজে বসবাস করার জন্য তৈরি করে দেয়। এই শিক্ষকরা নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেন তাদের শিক্ষার্থীদের নিয়ে। আর তাদের শেখান—কেমন করে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিশুর অবদানকে প্রশংসা করতে হবে। এই শিক্ষকরা নমনীয় হতে আগ্রহী হন, নিজেদের দেওয়া নির্দেশ বদল করতেও রজি থাকেন যাতে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অনন্য চাহিদাগুলোকে মেটাতে পারেন আর তারা যাতে প্রথাগত/নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে সাফল্য পায়। শিক্ষার্থীর সাফল্য বা ব্যর্থতা—এই দুই-ই নির্ভর করবে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তনে।
- ✓ **সম্পদ শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা :** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের নিয়মিত এবং বিশেষ শিক্ষকদের কাছ থেকে সহায়তার প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর জন্য যে শিক্ষক উপযুক্ত, তিনি সাধারণতঃ অত্যন্ত ভাল দলকর্মীও হন। অন্যদের সাথে মিলেমিশে কিভাবে কাজ করতে হয়, তা তারা ভাল করেই জানেন।
- ✓ **আচরণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি :** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাধারণতঃ মনোযোগের সমস্যা থাকে। এদের আলাদা করে আচরণ ব্যবস্থাপনা শেখার প্রয়োজন আছে, যাতে তারা নিজেদের অমনোযোগীতা, অতিসক্রিয়তা আর আবেগপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের শক্তিবৃদ্ধি এবং আচরণগত তত্ত্বের প্রাথমিক নীতিগুলোর বিষয়ে জানা উচিত এবং সেগুলোকে জায়গামতো ব্যবহার করতে পারা উচিত।
- ✓ **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য :** শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাথে যে সমস্ত শিক্ষকরা খুব ভাল কাজ করেন, তারা সাধারণতঃ ন্যায়পরায়ণ, দৃঢ়, উষ্ণ, সংবেদনশীল এবং ধৈর্যশীল হন। এদের কৌতুক রসবোধও থাকে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতে দক্ষ হন। আত্মিক যোগাযোগ বলতে বোঝায় শিক্ষক এবং শিশুর মধ্যেকার সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক, যা তৈরি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন এই সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তখন পদ্ধতি ঠিক না হলেও বা সরঞ্জাম কম থাকলেও বা অন্যান্য কোনো ঘাটতি থাকলেও শিক্ষাদান করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য এমন পরিকাঠামো আর মানসিক সহায়তা দান করেন যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযোগী। এই শিক্ষকরা শুরু থেকেই জানেন যে, শিখন পদ্ধতি যথেষ্ট সময় নিতে পারে, এবং সেখানে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হওয়াও সম্ভব। কিন্তু তারা যথেষ্ট ধৈর্য্যসহকারে শিশুটির শিখন পদ্ধতি শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করেন। পরিশেষে এই কথাই বলা যায় যে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ এবং শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট রসবোধ থাকা প্রয়োজন যাতে তাদের সহনশীলতা ও অধ্যবসায় বজায় থাকে।

একজন সাধারণ শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে:-

- ✓ অন্যান্য শিশুরা যাতে এই শিশুদের সম্পর্কে কোনো কুরুচিকর মন্তব্য করতে না পারে।
- ✓ অন্যান্য শিশুদের মতো করেই এদের কাজ পরীক্ষা করা। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের খোলাখুলিভাবে বলে দেবেন যে সে কিরকম ফল করেছে, তার কৃতিত্ব আর কোন কোন ক্ষেত্রে তার আরও উন্নতি করা দরকার, তা-ও বলে দেওয়া।
- ✓ শিশুটির আত্মবিশ্বাসে যাতে ঘাটতি না হয়, সেই কারণে তাকে চিহ্নিত না করা।
- ✓ সম্পদ শিক্ষক ও শিশুটির পরিবারের সাথে যৌথভাবে কাজ করা, কারণ শিখনের ক্ষেত্রে সবার সহায়তাই শিশুটির প্রয়োজন।

- ✓ শিখন সমস্যাযুক্ত বহু শিশুই হীনমন্যতায় ভুগতে পারে এবং তাদের আত্মমর্যাদা খুবই কম থাকে। তাই তারা উৎসাহ, প্রশংসা সহায়তার আশা করে যাতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।
- ✓ সমব্যথী হবার চেষ্টা করা, রূঢ় মন্তব্য এড়িয়ে চলা।
- ✓ শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে এই শিশুর কাজের তুলনা না করা।
- ✓ শিশুটি যাতে অন্যের হাসির পাত্র না হয়ে ওঠে বা অপমানিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা।
- ✓ শিশুটির সমস্যা নিয়ে পরিবারের সাথে আলোচনা করা।
- ✓ শিশুটিকে শুধুমাত্র সম্পদ শিক্ষকের দায়িত্ব বলে মনে না করা। শিশুটির বিশেষ চাহিদাগুলি যেন নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের পরিবেশে প্রয়োজন মতো হয়, সেটি সুনিশ্চিত করা।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য SSAতে নিয়মিত শিক্ষকদের ভূমিকা

এটা বোঝা খুবই সহজ যে, একজন নিয়মিত শিক্ষককে একটি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর সাথে কাজ করতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে:-

- শ্রেণীকক্ষে শিশুটির বর্তমান কাজ করার অবস্থা ভাল করে মূল্যায়ন করা এবং সেক্ষেত্রে তার শ্রেণীকক্ষের কাজ আর কাজের নমুনাকে ব্যবহার করা।
- শিক্ষার সামগ্রী আর TLM তৈরি করা যা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা ব্যবহার করতে পারা।
- সম্পদ শিক্ষকদের সাথে যৌথভাবে শ্রেণীকক্ষ আর পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় রদবদল করা।
- প্রয়োজনীয় কৌশল/নির্দেশমূলক পদক্ষেপ নেওয়া, যা বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিখন পদ্ধতিকে উন্নত করা।
- শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারে শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রীর পরিবর্তন করা।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সামনে পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা।
- শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিশুদের অর্থাৎ সমবয়সীদের সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করা।

উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলো থেকে বোঝা যায় যে একজন শিক্ষক শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে।

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. ব্লক স্তরের সম্পদ সমন্বয়কারীদের/ক্লাস্টার সম্পদ সমন্বয়কারীদের মূল কাজগুলোকে তালিকাভুক্ত করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

ই2. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম শিক্ষা কমিটির মূল কাজগুলোর তালিকা প্রস্তুত করুন।

.....

.....

.....

.....

ই3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতাভুক্ত সাধারণ শিক্ষকদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

9.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টির মাধ্যমে আমরা আপনাদের শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রেক্ষিতে সচেতনতা আর সম্পদ সমাবেশীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানালাম। সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতাভুক্ত শিক্ষক হিসাবে আপনাদের BRC/CRCদের সম্পদ সহায়ক ও গ্রাম শিক্ষা কমিটির সহায়তা নিয়ে শিখন প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা প্রসার করা। এটা মনে রাখা দরকার যে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা আর পাঁচটা শিশুরই মত। তারা নিজেদের আশেপাশের সমবয়সীদের মতই ভাবে বা অনুভব করে। হয়তো এই শিশুদের সমস্যাগুলো অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা। এদের শিক্ষাগত সমস্যা হতে পারে পড়া, লেখা, অঙ্ক কষা বা ভাষাগত বা আচরণগত সমস্যা—যেমন অমনোযোগীতা, আবেগপ্রবণতা বা অতিসক্রিয়তা বা সামাজিক অন্যান্য সমস্যা, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের প্রচুর পরিমাণে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হয়, কারণ অনেক সময়ই এই সমস্যাগুলো বড় হলেও আবার দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। এটা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু আলাদা আর একেক মনের এক একটি ক্ষেত্রে সমস্যা হয়—কারুর সাথে কারুর কোনো সম্বন্ধ নেই।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করার জন্য বা নিজেদের শিখনের জন্য দায়িত্ব নিতে, নিজেদের শিক্ষার কৌশল শেখার জন্য সবসময়ই নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে, যা তাদের এইসব কাজে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের স্বাধীন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—পরাধীন বা নির্ভরশীল করে রাখা নয়। শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং সম্পদ শিক্ষকদের উচিত এইসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া। আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে কোনো বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ এবং আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারেন। তবে এই পুরোটাই সম্ভব হবে যদি আপনি এবং অন্যান্য সম্পদ শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রশাসন, অভিভাবক এবং কমিউনিটি একসাথে মিলেমিশে দলবদ্ধভাবে কাজ করেন। তাই, এই সবেরই সাফল্য নির্ভর করে মিলিত দায়িত্বভাগের উপর। আপনাদের সবসময় মনে রাখতে

হবে যে, বিদ্যালয়ের সব শিশুই "আমাদের" আর তাই যৌথভাবে কাজ করলে প্রতিটি শিশুর বিশেষ বিশেষ রকমের চাহিদাগুলো পূর্ণ করা যায়—বিশেষতঃ শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে।

9.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

ই1. ব্লক সম্পদ সমন্বয়কারী/ক্লাস্টার সম্পদ সমন্বয়কারীদের মূল কাজগুলি হল:-

- শিক্ষাকদের সহায়তা করা, যাতে তারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সমস্যাগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিখন শিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুত করা
- যেগুলি বর্তমানে আছে, সেগুলি ব্যবহার করা—অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী।
- শিক্ষক ও শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ই2. VECর মুখ্য কাজগুলি হল:-

1. স্থানীয় বিদ্যালয় স্তরের পরিকল্পনাগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
2. গ্রাম শিক্ষা রেজিস্টারে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের নথি এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য নথিভুক্ত করা
3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য পরিষেবাগুলো পর্যবেক্ষণ করা।

ই3. সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা করতে শিক্ষকদের ভূমিকা হল নিম্নরূপ:-

- শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সর্বব্যাপী শিক্ষার বাতাবরণ গড়ে তুলুন।
- শিশুদের চিহ্নিতকরণ করা এড়িয়ে চলুন।
- পরিবার ও সম্পদ শিক্ষকদের সাথে মিলে যৌথভাবে কাজ করুন।
- শিশুরা যাতে নিজেরাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করুন।
- শ্রেণীকক্ষে বহুমুখী শিক্ষা ও শিখন কৌশল নিয়ে কাজ করুন।

9.10 করণীয় কাজ

কিউ1. ব্লক স্তরে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সহায়তার জন্য শিক্ষক আর অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করুন যার দ্বারা সচেতনতা প্রসার করা যায়।

9.11 রেফারেন্স

1. Chadha, A. (1999) A Handbook of Primary School Teachers of Children with Learning Disabilities. Educational Consultant of India Limited. New Delhi. India.

2. Dealing with Learning Problems (1993). An IGNOU – NCERT Collaborative Project. Sona Printers Pvt. Limited. New- Delhi. India

3. Gearheart (1985). Learning Disabilities: Educational Strategies: Time Co./ Mosby College Publishing. MI. USA

4. Lerner, W. (1981). Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company. Boston. USA.

5. Mercer, D. (1991). Students with Learning Disabilities. Merrill Publishing Company. New York. USA.

6. Responding to Children With Special Needs – A Manual for Planning and Implementation of Inclusive Education in Sarva Shiksha Abhiyan (2006). Akashdeep Printer, Darya Ganj, New Delhi.

ইউনিট 10 শিখন প্রতিবন্ধকতা এবং রেফারেল এজেন্সি সহ শিশুদের জন্য এসএসএ সংস্থানের ব্যবহার

গঠন

10.1 ভূমিকা

10.2 উদ্দেশ্যসমূহ

10.3 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সম্পদ কক্ষ

10.4 সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত সম্পদ কক্ষগুলির মুখ্য কাজ

10.5 সর্বশিক্ষা অভিযানে সম্পদ কক্ষের ভূমিকা ও যোগ্যতা

10.6 রেফারাল সংস্থাসমূহ

10.7 ব্যবস্থা তৈরি করা

10.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

10.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

10.10 করণীয় কাজ

10.11 রেফারেন্স

10.1 ভূমিকা

ইউনিট 9এ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বশিক্ষা অভিযান বিশেষ চাহিদাযুক্ত প্রতিটি শিশু, তার যে ধরনের বা শ্রেণীর বা পরিমাপেরই প্রতিবন্ধকতা থাকুক না কেন, প্রত্যেককে অর্থপূর্ণ এবং উচ্চ গুণমানের শিক্ষা পাবার সমান সুযোগ করে দেবে। ঠিক এই কারণেই সর্বশিক্ষা অভিযান একটি ''শূন্য প্রত্যাখ্যান নীতি'' তৈরি করেছে। এর অর্থ হল বিশেষ চাহিদাযুক্ত কোনো শিশুকে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরাও আছে। এছাড়াও, এই নীতির মধ্যে বলা আছে যে প্রতিটি শিশুকে সেই পরিবেশেই শিক্ষাদান করতে হবে, যা তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এর মধ্যে বিশেষ বিদ্যালয়, EGC, AIE এমনকি গৃহভিত্তিক শিক্ষাও পড়ে। আরো একটি পদ্ধতি, যা সর্বশিক্ষা অভিযানে ব্যবহার করা হয়, সেটি হল সম্পদ কক্ষ পদ্ধতি।

এই অধ্যায়টি মূলতঃ সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত সম্পদ কক্ষের ও সম্পদ শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করবে। এছাড়াও শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যে শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে, এই শিশুদের প্রয়োজনীয় আশ্রয়স্থল এবং রেফারাল সংস্থাসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে এখানে।

10.2 উদ্দেশ্যসমূহ

যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এই অধ্যায়টি পড়ার পর তারা

- সম্পদ কক্ষের মাধ্যমে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যে সহায়তা দেওয়া হয় তার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ শিক্ষকদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

- রেফারাল এজেন্সির ভূমিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা যে সমস্ত শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করতে পারে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।

10.3 শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য সম্পদ কক্ষ

সম্পদ কক্ষ হল শ্রেণীকক্ষ (বা অনেক সময় ছোট আকারের শ্রেণীকক্ষ) যেখানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এই কক্ষ সাধারণতঃ সেই সমস্ত শিশু, যাদের ব্যক্তিগত স্তরে বা ছোট ছোট দলের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য তৈরি করা হয়। CSWNএর আলাদা আলাদা চাহিদাগুলোকে সম্পদ কক্ষের মাধ্যমে মেটানো হয়। এক একটি সম্পদ কক্ষের দেখাশুনো করেন এক একজন সম্পদ শিক্ষক। এরা সবাই বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক যারা শিক্ষার্থীদের সম্পদ কক্ষে সরাসরি নির্দেশ দেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দেন সেইসব শিক্ষক, অভিভাবক এবং কমিউনিটির মানুষদের তাদের সাথেও কাজ করেন।

সম্পদ কক্ষের শিক্ষকরা খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করেন তা হল বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের জন্য তাদের চাহিদা অনুসারে কিছু নির্দেশ তৈরি করা যাতে তারা সবচেয়ে ভালোভাবে শিখতে পারে। সম্পদ কক্ষের শিক্ষকদের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক আর অভিভাবকদের সাথে মিলে কাজ করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশের জন্য সবচেয়ে ভালো সহায়তা করা যায়। এই শিক্ষকরা IEP মেনে চলেন এবং সাধারণ শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত ব্যবধানে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সর্বব্যাপী শিক্ষায় শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য **সম্পদ কক্ষ** মডেল খুবই প্রচলিত একটি মডেল। **সর্বশিক্ষা অভিযানের নিয়মানুসারে BRC/CRCতে বা ব্লক স্তরে একটি ঘর থাকা প্রয়োজন, যা CWSNদের জন্য সম্পদ কক্ষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। এই কক্ষের উপাদানগুলো দিয়ে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ বিশেষ কিছু দক্ষতারও শিক্ষা দেওয়া হয়।**

10.4 সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত সম্পদ কক্ষগুলির মুখ্য কাজ

CWSNদের প্রাক্ অন্তর্ভুক্তিকরণ দক্ষতা

সম্পদ কক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাহায্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ কিছু ধরনের দক্ষতা শেখানো। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হয় এবং এদের মূলতঃ কাজের এবং অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, অভ্যাস এবং দক্ষতার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শেখানো হয়। এগুলো সবই সম্পদ কক্ষে শেখানো যেতে পারে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সাধারণতঃ স্ব-যত্ন, কার্যকরী সাক্ষরতা, জীবনশৈলী দক্ষতা, ইত্যাদি ছাড়াও সহানুভূতিপূর্ণ মনোযোগের প্রয়োজন হয়। সর্বোপরি, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ/প্রতিকারের প্রয়োজন হয়, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নির্দিষ্ট কিছু কিছু প্রযুক্তি এবং শিক্ষাদান শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে দেন।

প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান

সম্পদ শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল প্রতিকারমূলক শিক্ষা দান করা। এই উদ্দেশ্যেও সম্পদ কক্ষকে

ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোনো শিশু, কোনো বিষয়ে আশানুরূপ ফল করতে না পারে, তাহলে তাকে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান করা হয়। সেক্ষেত্রে সম্পদ কক্ষে পাওয়া যায় এমন সুনির্দিষ্ট শিক্ষাদান—শিখন সামগ্রীর সাহায্য নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সম্পদ শিক্ষকরা নির্দিষ্ট কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

সম্পদ কক্ষকে আরো একটি ভাবে ব্যবহার করা যায়—শিখন প্রতিবন্ধকতার উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা শিখন প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করতে পারবেন, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থী, ধীরে শিখছে এমন শিক্ষার্থী আর স্বল্প মানসিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন। বিভিন্ন প্রকারের শিখন প্রতিবন্ধকতা, শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, আচরণগত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়েও সম্যক ধারণা লাভ করবেন। এই কক্ষটি শিশুদের কাউন্সেলিং আর চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্যও ব্যবহৃত হবে।

অভিভাবকদের কাউন্সেলিং

সম্পদ শিক্ষকরা অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করতে পারেন, যাতে তাঁরা তাদের সন্তানদের যে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করেন—সে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু হলেও। অনেক সময় শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য শিক্ষাগ্রহণ সমস্যাজনক হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র অভিভাবকদের মনোভাবের কারণে বেশিরভাগ অভিভাবকই এই শিশুদের শিক্ষিত করার মূল্য বোঝেন না। সম্পদ শিক্ষকদের একটা বড় কাজ হল এই সমস্ত অভিভাবকদের বোঝানো যে শিখন প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এইসব শিশুদের মধ্যে নানা প্রকারের সম্ভাবনা আছে এবং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করা যায়। সাধারণত, এই শিশুদের কাছ থেকে কারুরই খুব উচ্চাশা থাকে না। অভিভাবকরা যখনই এইসব শিশুদের গ্রহণ করে নেবেন, তখনই সম্পদ শিক্ষকরা তাদের বাড়ির পরিবেশে কিভাবে উদ্দীপনা জোগাতে হবে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে দিতে পারবেন। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের যথাযথ যত্ন করার জন্য অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন খুবই জরুরি।

কমিউনিটি প্রশিক্ষণ

কমিউনিটির সদস্যদের সর্বব্যাপী শিক্ষাপদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সম্পদ কক্ষটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজ্য সরকারকে ভাবতে হবে যাতে G.P. স্তরে IE স্বেচ্ছাসেবীদের নিযুক্ত করা বা 10টি CWSNএর জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবীকে নিযুক্ত করা যায় কিনা। নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য হবে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মূল সম্পদ শিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করা, যাতে তারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিত করতে পারে এবং তাদের চাহিদাগুলোকেও বুঝতে পারে। এই প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদ কক্ষগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখানো

সম্পদ কক্ষে শিখন প্রতিবন্ধকতা সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের এই যন্ত্রপাতির প্রাথমিক ব্যবহার শেখানো বা বিশেষ কোনো ধরনের দক্ষতা শেখানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্পদ কক্ষের শিক্ষকরা, সাধারণ শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এই যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবহার শিখিয়ে দিতে পারেন।

সম্পদ শিক্ষক এবং সাধারণ শিক্ষকের যৌথ প্রয়াসে সমস্যার সমাধান

সম্পদ কক্ষটিকে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে দুই ধরনের শিক্ষকরা যৌথভাবে পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবেন—সপ্তাহে বা মাসে একবার করে মিলিত হয়ে। পুরোটাই নির্ভর করবে পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন কতটা জরুরি, তার উপর দাঁড়িয়ে। এই

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

সিদ্ধান্ত নেওয়াটা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ এবং সাধারণ শিক্ষকরা একে অপরের সাথে আলোচনা করে তবেই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং কৌশল নির্ণয় করবেন। এই দুই ধরনের শিক্ষরা একে অপরের পরামর্শে প্রয়োজনীয় মতামত দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ আর কর্মসূচী তৈরি করবেন।

সম্পদ শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষণ ও শিখন সামগ্রী প্রস্তুতিকরণ

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের কিছু কিছু বিশেষ ধরনের শিখন সামগ্রীর প্রয়োজন হয়—যেমন, যদি চোখে দেখা যায় এমন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যায়, তাহলে এরা ভালভাবে শিখতে পারে। তাই, সম্পদ শিক্ষকদের ফ্ল্যাশকার্ড, চার্ট, ছবি, মডেল ইত্যাদি বানাতে পারার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, আর তার সাথে অন্যান্য সামগ্রী, যেগুলো এই শিক্ষার্থীদের শেখার কাজে লাগতে পারে। এই সব জিনিষগুলিই সম্পদ কক্ষে তৈরি করা সম্ভব।

সর্বব্যাপী শিক্ষার অংশ হিসেবে গড়ে ওঠা সম্পদ কক্ষ মডেলটি খুবই কার্যকরী একটি মডেল যার মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য সহায়তা মেলে। সম্পদ কক্ষকে অনেক রকমভাবে ব্যবহার করা যায় এবং যদি সঠিকভাবে এটিকে তৈরি এবং ব্যবহার করা যায়, তাহলে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য খুবই শক্তিশালী একটি সহায়তা সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। **তাই, প্রতিটি রাজ্যকে এই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সম্পদ ধার্য করতে হবে। এর মধ্যে CSWN এবং তাদের অভিভাবকদের পরিবহন ও যাতায়াত খরচ এবং তাদের যথাযথ শিক্ষাগত, পুনর্বাসনগত, প্রযুক্তিগত, সরঞ্জামগত এবং সফটওয়্যারগত খরচাখরচও বহন করতে হবে।**

শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী (টি.এল.এম) ব্যাঙ্ক

শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার ফলে শিশু একটি সমৃদ্ধিশালী শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে শিশু তার চারপাশের পরিবেশকে দেখে আর বোঝে এবং নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করে। এছাড়া, কোনো বিষয়ের উপর যখন কোনো কাজ করার কথা ভাবা হবে, তখন শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া খুবই জরুরি। শিশুরা খেলতে, দৌড়তে, সব কিছু খুঁজে বার করতে, নিজের মতো করে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে খুব পছন্দ করে। তাই, শিখন অভিজ্ঞতা যাতে শিশুকে এই সুযোগগুলো করে দেয়, এটা হওয়া খুবই জরুরি। তাই, অর্থপূর্ণ একটি শিখন সুযোগ তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাদান—শিখন সামগ্রী আবশ্যক, তাই নয়, সেই সমস্ত সরঞ্জাম বা সামগ্রীর কথা মাথায় রেখে যথাযথ ক্রিয়াকলাপ তৈরি করাও সমান জরুরি।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য কিছু কিছু শিক্ষা-শিখন সামগ্রী শিক্ষকরা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। এদের একটি তালিকা নীচে প্রস্তুত করা হল:-

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা-শিখন সামগ্রী	ব্লক/ক্লাস্টার	বিদ্যালয়
১.	ওভারহেড প্রজেক্টার	✓	✓
২.	টেপ রেকর্ডার	✓	✓
৩.	ঘড়ি (সময়ের উপলব্ধি)	✓	✓
৪.	শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গির, শোনা, বোঝার, পড়ার, লেখার এবং গণনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজের খাতা/বই/ছবির বোর্ড/চার্ট/স্লাইড ইত্যাদি প্রয়োজন	✓	✓

৫.	পেনসিল ধরার বস্তু যার সাহায্যে লেখার দক্ষতা বাড়ানো যায়	✓	✓
৬.	শিক্ষাপ্রসার করে এমন খেলনা যা দিয়ে সংখ্যা চেনানো যায়, ভগ্নাংশসম্পূর্ণ সম্পর্ক, দৃষ্টিজনিত স্থানিক সম্পর্ক সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া	✓	✓
৭.	বালির স্লেট, প্লাস্টিসিন, নকশা বোনার সামগ্রী, ব্লক, অক্ষর-সংখ্যার ছাঁচ, নকশা (আকার জোড়া লাগানো), এগুলি হল কয়েকটি উদাহরণ	✓	✓

10.5 সর্বশিক্ষা অভিযানে সম্পদ কক্ষের ভূমিকা ও যোগ্যতা

সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত সম্পদ শিক্ষকদের বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চাহিদাপূরণের জন্য। সম্পদ শিক্ষকরা বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এবং শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চাহিদা বোঝার মতো জ্ঞান এবং দক্ষতা এদের আছে। সম্পদ শিক্ষকদের নিম্নলিখিত ভূমিকা ও যোগ্যতা থাকতে হবে।

সম্পদ শিক্ষকদের ভূমিকা

- দৈনন্দিন কাজের মূল্যায়ন করার
- শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করা
- পাঠ্যক্রমে কি ধরনের রদবদল হবে, তার পরামর্শ দেওয়া
- গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও সুপারিশ দেওয়া
- অ্যাকাডেমিক দিক থেকে করণীয় কাজের পরিশীলন করা
- সাধারণ শ্রেণীকক্ষে সহ শিক্ষক হিসেবে কাজ করা
- তাৎক্ষণিক পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া
- প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান করা
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করা
- শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট কার্যক্রম তৈরি করা
- ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা
- নিয়মিত মূল্যায়ন করা
- সাধারণ শিক্ষকদের সাথে যুক্ত হয়ে নিয়মিত কাজ করা

উপরের বিষয়গুলের সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল:-

দৈনন্দিন কাজের মূল্যায়ন

এর অর্থ হল শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মূল্যায়ন। মূল্যায়নের পদ্ধতি বলতে শিশুকে তার কাজের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা, অ্যাকাডেমিক বা আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তারপর শিশুটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই তথ্যগুলো চেকলিস্ট থেকে বা

শিশুদের ব্যবহার দেখে বা তার কাজকর্ম বা বিদ্যালয় বা বাড়িতে করার কাজগুলো কেমন করছে, তার উপর ভিত্তি করে পাওয়া যায়।

শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রী তৈরি করার প্রস্তুতি

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের কিছু কিছু শিক্ষাদান ও শিখন সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। সম্পদ শিক্ষকরা এইসব শিশুদের জন্য চোখে দেখা যায় এমন কিছু কিছু সামগ্রী তৈরি করতে পারেন। এই শিক্ষকরা ফ্ল্যাশ কার্ড, চার্ট, ছবি, নানারকম ছাঁচের জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়ে এবং শিশুদের জন্য উপযোগী হবে এমন নানা সামগ্রী তৈরি করতে দক্ষ হবেন।

পাঠ্যক্রমে কি ধরনের রদবদল হবে, তার পরামর্শ দেওয়া

সম্পদ শিক্ষকদের একটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যাতে তারা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমে কোনো না কোনো রদবদল আনার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যে শিশুর মনে রাখার সমস্যা আছে, যেমন শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু বা মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শেখানোর জন্য চার্ট, মডেল বা ছবির ব্যবহার করা উচিত। যদি শিশুটির ডিসলেক্সিয়া থাকে, তাহলে সম্পদ শিক্ষক তাদের জন্য বড় বড় অক্ষরে ছাপার পরামর্শ দিতে পারেন যাতে তারা সংখ্যা/অক্ষরের তফাৎগুলো বুঝতে পারে।

অ্যাকাডেমিক কাজের পরিশীলন করা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে অমনোযোগী বা শিখন সমস্যাযুক্ত শিশুদের জন্য অ্যাকাডেমিক দিক থেকে করণীয় কাজগুলোকে পরিশীলিত করতে হতে পারে। এর মধ্যে আছে কাজগুলোকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে করা, কাজ শেষ করার জন্য বেশি সময় দেওয়া এবং পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর ছোটো ছোটো অংশ এইসব শিশুদের উপর পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

সাধারণ শ্রেণীকক্ষে সহ শিক্ষক হিসেবে পড়ানো

সম্পদ শিক্ষক, এরা দুজনেই যৌথভাবে শ্রেণীকক্ষে পড়াতে পারেন। সাধারণ শিক্ষক অ্যাকাডেমিক বিষয়বস্তু পড়াতে পারেন, আর সম্পদ শিক্ষক সেই সময়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, বিশেষ শিশুদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে নির্দেশ দিতে পারেন, এবং শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করতে পারেন।

তাৎক্ষণিক পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া

এর অর্থ হল, সম্পদ শিক্ষকরা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সুযোগ করে দিতে পারেন। তারা শিশুদের সরাসরি, ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিতে পারেন, আবার নির্দেশগুলো সমবেত শিখন পদ্ধতিতেও দেওয়া সম্ভব, যেখানে শিশুরা সবাই যাতে কার্যকরীভাবে শিখতে পারে তার জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে। সমবয়সীদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী অন্য একজনকে পড়াবে।

প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান

সম্পদ শিক্ষকদের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান করা। এর অর্থ হল, শিশুটি যে বিষয়ে সামগ্রীর আশানুরূপ ফল করতে পারছে না, সেই বিষয়ে তাকে বিশেষ শিক্ষাদান শিখন সহায়তায় প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান করা, যাতে সে ভবিষ্যতে ভাল ফল করে। এই ধরনের শিক্ষাদানের জন্য সম্পদ কক্ষকে ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু কিছু কৌশলও ব্যবহার করতে পারেন সম্পদ শিক্ষকরা, যাতে এই শিশুদের শিক্ষাদান করা যায়। উদাহরণ—শিশুটিকে পড়তে শেখানোর সময়, শিক্ষক হয়তো কোনো

প্রতিকারমূলক কৌশল ব্যবহার করলেন, যেমন—তিনি এবং শিক্ষার্থী একসাথে জোরে পড়লেন। পড়ার সময় শিক্ষক প্রতিটা শব্দকে জোরে জোরে পড়লেন। শিশুটির পড়ার গতি যখন বাড়বে, তখন শিক্ষক ধীরে ধীরে পড়া থামিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থী তখন নিজে নিজেই, প্রতিটা শব্দ চিহ্নিত করে করে পড়তে পারবে।

অভিভাবকদের কাউন্সেলিং

সম্পদ শিক্ষকরা অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করতে পারেন, যাতে তাঁরা তাদের সন্তানদের যে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করেন—সে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু হলেও অভিভাবকরা যখনই এইসব শিশুদের গ্রহণ করে নেবেন, তখনই সম্পদ শিক্ষকরা তাদের বাড়ির পরিবেশে কিভাবে উদ্দীপনা জোগাতে হবে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে দিতে পারবেন।

কমিউনিটি সমাবেশীকরণ

আমাদের চারপাশের কমিউনিটি অধিকাংশ সময়েই শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকে না। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, এই শিশুদের থেকে আশা খুবই কম থাকে। সম্পদ শিক্ষকের একটি বড় ভূমিকা আর দায়িত্ব হল এই শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করা। একমাত্র এইভাবেই কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের সাহায্য করা আর মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার দিকে নিবদ্ধ করা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতাভুক্ত শিক্ষা কমিটি/বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমবয়সীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

এটা প্রমাণিত সত্য যে সমবয়সীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়লে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের আত্মসম্মানও বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ে ভাল ফল করার সাথে আত্মসচেতনতার একটা গভীর সংযোগ আছে। সমবয়সীদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায় আর এটি সম্পদ শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। উষ্ণ আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সমস্ত রকমের সংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে খুবই সহজে। তাই সম্পদ শিক্ষকদের উচিত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু ও শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিশুদের মধ্যে আদানপ্রদান যাতে বাড়ে তার জন্য সবরকমের সহায়তা করা।

নির্দিষ্ট রকমের শিক্ষাদানের কার্যকলাপ তৈরি করা

শিশুরা যাতে ভাল করে শিখতে পারে, সম্পদ শিক্ষক তার জন্য কিছু কিছু কার্যবিধি তৈরি করবেন। যেমন পঠন/ভাষা বোঝা ইত্যাদি যাতে তারা আরো ভাল করে শিখতে পারে, তার জন্য ছবির বা চোখে দেখা যায়, এমন কিছু কিছু সামগ্রী তৈরি করে। শিক্ষক বোর্ডের উপর কোনো বস্তুর ছবি টাঙিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সেই বস্তুটি নিয়ে একটা ছোট্ট গল্প বলতে বলা যেতে পারে। শিক্ষক সেই গল্পের দু-তিনটে লাইন বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। এবার শিক্ষার্থীর আর শিক্ষক সবাই একসাথে মিলে জোরে জোরে গল্পটা পড়বে, আর শিক্ষক প্রতিটি শব্দ আলাদা করে তাদের বুঝিয়ে দেবেন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিকল্পনার প্রস্তুতি

প্রতিটি শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি শিক্ষার কর্মসূচী। IEPরা শিশুটির বর্তমান ফলাফলের অবস্থা বার্ষিক ও স্বল্পকালীন উদ্দেশ্য, বিশেষ পরিষেবা, যা শিশুটির প্রয়োজন, পরিষেবার শুরু ও শেষের তারিখ, নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের যে সমস্ত কাজকর্মে শিশুটি স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারবে এবং মূল্যায়নের মাপকাঠি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দেবেন।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের উন্নতির ধারাকে সম্পদ শিক্ষকরা নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন। এই পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজনীয় কারণ কৌশল বা ক্রিয়াকর্মগুলো আদৌ শিশুদের সাহায্য করছে কিনা তা বোঝার জন্য। যদি না হয়, তাহলে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

সাধারণ শিক্ষকদের সাথে যৌথভাবে কাজ করা

সম্পদ ও সাধারণ শিক্ষকরা একে অপরের সাথে আলোচনা করে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা আর কৌশল তৈরি করবেন। দুই ধরনের শিক্ষকরাই একে অপরকে মতামত দেবেন এবং দিকনির্দেশ করবেন যাতে এই শিশুদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যবিধিগুলোকে ভাল করা যায়। শিক্ষার্থীদের কতটা উন্নতি হল, সেটা আদান প্রদানে সহায়তা করে।

10.6 রেফারাল সংস্থাসমূহ

আমাদের দেশে বহু সংস্থা আছে যারা শিখন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাজ করছেন। এইসব সংস্থা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে মূলতঃ কাজ করে:-

- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও পরীক্ষা করা
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন
- শিক্ষকদের জন্য প্রতিবন্ধকতার উপর প্রশিক্ষণ
- শিক্ষকদের জন্য বিশেষ সহায়ক/শিক্ষক তৈরি করা
- শিক্ষকদের প্রতিবন্ধকতার জন্য বিশেষ সহায়তা
- শিখন প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান/সারাদিনের জন্য সহায়তা
- শিকন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে প্রচার ও সচেতনতা তৈরি করা।

নিচের সংস্থাগুলো শিখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কাজ করছে, এদের প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যায়:-

অর্কিডস
ই-123, কালকাজি
নতুন দিল্লি-110 070
ফোন #: 9811477777

এডুকেয়ার
এম-2, হাউজ-খস
নতুন দিল্লি-110 016
ফোন #: 011-26565061

ওডে লার্নিং সেন্টার
321, সেক্টর 6, পাঞ্চকুলা
ফোন # 0172-6548193

মাদ্রাজ ডিসলেক্সিয়া সেন্টার
নং. 15, সাম্বাশিভাম স্ট্রীট,
টি. নগর,
চেন্নাই-600 017
ফোন #: 044-28156697, 28157908

মহারাষ্ট্র ডিসলেক্সিয়া অ্যাসোসিয়েশন
101, অমিত পার্ক,
423, লালা জমুনাদাস গুপ্তা মার্গ
দেওনার ফার্ম, মুম্বই-400 088
ফোন #: 022-556 5754

এম.ডি.এ. বাহাই সেন্টার
C/O দ্য বাহাই সেন্টার
কোর্ট চেম্বারস, ফার্স্ট ফ্লোর, (ব্লসমস স্কুলের বিপরীতে)
নিউ মেরিন লাইনস, চার্চগেট, মুম্বই

দ্য সোফিয়া-রোটারি রিসোর্স রুম ফর লার্নিং ডিসএবিলিটিস
সাধনা স্কুল বিল্ডিং
গ্রাউন্ড ফ্লোর, সোফিয়া কলেজ ক্যাম্পাস
ভুলাভাই দেশাই রোড, মুম্বই-400 026
ফোন #: 022-367 6590

আলফা টু ওমেগা লার্নিং সেন্টার
3/176, কাজিপাট্টুর ভিলেজ রোড
সামানাথুভানগর, পাড়ুর পোস্ট (পুরনো মহাবলীপুরম রোড)
জেলা-কাঞ্চীপুরম, চেন্নাই-603 103
ফোন #: 044-27497208

আলফা টু ওমেগা লার্নিং সেন্টার
58, নিউ আফাদি রোড,
কিলপক, চেন্নাই-600 010.
ফোন: 044-26443090, 044-26476257

অ্যাসোসিয়েশন অফ লার্নিং ডিসএবিলিটিড ইন্ডিয়া-ALDI
নাল্লাকারা-জেলা-ত্রিচূড়
কেরালা
ফোন #: 0487-2336817

সোসাইটি অফ রিহ্যাবিলিটেশান অফ কমিউনিকেটিভ অ্যান্ড কগনিটিভ ডিসঅর্ডারস-SRCCD
প্রশান্ত নগর, জেলা-ত্রিবান্দ্রাম
কেরালা
ফোন #: 0471-2440232

স্প্যাসটিক সোসাইটি অফ কর্নাটক
31, 5th ক্রস, 5th মেইন (দূরবর্তী)
ইন্দিরানগর, ফার্স্ট স্টেজ
ইয়ালাহাঙ্কা, জেলা-ব্যাঙ্গালোর,
কণকপুরা, জেলা-ব্যাঙ্গালোর রুরাল
কর্নাটক-560 038
ফোন #: 091-080-5274633

সমবেদা ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার
610, 7th মেইন রোড, 5th ক্রস,
পি.জে. এক্সটেনশন, পোস্ট বক্স: 258
দাভাঙ্গেরে-577 002
কর্ণাটক
ফোন #: 91-08192-237057

শিখন প্রতিবন্ধকতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন সংগঠনগুলিকে যোগাযোগ করবেন—

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসি
35/1, তারাতলা,
কলকাতা-88

মনোবিকাশ কেন্দ্র
রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হ্যান্ডিক্যাপড
482, মাদুরদহ, প্লট: 1-24, সেক্টর: জে, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস,
কলকাতা-700 107

মন ফাউন্ডেশন
C/o মন নার্সিং হোম
ভিআইপি রোড, ব্লক-ডি, নং. 25,
নজরুল ইসলাম অ্যাভেন্যু
কলকাতা-700 052

10.7 ব্যবস্থা তৈরি করা

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের শিখন চাহিদাগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন। শিখন প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়নের জন্য বিশেষ কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। শিখন প্রতিবন্ধকতার বিশেষ কিছু কিছু চাহিদা আছে, যেগুলিকে পূরণ করলে তবেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। যে কোনো শিশুর শিখন চাহিদার মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ভর করবে তার কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে এবং তার মাত্রা কি, তার উপর। এক্ষেত্রে, শিক্ষককে হয়তো যথেষ্ট কল্পনাপ্রবণ এবং সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন যাতে বিশেষ ধরনের শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুটি কতখানি শিখতে পারল, তা পরিমাপ করতে পারেন।

একইভাবে যেহেতু শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তাই তাদের মূল্যায়ন যথাসম্ভব নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিষয়মুখী ছোট ছোট প্রশ্ন দিতে গেলে ফ্ল্যাশ কার্ড বা ছবি বা আসল বস্তুটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের অতিরিক্ত সময় দেওয়া উচিত কারণ ভেবে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে এদের বেশি সময় লাগতে পারে। মূল্যায়নের সময় ভাষার উপর জোর না দিয়ে বিষয়বস্তুর দিকেই নজর দেওয়া উচিত।

ব্যবস্থাপনা হল সহজ কিছু কিছু পদ্ধতি, যা একজন শিক্ষক তাদের শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করেন সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য, বিশেষতঃ গ্রামীণ পরিবেশে। স্টেটস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন (IE) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে পাঠ্যক্রম তৈরি করে, তার একটি অংশ হতে পারে এটি। সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্যে শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নীচে বর্ণনা করা হল:-

সাধারণ মূল্যায়ন পদ্ধতি/সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা

- শিশুটির চাহিদা অনুযায়ী তাকে অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। ক্লান্তি এড়াতে মাঝে মধ্যে বিরতি নেওয়া যেতে পারে।
- শিশুটির চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিতে হবে। যেমন—ক্যালকুলেটর, অ্যাবাকাস, সংযোগ তৈরি করার বোর্ড, স্লান্ট বোর্ড, পেন্সিল/পেন ধরার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ইত্যাদি।
- চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন কম্পিউটার, টেপ রেকর্ডার, ভয়েস সিনথেসাইজার ইত্যাদি ব্যবহার করতে দিতে হবে।
- পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা থাকা প্রয়োজন। যেমন, যদি শিশুটি ধীরে শেখে তাহলে তার জন্য একই সময়ে বা একবারে গোটা পাঠ্যক্রমের উপর পরীক্ষা না নিয়ে ছোট ছোট অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা নিতে হবে।
- পরীক্ষার পদ্ধতির মধ্যে বিষয়মুখী ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে, লম্বা, রচনামূলক প্রশ্ন থাকবে না। কারণ লম্বা প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভাষার যে দক্ষতার প্রয়োজন, তা অনেকসময়ই তাদের থাকে না। প্রশ্নগুলোকে যথাসম্ভব সোজা ভাষায় তৈরি করতে হবে।
- প্রতিক্রিয়া বা উত্তর দেবার জন্য শিশুদের বিকল্প ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। যেমন, লেখার পরিবর্তে মৌখিক উত্তর টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা, শ্রুতিলেখকের ব্যবস্থা করা, যারা উত্তরগুলো শুনে লিখে দেবেন এবং মৌখিকভাবে পড়ে শোনাবেন।
- যখন প্রয়োজন হবে, তখন শিক্ষার্থীদের নির্দেশগুলো এবং প্রশ্ন পড়ে শোনাতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়বস্তু বড় বড় অক্ষরে ছাপা হতে হবে।
- বসার ব্যবস্থা এবং অবস্থান যথোপযুক্ত হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এর জন্য প্রয়োজনে আলাদা ঘর, আলাদা টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে সমস্ত শিশুরা নিয়মিতভাবে ওষুধ খেতে অভ্যস্ত, তাদের কথা মাথায় রেখে মূল্যায়নের সময় বাড়াতে হবে।
- যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভাষা নিয়ে সমস্যার সাথে জড়িত, তাদের তিনটি ভাষার সূত্র থেকে বাদ দিয়ে ইশারার সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয় ব্যবস্থা

- প্রশ্নপত্রে ব্যবহৃত ভাষা যথাসম্ভব সহজ হওয়া প্রয়োজন।
- মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের মূল্যায়ন হবার জন্য প্রশ্নগুলোও তাদের বোধগম্যতা অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।
- প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সময় বাড়ানো উচিত। মাঝে মাঝে ক্লান্তি এড়ানোর জন্য বিরতি দেওয়া প্রয়োজন।
- যেখানে যেখানে প্রয়োজন, এইসব শিশুদের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত যথোপযুক্ত শিক্ষাদান-শিখন সামগ্রীতে রদবদল আনা যেতে পারে। যেমন—শক্তপোক্ত জিনিস ব্যবহার, ফ্ল্যাশ কার্ড, চোখে দেখা যায় এমন সামগ্রী, ছবির বই ইত্যাদি।
- শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বিরাম চিহ্ন/বানান/ব্যাকরণগত ভুলের জন্য শাস্তি দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা কি ভুল করেছে।

- প্রয়োজনে এই শিশুদের কম সংখ্যক প্রশ্ন দিতে হবে।
- প্রয়োজনে, প্রশ্ন বিষয়ভিত্তিক/বহু নির্বাচনী/ছবি দেওয়া হতে হবে।

যাইহোক, এর থেকেও বড় বিষয় হল সরকার পরিচালিত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী অবধি নেওয়া বোর্ডের পরীক্ষাগুলি। সেক্ষেত্রে, শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য মূল্যায়ন তার জায়গা তৈরি করার কাজটিও সরকার পরিচালিত বোর্ডের দ্বারা হতে পারে।

নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

টীকা: ক) আপনাদের উত্তরের জন্য নীচে জায়গা ফাঁকা রাখা আছে

খ) এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

ই1. শূন্যস্থান পূরণ করুন—

ক) সর্বশিক্ষা অভিযান ..... নীতি গ্রহণ করেছে।

খ) বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের পৃথক পৃথক চাহিদাকে মেটানো হয় .....।

গ) শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হল .....।

ঘ) দৈনন্দিন মূল্যায়ন হল ..... ভূমিকা।

ঙ) সমবয়সীদের গ্রহণযোগ্যতা শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য ভাল ..... হয়।

ই2. 5টি রেফারাল সংস্থার নামের তালিকা তৈরি করুন যারা শিখন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কর্মরত।

.....

.....

.....

ই3. সাধারণ মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন।

.....

.....

.....

10.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টির মাধ্যমে আমরা সম্পদ কক্ষের ব্যবহার শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পদ শিক্ষকদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। সর্বশিক্ষা অভিযানের শিক্ষক হিসেবে আপনাদের সম্পদ শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে শিখন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করতে হবে। বিশেষ ধরনের দক্ষতা শেখার জন্য শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের সম্পদ কক্ষের প্রয়োজন হয়। এইসব শিশুদের বিশেষ পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় নিজেদের শিক্ষাজনিত সমস্যা—যেমন পড়া, লেখা, গণিত এবং ভাষা বা আচরণগত সমস্যা—যেমন মনোযোগ, আবেগজনিত বা অতিসক্রিয়তা বা সামাজিক সমস্যা সমাধান করার জন্য।

শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের জন্য কোনো কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কিছু স্থানসঙ্কুলান হওয়া প্রয়োজন, যা সম্পদ শিক্ষকদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে। কোনো শিশুর শিখন প্রতিবন্ধকতা আছে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে কোনো বিদ্যালয় সেই শিশুকে ভর্তি করাতে অস্বীকার করতে পারে না। এছাড়াও অনেক রেফারাল সংস্থা আছে, যারা শিখন প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছে। শ্রেণীকক্ষে যদি ধরা পড়ে যে কোনো শিশু নির্দিষ্ট কোনো সমস্যায় ভুগছে, তাহলে এই সংস্থাগুলিকে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

10.9 নিজেদের অগ্রগতি পরীক্ষা করুন

ই1. ক) শূন্য

খ) সম্পদ কক্ষ

গ) অভিভাবকদের মনোভাব

ঘ) সম্পদ শিক্ষক

ঙ) আত্মসচেতনতা

ই2. 10.6এর অংশটি দেখুন।

ই3. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের জন্য সাধারণ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যেমন— (i) অতিরিক্ত সময় দেওয়া—শিশুর প্রয়োজন অনুসারে, (ii) ক্লান্তি এড়াতে মাঝখানে বিরতি দেওয়া, (iii) ক্যালকুলেটার, অ্যাবাকাস, সংযোগ বোর্ড, স্লান্ট বোর্ড ইত্যাদি দেওয়া, (iv) পাঠ্যক্রমে শিথিলতা আনা, (v) ছোট ছোট প্রশ্ন দেওয়া।

10.10 করণীয় কাজ

কিউ1. শিখন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর মূল্যায়ন করার জন্য একটি বিশদ IEP তৈরি করুন।

10.11 রেফারেন্স

1. Chadha, A. (1999) A Handbook of Primary School Teachers of Children with Learning Disabilities. Educational Consultant of India Limited. New Delhi. India.

2. Dealing with Learning Problems (1993). An IGNOU - NCERT Collaborative Project. Sona Printers Pvt. Limited. New- Delhi. India

3. Gearheart (1985). Learning Disabilities: Educational Strategies: Time Co./ Mosby College Publishing. MI. USA

4. Lerner, W. (1981). Learning Disabilities. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Houghton Mifflin Company. Boston. USA.

5. Mercer, D. (1991). Students with Learning Disabilities. Merrill Publishing Company. New York. USA.

6. Responding to Children With Special Needs–A Manual for Planning and Implementation of Inclusive Education in Sarva Shiksha Abhiyan (2006). Akashdeep Printer, Darya Ganj, New Delhi.